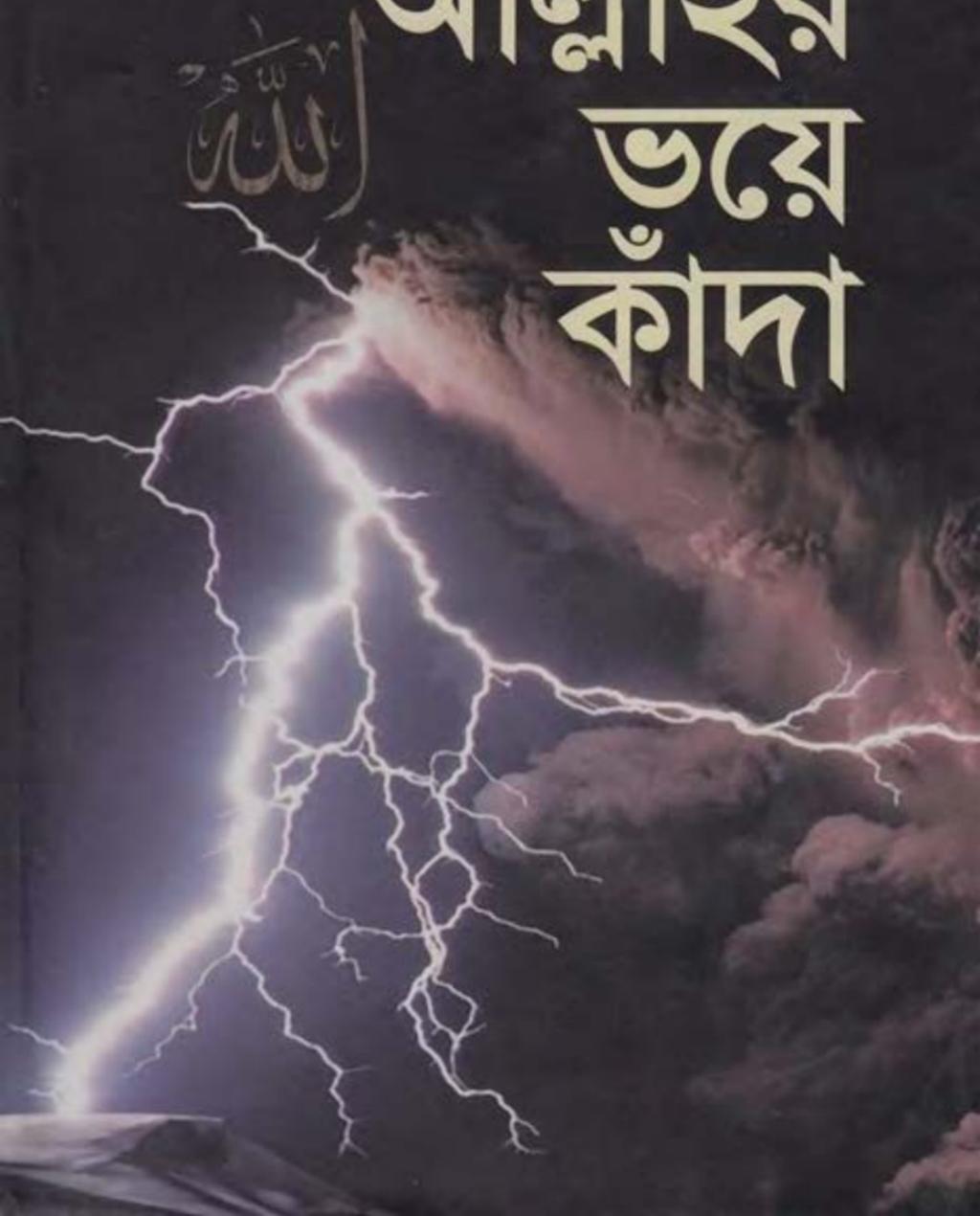


সূচীপত্র

Peace

কুরআন-হাদীসের আলোকে

# আল্লাহর ভয়ে কান্দা



# আল্লাহর ভয়ে কাঁদা

মূল

শায়খ ইস্মাইল আল-আওয়াইশাহ

ভাষাভরে

মু. মুহসিন খান

বিএ অনার্স (ইংরেজি)

সহকারী সম্পাদক : মাসিক আলোর ধীপ



পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

আল্লাহর  
ভয়ে কাঁদা

প্রকাশক

মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ফোন : ৯৫৭১০৯২

প্রকাশকাল : অক্টোবর - ২০১২ ইং

মুদ্রণ : ডিয়োচিড প্রিন্টাস

মূল্য : ১২০.০০ টাকা।

ওয়েব সাইট : [www.peacepublication.com](http://www.peacepublication.com)

ইমেইল : [peacerafiq56@yahoo.com](mailto:peacerafiq56@yahoo.com)

ISBN : 978-984-8885-14-7

## বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

### প্রকাশকের কথা

সমন্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। দরুদ  
ও সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে  
কেরাম এবং সেই সকল বান্দাহদের প্রতি যারা আমৃত্যু তাঁর  
পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন।

আপনাদের হাতে আছে শায়খ হসাইন আল আওয়াইশাহ যিনি  
শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুল্লাহ আলবানীর একজন ছাত্র, তাঁর রচিত  
আরবি বই ‘আল বুকাউ মিন খাশইয়াতিল্লাহ’ এর ইংরেজি  
অনুবাদ।

লেখক তার স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে এ বইটিও সাজিয়েছেন মহাগ্রন্থ  
কুরআনের আয়াত, নবী ﷺ-এর বাণী, সাহাবায়ে কেরামের  
দৃষ্টান্ত এবং ধার্মিক ব্যক্তিবর্গের ঘটনা প্রবাহ দিয়ে। আমরা আশা  
করি, লেখকের সচেতনতা, সতর্কতা অবলম্বন করে  
যাচাই-বাচাইসহ হৃদয় নিংড়ানো বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে কোমল  
করতে, আমাদের আত্মাকে পরিশুল্ক করতে এবং এ পৃথিবীর  
সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্থায়ীভাবে পরিবর্তন  
করতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

সে সব ভাই-বোনদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি- যারা  
এ কর্মে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন-আল্লাহ তায়ালা তাদের এ  
পরিশ্রমের উত্তম জায়া দান করুন।

## সূচিপত্র

■ ভূমিকা	১
■ দোয়া সম্পর্কে জরুরি কথা	৯
■ দোয়া প্রার্থীর মানসিক অবস্থা	১৩
■ আল্লাহর ভয়ে অঙ্গ বিসর্জন	১৪
■ আল্লার কাঠিন্যের ব্যাপারে সতর্ক হও	১৯
■ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কান্না	২২
■ সাহাবায়ে আজমাইনের কান্না/সাহাবাগণের কান্না	২৬
■ আবু বকর (রা)-এর কান্না	২৭
■ উমর (রা)-এর কান্না	২৮
■ উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কান্না	২৯
■ আয়েশা (রা)-এর কান্না	২৯
■ উষ্মে আইমান (রা), তার মূলীব আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কান্না	৩১
■ আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর কান্না	৩২
■ সালমান ফারসী (রা)-এর কান্না	৩৩
■ আবু হাশিম ইবনে উত্বা (রা)-এর কান্না	৩৩
■ যে পথে চললে আল্লাহর ভয়ে কান্না আসে	৩৪
■ জ্ঞান	৩৫
■ মৃত্যুর কথা শ্বরণ	৩৮
■ ধেয়ে আসা মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর চিন্তা করা	৩৯
■ কবর যিয়ারাত করা	৪২
■ পরকালকেই আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানান	৪৩
■ মহিমাবিত কুরআন নিয়ে গবেষণা করা	৪৪
■ ক্ষমা চাওয়া ও নিজেই নিজের হিসাব নেয়া	৪৭
■ যথাযথভাবে নামায আদায় করা	৫০
■ তাহাঙ্গুদে কান্না	৫১
■ নিজেকে কাঁদাও	৫৩
■ ছঁশিয়ারী মনে রাখা	৫৬
■ বেশি বেশি নফল ইবাদাত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করা	৫৮
■ ইয়াতীমের ওপর দয়া	৬৩

■ হাসি কমানো	৬৩
■ এ তয় করা যে আমার আমল নাও কবুল হতে পারে	৬৩
■ আল্লাহর ভয়ে কাঁদার সুফল	৬৮
■ শুরুত্বপূর্ণ দোয়া	৭০
■ ঈমান	৭২
■ ইলম	৭৩
■ আমল	৭৪
■ ক্ষমা চাওয়া	৭৫
■ আখিরাত	৭৬
■ পানাহ বা আশ্রয় চাওয়া	৭৬
■ বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার	৭৮
■ মৃতদের জন্য দোয়া	৮০
■ পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোয়া	৮১
■ বিরোধীদের সম্পর্কে	৮২
■ রাসূল ﷺ-এর প্রতি দরাদ	৮৩
■ সালাতের মধ্যে দোয়া	৮৪
■ তাকবীর তাহরীমের পর	৮৫
■ ‘রকু’ সিজদায়	৮৬
■ ‘রকু’তে দোয়া	৮৭
■ ‘রকু’ থেকে দাঁড়িয়ে	৮৭
■ সিজদার দোয়া	৮৮
■ ‘দু’ সিজদার মাঝের দোয়া	৮৮
■ সালাম ফিরাবার পূর্বে	৮৯
■ সালাম ফিরাবার পর	৯০
■ সকালের দোয়া	৯১
■ সন্ধ্যার দোয়া	৯১
■ শোবার দোয়া	৯২
■ অবসর সময়ের দোয়া	৯৩
■ দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময়	৯৪

## ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই তারিফ করি, তাঁর কাছেই ক্ষমা ও সাহায্য চাই। আমরা আমাদের মন্দ কাজ ও অনিষ্টিত থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে সরল পথ দেখান তাকে বক্রপথে নেয়ার কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ সরল পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রভুত্বের অধিকার নেই, তিনি এক, অবিভীয় এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ~~স~~ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

بَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقْبَلُهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেভাবে ভয় করা উচিত। আর সত্যিকারের মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”<sup>১</sup>

بَأَيْهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُفُسٍّ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَيَتَّمِثِّنُهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلَ لِعَوْنَى بِهِ وَالْأَرْحَامَ طَإِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি সতর্ক হও। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মানুষ (আদম) থেকে আর তার সঙ্গীও সৃষ্টি করেছেন তার থেকে। তারপর তাদের দু'জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরম্পরারের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার আদায় করে থাক এবং আজীবন্তার সম্পর্ক বিনষ্ট কর না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের শুপর কড়া নজর রাখছেন।<sup>২</sup>

১. সূরা-৩ আলে-ইমরান : আয়াত-১০২।

২. সূরা-৪ নিসা : আয়াত-১।

بَأَيْهَا الَّذِينَ أَمْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيدًا لَا  
بُصْلَحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ طَوْمَنْ بَطِيعٌ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য বল। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করে সে এক মহাসাফল্য অর্জন করে।<sup>১</sup>

নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কথামালা হলো আল্লাহর বাণী (আল কুরআন) এবং শ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ হলো নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর পথ নির্দেশ। নব আবিষ্কৃত ব্যাপারগুলো (বিদ্যায়তসমূহ) খারাপ, কারণ নব আবিষ্কৃত জিনিসই বিদ্যায়ত আর প্রত্যেক বিদ্যায়তই বিভ্রান্তিকর আর প্রত্যেক বিভ্রান্তি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। পাপের ফলে মানুষের আর্থিক সঙ্কট ও মানসিক কষ্ট বাঢ়ে। তাদের কঠিন হৃদয় অঞ্চ বিসর্জন দিতে চোখকে বাঁধা দেয়। তারা ঈমানের স্বাদ ও সুখ থেকে বঞ্চিত। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ-ধন্যরা ঐ স্বাদ ও সুখ পেয়ে থাকে। আহা! এ সংখ্যা যে নিতান্তই কম!

তাই আমি এ বিষয়টি তুলে ধরতে জরুরি প্রয়োজন অনুভব করি এবং এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে অঞ্চ বিসর্জনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশে এবং এটা অর্জনের পথ বাতলে দেয়ার ইচ্ছা করি। তাছাড়া যে কেউ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আর এক্ষেত্রে আমি উল্লেখ করেছি নবী মুহাম্মদ ﷺ-এবং তার সাহাবায়ে আজমায়ীনের ক্রন্দনের কিছু ঘটনা ও বিবরণ। আমি আমার মান্যবর উত্তাদ শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানী (র)-এর প্রতি আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যার “সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থের তথ্য উপাত্তি আমার আলোচ্য বিষয়কে সমৃদ্ধ করেছে। তার বইটি এখনো অবশ্য প্রকাশ পায়নি।

আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস করুলের আর্জি পেশ করছি। অন্য আর কারো কাছে আমার কোনো চাওয়া নেই (অর্থাৎ, একমাত্র আল্লাহর জন্যই এটা করা।) নিচ্যই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩. সূরা-৩৩ আহ্যাব : আয়াত-৭০-৭১।

## দোয়া সম্পর্কে জরুরি কথা

১. রাসূল ﷺ দোয়াকে মুখ্যুল ইবাদত (ইবাদতের মগজ) বলেছেন। কথাটি চমৎকার তাৎপর্য বহন করে। দোয়া মানে কিছু চাওয়া। কে চায়? যে অভাব বোধ করে সে-ই চায়। যা না পেলে তার চলে না তা সে পেতে চায়। কার কাছে চায়? যে তার অভাব দূর করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করে তার কাছেই চায়। অভাবের অনুভূতি যার যত বেশি সে তত বেশি কাতরভাবে চায়। আর যার অভাবের ব্যাপকতা সম্পর্কে বেশি ধারণা আছে সে চাইতেই থাকে, সে চাইতে ক্লান্তি বোধ করে না।

যা প্রয়োজন মনে হয় তা না থাকলেই অভাব বোধ হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি মুহূর্তেই কিছু না কিছু প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। এ প্রয়োজন বোধের শেষ নেই। যে হাজার টাকার মালিক সে লক্ষের কাংগাল, যে লক্ষের মালিক সে কোটির কাংগাল। যার যত বেশি আছে সে তত বড় কাংগাল। দুনিয়ায় হাজারো রকমের প্রয়োজন মানুষ বোধ করে। আর যে মরণের পরপারের জীবনে বিশ্বাস করে তার অভাববোধ আরও ব্যাপক। এই পারের প্রয়োজন তাকে আরও বড় কাংগাল বানায়।

আল্লাহর কাছে সে-ই বেশি চায় এবং রাতদিন দোয়া করতে থাকে যে দুনিয়া ও আবিরাতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে আগ্রহ রাখে। এ দোয়াই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর দয়ার কাংগাল। এ দোয়া তাকে আল্লাহর প্রতি অতি বিনয়ী বানায়। এ বিনয়ই ইবাদাতের ঝুঁহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কাতরভাবে বিনয়ের সাথে দোয়া করে সে তার এ মহান মনিবের সন্তুষ্টিও চায়। কারণ তিনি সন্তুষ্ট না হলে দোয়া করুল করবেন না। এ সন্তুষ্টির প্রয়োজনেই সে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা কর্তব্য মনে করে— অর্থাৎ ইবাদাতের সাধনা করতে থাকে।

রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, যে দোয়া করে আল্লাহ তার উপর খুশী হন। আর যে দোয়া করে না আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। যে দোয়া করে সে আল্লাহর অনুগত বলেই তিনি তার উপর খুশি হন। যে দোয়া করে না সে আল্লাহর ধার ধারেন বলেই তিনি রাগ করেন। তাই একথা প্রমাণিত হলো যে, দোয়া সত্যিই ইবাদাতের মূল বা মগজ। রাসূল ﷺ একথাও বলেছেন যে, ﴿إِنَّمَا دُوَيْةٌ كَرَآتًا وَ إِبَادَةً﴾।

২. রাসূল ﷺ বলেছেন যে, মনোযোগের সাথে দোয়া না করলে দোয়া করুল হয় না। আসলে দোয়া তো মনের ভেতর থেকেই আসতে হবে। মুখে তো দোয়ার শাব্দিক প্রকাশ মাত্র। মুখে উচ্চারণ করে দিল দিয়ে দোয়া করতে হয়। তাহলে না বুঝে আরবিতে মুখে দোয়া আবৃত্তি করলে কেমন করে করুল হবে? আরবি ভাষা জেনে শব্দে শব্দে বুঝে দোয়া করা জরুরি নয়। কিন্তু যে দোয়াটি পড়া হচ্ছে এর মর্মকথা জানতে হবে। আল্লাহর কাছে কী জিনিস চাওয়া হচ্ছে, দিল যদি সে খবরই না রাখে তাহলে এটা দোয়া হয় কেমন করে? তাই মুখে আরবিতে দোয়া করার সময় কি চাওয়া হচ্ছে মনে তা বুঝতে হবে। যেমন নিরক্ষর লোক টাকা-পয়সা লেনদেন করার সময় নোটের লেখা পড়তে না জানলেও কোনটা কত টাকার নোট তা তাকে অবশ্যই চিনতে হয়।

তবে আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো ভাষায় শব্দে শব্দে অর্থ বুঝে দোয়া করার মধ্যে যে মজা ও তৃষ্ণি তা তারাই অন্তর দিয়ে অনুভব করে যারা অর্থ জানে। তাই শব্দে শব্দে অর্থ বুঝবার তাওফীক আল্লাহ যাদেরকে দিয়েছেন তাদের বেশি করে দোয়া মুখস্থ করা উচিত। আরবি জানা সত্ত্বেও যারা এজন্য সময় খরচ ও মেহমত করে না তারা বড়ই হতভাগা।

৩. যেসব দোয়া আল্লাহর দরবারে পেশ করার জন্য বাছাই করা হলো তা জায়নামায়ে বসে হাত তুলে উচ্চারণ না করলে দোয়া বলে গণ্য হবে না এমন মনে করা ভুল। বিভিন্ন অবস্থায়ই দোয়া করতে হয়। খাওয়ার শুরুতে ও শেষে, অযুর আগে, মাঝে ও পরে, শোবার সময় ও জেগে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় ও বের হবার সময়, বাজারে চলার সময়, যাববাহনে উঠা ও নামার সময়, পায়খানায় যাবার ও ফিরে আসার সময় এবং এ রকম আরও অনেক সময় যেসব দোয়া করা হয় তাতে কি হাত উঠাতে হয়? এসব দোয়া কি জায়নামায়ে বসে উচ্চারণের সুযোগ আছে? তেমনিভাবে সকাল-সন্ধ্যার দোয়াও যে কোনো অবস্থায়ই করা যায়। অন্যান্য দোয়া সুযোগ মতো সবসময়ই করা চলে। হাঁটা, দাঁড়ান, বসা ও শোয়া অবস্থায় মনটাকে দোয়ায় ব্যক্ত রাখলে বাজে চিন্তা থেকে নিষ্ঠার প্রচেয় সহজ হয়। অবশ্য তাহাঙ্গুদের সময় এবং অন্যান্য নামায়ের

শেষে জায়নামায়ে যথাসম্ভব বিলম্ব করে দোয়া করায় এক বিশেষ ঘজা ও তৃপ্তি রয়েছে। কিন্তু দোয়া করার জন্য জায়নামায়ে বসা যে শর্ত নয় সে কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য। রাসূল ﷺ অনেক সময় হাত তুলে দোয়া করেছেন এবং দোয়ার শেষে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করেছেন।

৪. কাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন হাদীসে মোট ৯ জনের উল্লেখ দেখা যায় : ক. প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত মহলুমের দোয়া, খ. বাড়ি ফেরার পূর্ব পর্যন্ত হাজীর দোয়া, গ. জিহাদ বক্ষ করার পূর্ব পর্যন্ত মুজাহিদের দোয়া, ঘ. সুস্থ হবার পূর্ব পর্যন্ত রোগীর দোয়া, ঙ. কারো অনুপস্থিতিতে তার জন্য যে দোয়া করা হয় সে দোয়া, [সবচেয়ে তাড়াতাড়ি এ দোয়া কবুল হয় বলে রাসূল ﷺ বলেছেন] চ. সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া, ছ. মুসাফিরের দোয়া, জ. ইফতারের সময় রোয়াদারের দোয়া ও ঝ. ন্যায়পরায়ণ ইমামের (নেতা বা শাসক) দোয়া।
৫. দোয়া কবুল হবার ধরণ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন যে, কোনো মুসলিম যদি গুনাহের কাজের জন্য এবং আঞ্চায়তার সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য দোয়া না করে তাহলে তার সব দোয়া তিনি প্রকারের মধ্যে কোনো এক ধরণে অবশ্যই কবুল হয়। কোনো দোয়াই অগ্রহ্য করা হয় না।
- ক. হয় তার দোয়া দুনিয়াতেই কবুল করা হয়।
- খ. অথবা যে দোয়া সে করেছে তা তার জন্য কল্যাণকর নয় বলে এ দোয়ার বদলে তার সম্পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দোয়া হয়।
- গ. অথবা দোয়ার বদলা আখেরাতে পুরক্ষার হিসেবে দেয়া হবে।
৬. দোয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর আরও কয়েকটি হেদায়াত :
- ক. দোয়া কবুল হতে দেরী দেখে নিরাশ হয়ে দোয়া করা বাদ দেয়া মন্তব্ড ভুল। (এত দোয়া করলাম কবুল তো হয় না বা না জানি কোনো গুনাহ করেছি যার জন্য দোয়া কবুল হচ্ছে না- এ ধরনের কথায় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন)। দোয়া কবুলের জন্য তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়।
- খ. দোয়ার হয় তাকদীরও বদলাতে পারে।

- গ. ছেট-বড় সব প্রয়োজন পূরণের জন্যই দোয়া করা উচিত- এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও ফিতার জন্য দোয়া করা দরকার ।
- ঘ. দুঃখের দিনে দোয়া করুল হোক, এ কামনা থাকলে সুখের দিনেও দোয়া করা উচিত ।
- ঙ. দোয়া প্রার্থিকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন ।
- চ. যার রিয়ক হালাল নয় তার দোয়া করুল হয় না ।
৭. আল্লাহর কাছে যে জিনিসের জন্য দোয়া করা হয় তা হাসিল করার জন্য বান্দাহকেও চেষ্টা করতে হয় । বিনা চেষ্টায় শুধু দোয়া করে পাওয়ার আশা করা বোকামী । এমন দোয়া আল্লাহ করুণই করেন না । জমিতে হালচাষ না করে ফসলের জন্য দোয়া বা বিয়ে না করেই সন্তানের জন্য দোয়া কোনো বোকাও করে না । জমিতে প্রাণপণ মেহনত করার পর দিল থেকেই দোয়া আসে যেন আল্লাহ তায়ালা মেহনত বরবাদ না করেন ।

আল্লাহর রাজত্ব ও মানুষের খেলাফত কায়েমের জন্য মানুষকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে কাজ জান-মাল দিয়ে রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম আজীবন মেহনত করেছেন । আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো দোয়াগুলো ঐ কাজ থেকে বিছিন্ন । ঐ কাজ না করে এসব দোয়ার অব্যীক্ষা পড়া দ্বারা কিছুই হাসিল হতে পারে না । কামাই-রোজগারের জন্য চেষ্টা-তদবীর না করে সোয়া লাখবার রিয়িকের দোয়া জপলে এ দোয়া করুল হয় না । চেষ্টা করা অবস্থায় দোয়া করলে আশা করা যায় যে, দোয়া করুল হবে । চেষ্টা না করে দোয়া করার নাম ‘আমল’ রাখা অর্থহীন । শুধু দোয়া করা রোজগারের ‘আমল’ বলে গণ্য হতে পারে না ।

এ পৃষ্ঠিকায় যেসব দোয়ার সমাহার হয়েছে এর মূল্য তাদেরই বুঝে আসবে যারা ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ । এসব দোয়া তাদের প্রাপ্তি প্রেরণা, আবেগ, হিস্ত ও জববা পয়দা করবে । এসব দোয়া যেমন তাদেরকে আরও কর্মতৎপর করবে, তেমনি তাদের কর্মতৎপরতাও দোয়া করার সময় আবেগ সৃষ্টি করবে ।

## ‘দোয়া প্রার্থীর মানসিক অবস্থা’

এখানে যেসব দোয়া সংকলন করা হয়েছে তা সকল দোয়া প্রার্থীর নিকট সমান আকর্ষণীয় হবার কথা নয়। সবার নিকট সব দোয়া সমান আবেগ সৃষ্টি করে না। দোয়া প্রার্থী তার মানসিক অবস্থা অনুযায়ীই দোয়া বাছাই করে থাকে। এখানে যেসব দোয়া বাছাই করা হয়েছে তা ঐসব দোয়া প্রার্থীরই মনে খোরাক যোগাতে পারে যাদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার পেছনে নিম্নরূপ মানসিক অবস্থা বিবরণ করছে-

১. জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং সবসময় সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই প্রভু, মনিব, হৃকুমকর্তা ও মাঝুদ হিসেবে মেনে চলার মধ্যেই আমার জীবনের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে।
২. আল্লাহ তায়ালাকে মেনে চলার ব্যাপারে মুহাম্মদ ﷺ কেই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করে চলবে। এ আদর্শকে অনুকরণ করার উদ্দেশ্যেই সাহাবায়ে কেরাম (রা) বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশিদীনকে বাস্তব নমুনা মনে করে।
৩. আবিরাতে চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যই আমার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য। মহান মনিবের সন্তুষ্টি, রাসূল ﷺ-এর শাফায়াত এবং জান্নাতে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ শ্লোকদের সঙ্গ লাভই আবেরাতের সাফল্যের আসল লক্ষ্য।
৪. রাসূল ﷺ স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে নিয়ে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার যে উদাহরণ রেখে গেছেন এর সত্যিকার অনুকরণ ছাড়া আবেরাতে ঐ সাফল্য কিছুতেই আশা করতে পারি না।
৫. আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলাম। আমার জীবন ও মরণ আল্লাহ তায়ালাকেই জন্য উৎসর্গ করলাম।
৬. আল্লাহর দরবারে শহীদই নবীর পর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলে আমি মনিবের নিকট ঐ মর্যাদারই কাংগাল।

৭. মহান মনিবের নিকট হায়ির হবার একমাত্র পথই হলো মৃত্যু। তাই মৃত্যু কামনার ধন, ভয়ের বিষয় নয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসবে না, আর যখন আসবে তখন কেউ ফিরাতে পারবে না। তাই মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করাই ঈমানের দাবি। আল্লাহর পথে মৃত্যুই গৌরবময়। কোনো বিপদই মৃত্যুর চেয়ে বড় নয়। প্রত্যেক বিপদই আল্লাহর অনুমতি নিয়েই আসে। তাই একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করি। আর কোনো কিছুই ভয়ের কোনো পাত্র নয়।

(আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্ৰ.)

### আল্লাহর ভয়ে অশ্র বিসজ্জন

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন,

اللَّهُ نَزَّلَ أَخْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًًا مُّثَانِيًّا فَتَقَشَّرَ  
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبِّهِمْ حُتَّمْ تَلِينُ جُلُودُهُمْ  
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী নায়িল করেছেন, এটা এমন একটি শুল্ক যার সমষ্টি অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এসব শুনে সে লোকদের লোম শিউরে উঠে যারা তাদের রবকে ভয় করে। তারপর তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে আল্লাহর আরণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।<sup>8</sup>

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার ঘোষণা-

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ  
لِلَّادَقَانِ سُجَّدًا لَا يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا  
لَمْفَعُولاً وَيَخْرُونَ لِلَّادَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ حُشُوعًا.

8. ৩৯-সূরা যুমার : আয়াত-২৩।

নিঃসন্দেহে যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল (অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে) তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মন্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ওঠে মহিমা আমাদের প্রভুর । আমাদের রবের অঙ্গিকার তো পূর্ণ হয়েই থাকে এবং তারা নতমুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায় ।<sup>৫</sup>

আল্লাহ রাকুল আলামীনের ঘোষণা-

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَنَا نَعْمَالَهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَدَمَ  
وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ زَوْجٌ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ زَ  
وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا طِإِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنِ  
خَرُّوا سُجْدًا وَبُكِّيًّا .

এরাই হচ্ছে নবীগণ আদম সন্তানদের মধ্য থেকে যাদের ওপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং যাদেরকে আমি নৃহের সাথে মৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীম ও ইসমাইলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সঙ্কান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম । এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ।<sup>৬</sup>

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, (কিয়ামতের দিন) যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যক্তিত অন্য কোনো

৫. ১৭-সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত-১০৭-১০৯ ।

(১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত)

৬. ১৯-সূরা মারহিয়াম : আয়াত-৫৮ । (আয়াতটি সিজদার আয়াত)

ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে তাঁর (আল্লাহর) ছায়াতলে তিনি আশ্রয় দিবেন।<sup>১</sup> আর তারা হলো-

১. ন্যায়পরায়ণ শাসক,<sup>২</sup>
২. ঐ যুক্ত যে আল্লাহর বন্দেগীতে বেড়ে উঠেছে,
৩. ঐ ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদে যেতে ব্যাকুল থাকে।<sup>৩</sup>
৪. দু'জন ব্যক্তি যারা আল্লাহর জন্যই পরম্পরকে ভালোবাসে, সাক্ষাত করে এবং সে অবস্থায়ই

৭. শায়খ আলবানী “আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব” গ্রন্থে বলেন, আল্লাহর ছায়ার পরিধি হলো তার প্রভৃত্তির/মালিকানার পরিধি। প্রতিটি ছায়াই তাঁর ছায়া, তাঁর সম্পত্তি, তাঁর সৃষ্টি এবং কর্তৃত। [অর্থাৎ, আল্লাহ এ ছায়ার মালিক। যে বিষয়টি এখানে জোর দেয়া হয়েছে তা হলো, এটা (ছায়া থাকাটা) আল্লাহর প্রতি কোনো বৈশিষ্ট্যের আরোপ নয় এবং এটা হলো ‘আল্লাহর গোলাম’, ‘আল্লাহর ঘর’ ইত্যাদি শব্দগুলোর মতো। তাই ছায়া আল্লাহর বাঢ়তি কোনো শুণ নয় তবে এটিকে তাঁর সাথে সংযুক্তির উদ্দেশ্য হলো স্বাতন্ত্র্য ও মহত্ত্বের প্রকাশ, যা দ্বারা তাকে অন্য সকল সাধারণ ছায়া থেকে আলাদা বুঝায়।]
- এখানে যে ছায়াকে বুঝানো হয়েছে তা তাঁর (আল্লাহর) আরশের (বসার স্থানের) ছায়া যা অন্য একটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা কিয়ামতের দিন, যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং সূর্য তাদের খুব নিকটে চলে আসবে এবং তারা তখন প্রচণ্ড গরম অনুভব করবে ও ঘামতে শুরু করবে। একমাত্র তাঁর ছায়া ব্যক্তিত আর কোনো ছায়া সেখানে থাকবে না।
৮. শায়খ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে বলেন, তিনি (শাসক) হলেন এমন ব্যক্তি যিনি বহু মানুষের ওপর কর্তৃত খাটানোর অধিকার রাখেন। আর তিনি প্রকৃত অর্থেই মুসলিমদের ভালো ও কল্যাণ সাধনে প্রেরণান থাকেন। হাদীসটি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের (অন্য ব্যক্তিদের প্রথমে) কথা দিয়ে শুরু হওয়ার কারণ হলো তাঁর লোকের (হাদীসের অন্য লোকদের চেয়ে) ব্যাপক কল্যাণ সাধনের সুযোগ রয়েছে। এই শাসকের জন্য এটা শুরুত্বপূর্ণ যে সে তার শাসনকার্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করবে কেননা তাছাড়া সে ন্যায়পরায়ণ হতে পারবে না। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহর বিধান মেনে নিতে সাবধান হও।
৯. শায়খ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে বলেন, অর্থাৎ মসজিদের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে এবং মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়ে সে সচেষ্ট থাকে।

পৃথক হয়।<sup>১০</sup> ৫. এমন পুরুষ যে উচ্চ বংশের ও সুন্দরী রমণীর কুপ্রস্তাব এবলে ফিরিয়ে দেয় যে “আমি আল্লাহকে ভয় করি”।<sup>১১</sup> ৬. এমন ব্যক্তি যে এত গোপনে দান করে যে তার বায় হাত জানে না তার ডান হাত কী দান করল।

৭. এবং এমন ব্যক্তি নিভৃতে আল্লাহর শরণে আল্লাহর ভয়ে যার নয়নযুগল অঙ্গসিক্ত হয়।<sup>১২</sup>

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কেঁদেছে জাহানামের আগুন তাকে স্পর্শ করবে না এমনকি দুধ দোহন করার পর আবার তা স্তনে ফেরত যাবে (তবুও সে ব্যক্তি জাহানামে প্রবেশ করবে না)। আর জিহাদের ময়দানের ধূলি ও জাহানামের ধোঁয়া কখনই একত্র হবে না।<sup>১৩</sup>

১০. শায়খ বলেন, “আল্লাহর জন্য সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর জন্য পৃথক হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই তাদের সাক্ষাত এবং তারা উভয়েই পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ভালোবাসার ওপর স্থির থাকে। তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে তাদের এ ভালোবাসা আল্লাহর (পথে কাজের) জন্য আর এটাই তাদের সাক্ষাত ও পৃথক হওয়ার অন্যতম শর্ত।

১১. আলবানী বলেন, উচ্চ বংশের এবং সুন্দরী রমণী থেকে তার কামনা-বাসনা নিবৃত রাখতে গিয়ে এটা মুখের কথা কিংবা অন্তরের কথাও হতে পারে। উচ্চ বংশ ও সুন্দরী বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ, সে খুবই কাঞ্চিত এবং তাকে পাওয়াও অনেক কঠিন। বাস্তবতা হলো একজন পুরুষ তাকে (এ রকম নারী) পেতে অন্তরে কামনা করে এবং মুখেও প্রকাশ করে।

১২. বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বর্ণিত। এ হাদীস সংক্ষিপ্ত আরো বিস্তারিত অধ্যায়ের জন্য সহীহ আত তারগীব (১/২০১) দেখা যেতে পারে।

১৩. আত তিরমিয়ী হতে বর্ণিত, তিনি একে হাসান সহীহ হাদীস বলেছেন। আন নাসারী শরীফেও হাদীসটি উচ্চৃত হয়েছে। আল হাকীম বলেছেন এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা সহীহ। আল মুনয়িরী কর্তৃক আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থেও উচ্চৃত করা হয়েছে। শায়খ আলবানীও একে আল মিশকাত গ্রন্থে (৩৮২৮) ও আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে বিশ্বাসযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শনেছেন, এ দু'চোখকে জাহানামের আগুন স্পর্শ করবে না। (এক) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু বিসর্জন দেয়। (দুই) যে চোখ সারারাত আল্লাহর পথে পাহারায় সতর্ক থাকে।<sup>১৪</sup>

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন, দুটি চোখকে জাহানামের আগুনের জন্য নিবিদ্ধ করা হয়েছে। এক. আল্লাহর ভয়ে যে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে, দুই. যে চোখ সারারাত ইসলামের স্বার্থে বা কাফেরদের খেকে একটি পরিবারের নিরাপত্তা দিতে পাহারায় খেকেছে।<sup>১৫</sup>

আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে দুটি ফোটা ও দুটি চিঙ্গের চেয়ে অধিক প্রিয় কিছু নেই। এক ফোটা অশ্রু যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ভয়ে ঝরে পড়ে এবং এক ফোটা রক্ত যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে প্রবাহিত হয়। তেমনিভাবে দুটি চিঙ্গ, একটি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সহ্য করা হয়। আরেকটি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কৃত্তক নির্ধারিত বিধি-নিমেধ পালন করতে গিয়ে যে (আগ্নেয়) চিঙ্গ পাওয়া হয়।<sup>১৬</sup>

উসমান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছেন, তুবা<sup>১৭</sup> তাদের জন্য যারা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যারা তাদের বসবাসের

১৪. আত তিরমিয়ী শরীফে উক্ত এবং শায়খ আলবানী আল মিশকাত ও আত তারগীবে একে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
১৫. আল হকীম রচিত আল মুসতাদরাক গ্রন্থে উক্ত এবং আরো অনেকেই উক্ত করেছেন। শায়খ আলবানী তার আত তারগীব গ্রন্থেও একে সহীহ বলে স্বীকার করেছেন।
১৬. ইমাম তিরমিয়ী একে হাসান বলে উক্ত করেছেন। শায়খ আলবানীও একে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় হাসান বলেছেন তার আল মিশকাত গ্রন্থে এবং আত তারগীব গ্রন্থে সহীহ বলেছেন।
১৭. এটা জান্নাতের একটি গাছ। এর বিস্তৃতি প্রায় একশত বছরের পথের সমান। জান্নাতবাসীদের পোশাক এ গাছে উকাতে দেয়া হয়। রাসূল ﷺ-এর বাণী, “তুবা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ, এর সীমা একশত বছরের দুর্বত্তের সমান। এবং জান্নাতবাসীদের পোশাকাদি এখানে উকাতে দেয়া হয়।” ইমাম আহমদ এবং আরো অনেকেই উক্ত করেছেন। এটা হাসান লি গায়রিষী। ‘আস সাহীহ’তে শায়খ আলবানীও উক্ত করেছেন।

ঘরটিকে যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ, বাসস্থানেই তত্ত্ব) এবং যারা নিজেদের তুলের জন্য (গুনাহের ভয়ে) আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে।<sup>১৮</sup>

উকবা ইবনে আমির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিসে মুক্তি পাওয়া যায়? রাসূল ﷺ উত্তরে বলেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখলে, তোমার ঘরে (সম্পত্তিতে) সন্তুষ্ট থাকলে এবং তোমার ভূল-ভাঙ্গিতে আল্লাহর কাছে কাঁদলে।<sup>১৯</sup>

### আল্লার কাঠিন্যের ব্যাপারে সতর্ক হও

আল্লার কঠিনতার ব্যাপারে সতর্ক হোন, কেননা এটা (কাঠিন্য) আপনাকে জাহানামে নিয়ে যেতে পারে। তাই আপনার আল্লাকে কঠিন হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং দ্বন্দ্য কঠিন করতে পারে এমন সবকিছু থেকে সতর্ক থাকুন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যেন সৃণাতের মুখ ফিরিয়ে না নেন সেদিকেও সাবধান থাকুন।

أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ أَمْنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوْبِهِمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ  
مِنَ الْحَقِّ لَا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ  
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ فُلُوْبِهِمْ طَوْكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ -

“যারা মু’মিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর ক্ষরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে দ্বন্দ্য বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুনীর্বকাল

১৮. ইমাম তাবরানী তার “আল আওসাত আস সাগীর” গ্রন্থে উক্ত করেছেন এবং এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেছেন। আল মুনজিবী (র) “আত তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থেও হাদীসখানা সম্পৃক্ত করেছেন। শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীব-এ একে হাসান বলে ঘোষণা করেছেন।

১৯. ইবনে আল মুবারাক ‘আয যুহুদ’ গ্রন্থে ইমাম আহমদ আত তিরমিয়ী গ্রন্থে এবং আরো অনেকেই হাদীসটিকে উক্ত করেছেন। এটি একটি সহীহ হাদীস এবং শায়খের আলবানী আস সাথীহা গ্রন্থে উক্ত করেন।

অতিক্রান্ত হয়েছে অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্তিরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই উদ্ধৃত ও অবাধ্য।<sup>২০</sup>

এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় আবু হাজিম উল্লেখ করেছেন আমের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) তার পিতার মাধ্যমে জ্ঞাত হন যে, ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে ভর্ত্সনা করেন।

তারা (মু'মিনরা) তাদের মতো যেন না হয়ে যায় ইতোপূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুনীর্দকাল অতিক্রান্ত হয়েছে তাই বলে কি তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল? আর তাদের অধিকাংশই ছিল উদ্ধৃত্য ও অবাধ্য।<sup>২১</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা এ পৃথিবীতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সতর্কবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।<sup>২২</sup>

(আল্লাহর ভয়ে) অঞ্চ বিসর্জন<sup>২৩</sup> আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা/করুণা যা তিনি তাঁর বাস্তার হন্দয়ে ঢেলে দেন।

উমামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একবার নবী মুহাম্মদ~~ﷺ~~-এর সঙ্গে ছিলাম। তাঁর একজন মেয়ে এক দৃত মারফত খবর পাঠালেন যে, তার ছেষট এক ছেলে সন্তান মৃত্যুর কোলে ঢেলে পড়েছে। রাসূল~~ﷺ~~ এই দৃতকে বললেন, তুমি তাঁর (রাসূল~~ﷺ~~-এর মেয়ের) কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আল্লাহ যা কিছু দেন বা নেন এটা তাঁর (আল্লাহর) ব্যাপার।

২০. সূরা- হাদীদ : আয়াত-১৬।

২১. সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে সহীহ হিসেবে উল্লিখিত।

২২. ইয়াম আল বাগাবী তার তাফসীর গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন।

২৩. ইবনে কাইয়ুম বলেন, কান্না অনেক প্রকারের। যেমন, ১. অনুগ্রহ অনুকূল্পার কান্না, ২. জীতি ও ভঙ্গির কান্না, ৩. প্রেম ও শ্রীতির কান্না, ৪. আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের কান্না, ৫. উদ্বেগ উৎকর্ষ ও মানসিক আর প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্ধারিত আয়ুকাল রয়েছে। সূতরাং যাতনার কান্না, যে বেদনার বিষ এ হন্দয় সহ্য করতে পারে না। ৬. দুঃখের কান্না, ৭. ক্রান্তি-শ্রান্তি ও দুর্বলতার কান্না, ৮. প্রতারণার কান্না-যে প্রতারণার শিকার হলে চোখ অঞ্চলে ভারি হয়ে উঠে, হন্দয় ফেটে যায়। ৯. যারা কান্না ও অর্ধের বিনিময়ে কান্না, যেমন কিছু অর্ধের বিনিময়ে শোক প্রকাশ করে। [অনুবাদকের নোট : ইসলাম পূর্ব আববের একটি প্রধা ছিল এমন, কোনো মৃতের ভল্ল শোক প্রকাশ করতে লোক ভাড়া করা হতো,

তাকে দৈর্ঘ্যধারণ করতে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে আল্লাহর পুরস্কারের কথা স্মরণ করতে বলো। পরে বার্তাবাহক রাসূলের ~~মৃত্যু~~ কাছে ফিরে আসলেন এবং বললেন, সে আল্লাহর কসম করে আপনাকে তার কাছে যেতে বলেছে। তাই রাসূল ~~মৃত্যু~~ তার উদ্দেশ্যে সাদ ইবনে উবাদা ও মু'আজ ইবনে জাবাল রাসূল ~~মৃত্যু~~কে অনুসরণ করলেন এবং আমি নিজেও তাদের সাথে গেলাম। ছোট বালকটিকে নবী ~~মৃত্যু~~ এর কাছে আনা হলো। বালকটি তখন গোঙ্গানির মতো শব্দ করছিল<sup>২৪</sup> যেন মৃত্যুর পূর্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে।<sup>২৫</sup> তৎক্ষণাত রাসূলের ~~মৃত্যু~~ চোখে জল ছল ছল করে উঠে। এ দৃশ্য দেখে সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ~~মৃত্যু~~! এটা কী? (অর্থাৎ, এ কান্না কিসের কান্না?) তিনি উন্নতে বললেন, এটা আল্লাহর ক্ষমা/দয়া যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অভ্যরে চেলে দেন। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর দয়া সে বান্দার মধ্যে রাখেন যে দয়ালু।<sup>২৬</sup>

কান্নাকাটি ও মাতম করার জন্য, যা একটি আবেগঘন ও কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করত। আর এটা করা হতো এজন্য, যেন লোকেরা মনে করে নিহত ব্যক্তিটি খুব জনপ্রিয় ছিল এবং তাকে লোকেরা খুব ভালোবাসে। নবী ~~মৃত্যু~~ নবুয়তের পর এ ক্রসংকার বন্ধ করেন। ১০. ঐক্যমতের কান্না, যখন কেউ দেখে কোনো একটা ব্যাপারে লোকেরা কান্নাকাটি করছে তখন সেও তাদের কান্নায় শরিক হয় কান্নার কারণ না জেনেই। (জাদ আল মাআদ থেকে ইমৎ সংক্ষিপ্ত)।

২৪. গোঙ্গানির শব্দ (আল কাঁকা) : কোনো কিছুর (মৃদু) নড়াচড়া যেখান থেকে শব্দ কানে আসে। যে অর্থটি এখানে নেয়া হয়েছে তা হলো বিক্ষোভ ও আন্দোলন। তিনি (কখন/বর্ণনাকারী) বুঝাতে চেয়েছেন : প্রত্যেকবার নিঃশ্বাসে শিশুটি দীর্ঘ নয় সাথে সাথেই আরেকটি নিঃশ্বাস নেয় যা তাকে মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে যায়। (আন নিহায়া থেকে সংকলিত)
২৫. নিঃশ্বাসের শব্দটি ছিল পুরনো কোনো (তরল পদার্থের) গত্তের (যেমন কলস, মাটির হাড়ি ইত্যাদি) মধ্য হতে আসা শব্দের মতো।
২৬. বৃথারী ও মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত।

## নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কান্না<sup>২৭</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন, ‘কুরআন তিলাওয়াত কর! তাই আমি সূরা আন নিসা তিলাওয়াত করতে লাগলাম যতক্ষণ না এ আয়াতে পৌছলাম।

فَكَبِّرَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَاءِ  
شَهِيدًا .

“তখন কেমন হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে এক একজন সাক্ষী আনব এবং তাদের ওপর আপনাকে (মুহাম্মদ ﷺ-কে) সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাব।”<sup>২৮</sup>

এরপর আমি তাঁর (নবী ﷺ-এর) দিকে তাকালাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর দু'চোখ পানিতে ভরে উঠছে।<sup>২৯</sup>

২৭. ইবনুল কাইয়ুম তার “যাদ আল মাআদ” এন্টে বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কান্না ছিল তার হাসির মতোই (নিঃশব্দের)। তিনি শব্দ করে কাঁদেননি এবং তার কষ্টস্বরও উচ্চ হয়নি। একেবারে তার (মুচকি) হাসির মতোই ছিল কান্না, যাতে কোনো শব্দ হয়নি। তথাপি তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছিল। যতক্ষণ না তা বারে পড়েছিল। আর সে কান্নার শব্দ ছিল (পানির/চায়ের) কেতলি থেকে তা (পানি/চা) ঢালার শব্দের মতো আর সে শব্দ ভেসে আসছিল তার বুকের মধ্য থেকে। মৃতের বুকের মাগফিরাত কামনায় তিনি (রাসূল ﷺ) কাঁদতেন। (কিয়ামতের ময়দানে) উদ্ঘাতের (কঠিন মুহূর্তের) ভয় ও সমবেদনায় তিনি কাঁদবেন। আল্লাহর প্রতি সুগভীর ভালোবাসা ও ভয়ের কারণে তিনি কাঁদবেন। এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতে কারীয়া শব্দে তিনি কেঁদে উঠেন। বন্ধুত এ কান্না হলো গভীর আকৃতি, ভালোবাসা ও আনন্দের কান্না যাকে বিশেষ রূপ দিয়েছে আল্লাহর ভয় বা খাশিয়াহ।

২৮. সূরা-৪ নিসা : আয়াত-৪১ :

২৯. বুখারী মুসলিম এবং অবো অনেক সূত্র হতে বর্ণিত।

এ শুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আবু সাঈদ (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন নবী আসেন যার সঙ্গী ধাকবে দু'জন পুরুষ এবং আরেকজন নবী আসেন তার সাথে ধাকবে তিনজন এবং এ রকম কম-বেশি ধাকবে (অন্য নবীদের সাথে)। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি কি তোমার উচ্চতের কাছে আমার বার্তা পৌছে দিয়েছো? সে (নবী) উত্তর করবে ‘হ্যাঁ’। তখন তার উচ্চতকে ডাকা হবে, আল্লাহর এ বাণী তোমাদের কাছে পৌছানো হয়েছিলো? তখন তারা উত্তরে বলবে ‘না’। তখন সে নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে ‘কে’ তোমার জন্য সাক্ষ্য দিবে? (সে) নবী উত্তরে বলবেন ‘মুহাম্মদ ﷺ ও তার উচ্চত (আমার জন্য সাক্ষ্য দিবে)। ফলে ডাকা হবে নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উচ্চতকে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে “তোমরা কি এ (অন্য নবীদের বাণী) সম্পর্কে জানতে? তারা (উচ্চতে মুহাম্মাদী) উত্তরে বলবে ‘হ্যাঁ’।

তখন আবারো প্রশ্ন করা হবে তোমরা কিভাবে সে সম্পর্কে জানতে পারলে? তারা উত্তরে বলবে আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ সে বিষয়ে আমাদের জানিয়েছেন এবং আমরা তা বিশ্বাস করেছি।” তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, এ ঘটনাটি আল্লাহ সুব্বাহান্ত ওয়া তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেছেন, আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে (মুসলিমদেরকে) একটি মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তোমরা সমগ্র মানবজাতির সাক্ষী হতে পার আর মুহাম্মদ ﷺ-তোমাদের জন্য সাক্ষী হতে পারেন..... ৩০-৩১

আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল মিকদাদ ছাড়া বদর যুদ্ধের দিন আমাদের সাথে আর কোনো অস্থারোহী ছিল না। আমাদের সবাই ঘূমাছিল (রাতের বেলা) শুধু আল্লাহর রাসূল ﷺ-র ছাড়া। তিনি একটি গাছের নিচে নামায পড়ছিলেন আর ফজর হওয়ার আগ পর্যন্ত কাঁদছিলেন।<sup>৩২</sup>

### ৩০. সূরা আল বাকারা (২) : ১৪৩

৩১. ইবনে মাজাহ ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এবং ইমাম বুখারী এ ধরনের একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন আর এটা আস সাহীহহাতেও রয়েছে।
৩২. ইবনে খুজায়মাহ তার সহীহ'তে উদ্ভৃত করেছেন। শায়েখ আলবানী একে তার সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সহীহ বল্মুণ্ডোষণা দিয়েছেন।

আন্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর জীবদ্ধশায় একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তিনি (রাসূল ﷺ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাতে তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন মনে হচ্ছিল যেন তিনি কুকুতে যাবেন না। এরপর তিনি কুকুতে গেলেন (এত দীর্ঘ সময় ধরে) মনে হচ্ছিল যেন তিনি আর কুকু থেকে মাথা তুলবেন না। এরপর তিনি কুকু থেকে মাথা তুললেন (এ অবস্থায়) দীর্ঘক্ষণ থাকলেন আর মনে হচ্ছিল যেন তিনি আর সিজদায় যাবেন না। এরপর তিনি সিজদায় গেলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ সিজদায় কাটালেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা উঠাবেন না এবং বসা অবস্থায় এত দীর্ঘক্ষণ কাটালেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর সিজদায় যাবেন না। তারপর তিনি আবার সিজদায় গেলেন এবং এত দীর্ঘক্ষণ সিজদায় থাকলেন যেন মনে হচ্ছিল তিনি আর মাথা তুলবেন না।

এরপর তিনি জোরে নিঃখাস নিতে লাগলেন এবং এ বলে কাঁদতে লাগলেন ইয়া আল্লাহ! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেননি যে, যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে আছি ততক্ষণ তাদের কোনো শান্তি দিবেন না? প্রভু! আপনি কি আমাকে এ ওয়াদা দেননি যে, যতক্ষণ তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে ও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করব ততক্ষণ আপনি কোনো শান্তি দিবেন না! যখন তিনি দু'রাকাত নামায শেষ করলেন তখন সূর্যগ্রহণ দূর হয়ে গেল এবং তিনি তখন দাঁড়িয়ে গেলেন আল্লাহর ওকরিয়া আদায় করলেন এবং তাসবীহ পাঠ করলেন। এরপর বললেন, চন্দ্র ও সূর্য হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি নিদর্শন, তারা (চন্দ্র ও সূর্য) কারো অন্ত-মৃত্যুর কারণে গ্রহণ করে না। তাই যদি তুমি তাদের গ্রহণ হতে দেখ, তাহলে আল্লাহর নাম আরণে মশগুল হয়ে যাও।<sup>৩৩</sup>

৩৩. হাদীসটি আশ শামাইল আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ গ্রহে উন্নেৰ করা হয়েছে। আন নাসায়ী শরীফে সালাতিল কুসুফ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। শায়েখ আলবানী মুখ্যতাসার আশ শামায়েল-এ বলেন, আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন, দেশুন সহাই আবু দাউদ শরীফ। ইবরা আল যালীল গ্রহে এর কিছুসংখ্যক লেখক হাদীসটিকে বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সংগ্রহীত। এছাড়া সূর্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাআতে দুই কুকু এটা ইবনে আমর এবং আরো অনেকের নিকট হতে বর্ণিত সূর্যগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলোতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যা বিতর্ক দৃটি হাদীস

বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি একদল মানুষের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে একত্রিত হয়েছে? বলা হলো, ‘একটি কবর খুড়ার জন্য’। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বিত ও আতঙ্কিত অবস্থায় তার সাহাবায়ে কেরামের সামনে কবরের পাশে চলে গেলেন এবং হাটু গেড়ে বসে পড়লেন সেখানে। তিনি কী করেছেন তা দেখার জন্য আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তার চোখের জলে মাটি ডিজে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদতে লাগলেন এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, হে আমার ভাইয়েরা! এমন একটি দিনের জন্য প্রস্তুত হও।<sup>৩৪</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে আশ শিখথির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমাদের সাথে সালাত আদায়ে পেয়েছি এবং আমি তাঁর বুকের মধ্য হতে আসা কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যা অনেকটা পাত্রে ফুটন্ত পানির শব্দের মতো।<sup>৩৫</sup>

গ্রহে ও অন্যান্য সূর্যে উল্লিখিত হয়েছে। আর আমি (লেখক) এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে ‘সিফাতু সালাতিল কুসুফ’ নামক একটি পুস্তিকায় সংকলন করেছি। এ বইয়ে আলোচিত হয়েছে যে, কুকু একবারই উল্লিখিত হয়েছে, এটা একটি দুর্বল বর্ণনা যা, অনেকগুলো শক্তিশালী বর্ণনার বিপরীত।

**৩৪.** বুখারী শরাফের ‘আততারীখ’ অনুচ্ছেদে, ইবনে মাজাহ, আহমদ এবং অন্যান্য গ্রহেও বর্ণিত হয়েছে। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ নাসিরকুদ্দীন আলবানী তার ‘আস সাহীহ’ গ্রহেও উল্লেখ করেছেন।

**৩৫.** আবু দাউদ, আন নাসায়ী এবং ইমাম তিরমিয়ী আশ শামায়েলে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আল হাফিজ তার ‘আল ফাতহ’ গ্রহে বলেন : এর বর্ণনার ধারাবাহিকতা শক্তিশালী। ইবনে খুজায়মাহ, ইবনে হিকান এবং আল হাকীম একে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। শায়খ আলবানী তার ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব, গ্রহেও একে বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন।

## সাহাবায়ে আজমাস্টেনের ক্রন্দন/সাহাবাগণের কান্না

ইরবাদ ইবনে ছারীয়্যাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের গভীর সতর্কবাণী দিয়েছেন যা আমাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের চোখের অক্ষ বিগলিত করেছে। তাই আমরা রাসূল ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এটা আমাদের কাছে বিদায়ী হঙ্গের মতো মনে হচ্ছে, তাই আমাদেরকে আরো উপদেশ দিন। তিনি উত্তর করলেন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিছি আল্লাহর ভয়ে ভীত হতে (তাকওয়া অর্জনে) এবং (নেতার বক্তব্য) শ্রবণ ও আনুগত্যের এমনকি যদি একজন আবিসিনিয়ার দাসকেও (কেননা আবিসিনিয়ার লোকেরা অত্যন্ত কালো ও কৃৎসিত চেহারার হয়ে থাকে। বঙ্গানুবাদক) তোমাদের নেতা বানানো হয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘায়ু হবে তারা অনেক মতানৈক্য দেখবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হলৈ আমার সুন্নাহকে এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরার মতো।<sup>৩৬</sup> নব আবিস্তৃত বা নিদায়াতীর (ইবাদত বন্দেগীর) ব্যাপারে সাবধান থাকবে। কেননা প্রত্যেক নব আবিক্ষার বা বিদায়াত হলো বিজ্ঞানি।<sup>৩৭</sup>

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নসীহত করেন যা আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশি। একথা শুনার পরই সাহাবায়ে আজমাস্টেন তাদের মুখ ঢেকে ফেলেন এবং কাঁদতে শুরু করেন।”<sup>৩৮-৩৯</sup>

৩৬. অর্থাৎ : সুন্নাত আমলের সাথে লেগে থাকে এবং তা পালনে সংগ্রাম করা। সেই ব্যক্তির মতো যে তার মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে কোনো প্রিয় বস্তু ধরে রাখে। এ কারণে যে তা হাত ফসকে বেড়িয়ে যাবে।

৩৭. ইমাম আবু দাউদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। সংগ্রহীত সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ সুনানে আবু দাউদ এবং সহীহ সুনানে আত তিরমিয়ী থেকে উৎসারিত। এছাড়াও দেখুন, সহীহ আত তারগীর ওয়াত তারহীব এবং তারবীজ অত কিতাব আসসুন্নাহ।

৩৮. অর্থাৎ : তারা (সাহাবাগণ) কেঁদেছিলেন এবং তাতে ফুপিয়ে কাঁদার মতো শব্দ হয়নি। আরবি শব্দ ‘খানীন’ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ এমন শব্দ যা নাকের বাঁশি থেকে উৎপন্ন হয় : তার নাকের বদলে মুখ থেকেও সে শব্দ উচ্চারিত হতে

## আবু বকর (রা)-এর কান্না

সালাতে আবু বকর (রা)-এর কুরআন তি঳াওয়াত উনাই যেত না তাঁর অত্যাধিক কান্নার কারণে। যে কথা আমরা জানতে পারি, আয়েশা (রা)-এর কাছ থেকে, তিনি (আয়েশা) বলেন, তাঁর (রাসূল ﷺ) অসুস্থতার সময় রাসূল ﷺ বলেন, আবু বকর (রা)-কে নামাযের ইমামতি করতে আদেশ কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বললাম যে, সত্যিই আবু বকর (রা) যদি আপনার স্থলে (নামাযের ইমামতিতে) দাঁড়ান তাহলে লোকেরা তার অত্যাধিক কান্নার ফলে কিছুই উনতে পাবে না। তাই (হে রাসূল ﷺ! আপনি দয়া করে) উমর (রা)-কে ইমামতি করতে বলুন। নবী মুহাম্মদ ﷺ আবারো বললেন, “আবু বকরকে নামাযে ইমামতির আদেশ দাও।”

এরপর আয়েশা (রা) হাফসা (রা)-কে বললেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলুন যে, “যদি আবু বকর (রা) আপনার স্থলে ইমামতিতে দাঁড়ান তবে লোকেরা তার কান্নার কারণে তাঁর কথা কিছুই বুঝবে না। তাই উমর (রা)-কে নামাযের ইমামতির আদেশ দিন। হাফসা তাই করলেন এবং রাসূল ﷺ উভয়ে বললেন, চুপ কর! তোমরাতো দেখছি ইউসুফ (আ)-এর উচ্চতের মতো।<sup>৪০</sup> আবু বকরকেই নামাযে ইমামতি করার আদেশ দাও।” তারপরে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, “তুমি কাজটি আমার জন্য

পারে (আন নিহায়াহ)। আল হাফিজ ‘আল ফাতহ’ গ্রন্থে বলেন, শব্দটি ‘হ’ উচ্চারণে ‘হানীন’ হিসেবে যার অধিকাংশই সহীহ আল বুখারী শরীকে বর্ণিত হয়েছে আর আল কাশুয়াহানী ‘খ’ উচ্চারণে ‘খানীন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যার প্রথমটি বুকের মধ্য থেকে আসা কান্নার শব্দ বুঝতে, আর দ্বিতীয়টি নাকের মধ্য হতে আশা কান্নার শব্দ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩৯. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

৪০. আল হাফিজ ‘আল ফাতহ’ গ্রন্থে বলেন, আয়েশা (রা) ও ইউসুফ (আ)-এর উচ্চতের মধ্যকার সাদৃশ্য হলো, মিশরের তৎকালীন বাদশাহ আজীজের স্ত্রী (তার শহরের) কিছু সংখ্যক নারীকে রাজপ্রাসাদে দাওয়াত করলেন। তাদের সম্মানে রাজসিক খাবারের আয়োজন করা হলো। তার (স্ত্রীর) আসল উদ্দেশ্য হলো ঐ নারীদেরকে হ্যরত ইউসুফের অপরূপ ক্ষেত্রে দেখানো। আয়েশা (রা)-এর

ভালো করলে না।” (অর্থাৎ, আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলে/রাসূলের অপছন্দ হয় এমন কথা বলতে বাধ্য করলে।)<sup>৪১</sup>

অপর একটি বর্ণনায় আছে, ‘সত্ত্বাই আবু বকর (রা) একজন কোমল স্বত্বাবের মানুষ যদি সে আপনার স্থানে আসে তবে সে নামাযে ইমামতি করতে পুরোপুরি সক্ষম হবে না বলে আশংকা করছি।<sup>৪২</sup>

### উমর (রা)-এর কান্না

উমর (রা)-এর কান্না মসজিদের শেষ কাতার থেকেও শোনা যেত যা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে শান্দাদ (রা)। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-এর নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে কান্নার (মণ্ডু) শব্দ শুনতে পেতাম পেছনের কাতার থেকেও। বিশেষ করে যখন এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন।

তিনি বললেন, আমি আমার দৃঢ়-দুর্দশা ও কষ্টের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না।<sup>৪৩-৪৪</sup>

পিতাকে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখতে রাসূল ﷺ-কে অনুরোধ করার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল যে (আবু বকরের কোমল মনের মানুষ হওয়া) ঈমানদাররা (মুসল্লীরা) তার কান্নার কারণে নামাযের তিলাওয়াত শুনতে পাবে না। তদুপরি এখানে পূর্ণাঙ্গ অর্থ হলো (আয়েশা (রা)-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তিনি সংক্ষিত ছিলেন যে অন্য সাধারণ লোকেরা) রাসূল ﷺ-এর ওফাতের অশনি সংকেত যেন দেখতে না পায়। এটাই আশংকারী বুখারী শরীফে উক্ত হয়েছে, আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতটা সম্ভব আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দৃঢ়তার সাথে অনুরোধ করেছিলাম। কারণ এটা আমার একটুও বুঝে আসছিল না যে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্থানে অন্য কাউকে লোকেরা গ্রহণ করে নিতে পারবে। প্রায়ই আমি ভাবতাম যে অন্য কাউকে রাসূল ﷺ-এর স্থানে দেখতে পেলে লোকেরা (রাসূল ﷺ-এর মতুর) একটা অশনি সংকেত ভেবে নেবে। তাই আমি চেয়েছিলাম রাসূল ﷺ যেন আবু বকরের (তাঁর স্তুলাভিষিক্ত হওয়ার) ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ইমাম মুসলিমও হাদীসখনা বর্ণন করেন।

৪১. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

৪২. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত।

৪৩. সূরা ইউসুফ (১২) : ৮৬।

## উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কান্না

উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর মুক্ত দাস হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উসমান ইবনে আফফান (রা) কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন তাঁর দাঢ়ি ভিজে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদতেন। একবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনেছেন কিন্তু কাঁদেননি। অথচ এখন (কবরের আলোচনা শুনে) কাঁদলেন, কেন?" তিনি উত্তরে বলেন, নিচয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কবর হলো পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ, যদি কেউ এখানে রক্ষা পায় তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো আরো সহজ হয়। আর যদি কেউ এখানে রক্ষা না পায় তবে পরবর্তী পর্যায়গুলো হবে আরো ভয়াবহ।" তিনি (রাসূল ﷺ) আরো বলেন, "আমি কবরের চেয়ে অধিক আতঙ্কের জায়গা আর দেখিনি।"<sup>৪৫</sup>

## আয়েশা (রা)-এর কান্না

ইবনে হারিস যিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা)-এর ভাতিজা, বর্ণনা করেন যে, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি আয়েশা (রা) এটা ত্যাগ না করে তবে আমি তাকে বয়কট করব (অর্থাৎ, তার কাছে আর আসব না)।

আয়েশা (রা) জানতে চাইলেন, সত্যিই কি তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা)) একথা বলেছেন? লোকেরা উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ'। আয়েশা

৪৪. মুয়াল্লাক ও জায়ম গ্রন্থে ইমাম বুখারী উদ্ভৃত করেছেন এবং শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী কর্তৃক তার আল মুখতাসার গ্রন্থে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত। তিনি বলেন, সাইদ ইবনে মানসুর হাদীস "ফজরের সালাতের সময়" উল্লেখ করে একে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্রের সাথে সংযুক্ত করেছেন। ইবনে মুন্ফির অন্য এক সূত্র থেকে একই বর্ণনা উদ্ভৃত করেছেন। ইমাম বায়হাকীও একটি বিশুদ্ধ সূত্র থেকে বর্ণনা করেন এবং এটা উল্লেখ করেন যে, তা ছিল এশার সালাতের সময়। আসলে ঘটনাটি দুই ওয়াকের সময়ই ঘটতে পারে।

৪৫. ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত, ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে গারীব হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী 'আল মিশকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেন, এর বর্ণনার ধারাবাহিকটা বিশুদ্ধ হাসান।

(রা) তখন বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা)-এর সাথে আর কথা বলব না। যখন এ (কথা না বলার) বিরতি দীর্ঘ হচ্ছিল তখন (এ অবস্থা নিরসনে) আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের তার (আয়েশা (রা)-এর) পরিচিত কোনো মধ্যস্থতাকারী খুজতে লাগলেন। কিন্তু আয়েশা (রা) একথা শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কোনো (তার নিয়োজিত) মধ্যস্থতাকারীকে মেনে নেব না। আর আমি আমার শপথ ভেঙে কোনো পাপও করব না। এরপর যখন এ বিরতি আরো দীর্ঘ হচ্ছিল (এবং মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন) তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাকরামা এবং বনী যোহরার গোত্র থেকে আগত আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আল্লাহর কসম, আয়েশা (রা)-এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। কেননা আমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার শপথ করা তার জন্য হারাম।”<sup>৪৬</sup>

তাই মিসওয়ার ও আবদুর রহমান তার সাথে সামনে এগিয়ে চলল। তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরকে) কাপড় দিয়ে পেটিয়ে তাদের মধ্যখানে আড়াল করে রাখল। তারা আয়েশা (রা)-এর কাছে পৌছে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে সালাম দিল “আসসালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহি ওবারাকাতুহ” আমরা কি ভিতরে আসতে পারি! আয়েশা (রা) বললেন, ‘হ্যা, আসুন’। তারা বললেন, আমাদের সবাই আসবে? তিনি বললেন, “হ্যা, আপনাদের সবাই আসুন।” তিনি জানতেন না যে আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রা) তাদের মধ্যে আছেন। তাই যখন তারা প্রবেশ করলেন তখন আয়েশা (রা)ও অন্য লোক মারফত জোবায়ের (রা)-এর প্রবেশের কথা জানতে পারেন।

জোবায়ের (রা) আয়েশা (রা)-কে করজোরে মিনতি করতে থাকলেন তাকে ক্ষমা করার জন্য আর কাঁদছিলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রহমানও আয়েশা (রা)-কে জোবায়ের (রা)-এর সাথে কথা বলতে ও তাকে ক্ষমার আবেদন

৪৬. হাফিজ বলেন, যেহেতু সে (আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের) ছিল তাঁর (আয়েশা (রা)-এর) ভাতিজা এবং তার বেড়ে উঠায় তাঁর ভূমিকা ছিল।

এহণ করে নিতে অনুরোধ করতে লাগলেন। তারা তাকে বললেন, “আপনি (আয়েশা) জানেন যে নবী ﷺ (মুসলিমদের সাথে কথা না বলার মতো) সম্পর্ক বিছিন্নকারিতা নিষেধ করেছেন। এ কারণে যে কোনো মুসলিমের জন্য এটা হারাম যে সে তার ভাইয়ের সাথে তিনি দিনের বেশি কথা বলবে না।”

এভাবে তারা যখন বার বার তাকে (আঞ্চলিকভাবে সম্পর্ক ভালো রাখা ও অন্যের ভুল-ক্রটি ক্ষমা করার মাহাত্ম্য) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এবং অসুস্থি ও অস্বত্তিকর পরিবেশ যা সম্পর্ক বিনষ্টের ফলে তৈরি হয় তা তুলে ধরলেন। আয়েশা (রা) ও তাদেরকে কাঁদতে কাঁদতে তার শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন এ বলে, “আমি তো শপথ করেছি আর শপথ খুবই কঠিন ব্যাপার।” তারা তাকে নাছোর বান্দার মতো অনুরোধ করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বলেন। অবশেষে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়েরের সাথে কথা বললেন এবং তার শপথ ভাঙ্গার কাফুরান্বক্রম চলিষ্টি দাস মুক্ত করে দেন। পরে যখনই তার [আয়েশা (রা)] শপথের কথা স্মরণ হতো তখন তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর চোখের পানিতে তাঁর গায়ের চাদর ভিজে যেত।<sup>৪৭</sup>

## উষ্মে আইমান (রা), তার মূলীব আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কান্দা

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের পর উমর (রা)-কে বললেন, চলেন, আমরা উষ্মে আইমান<sup>৪৮</sup> (রা)-কে দেখে আসি। রাসূল ﷺ জীবিত থাকতে প্রায়ই তাকে দেখতে যেতেন। (এরপর তারা অমগে গেলেন এবং) যখন তারা ফিরবেন তখন তিনি (উষ্মে আইমান) কাঁদতে শুরু করেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি

৪৭. বুখারী শরীফ।

৪৮. তিনি (উষ্মে আইমান (রা) রাসূল ﷺ-এর শৈশবে ধার্তা ও সেবিকার কাজ করতেন।

কাঁদছেন কেন? রাসূল ﷺ যে আল্লাহর সাম্মিধ্যে চলে গেছেন এটা কি তাঁর (রাসূল ﷺ-এর) জন্য উত্তম নয়? উষ্মে আইমান উত্তরে বললেন, আমি সেজন্য কাঁদছি না এবং আমার কাছে এটাও অজানা নয় যে রাসূল ﷺ-এর জন্য আল্লাহ রাবুল আলামীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ (মৃত্যুবরণ) উত্তম; বরং আমি কাঁদছি এজন্য যে, (রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর ফলে) স্বগীয় রহমত পৃথিবীতে আসা বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাদেরকেও কাঁদতে বাধ্য করল। তারা সবাই একসাথে কাঁদলেন।<sup>৪৯</sup>

### আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর কাগ্রা

সাদ ইবনে ইবরাহীম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) রোধা রেখেছেন এমন একদিন তার সামনে কিছু খাবার আনা হলো এবং তিনি ঘোষণা করলেন, মুসআব ইবনে উমায়ের শহীদ হয়েছেন আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তার কাফনের কাপড় ছিল এত ছোট যে, যদি তার মাথা ঢাকা হয় পা বেড়িয়ে পড়ে আবার যদি তার পা ঢাকা হয় মাথা বেড়িয়ে পড়ে আর আমি এ দৃশ্য দেখেছিলাম। তিনি আরো বলেন, ‘হামজা (রা) শহীদ হন আর তিনিও আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। আর এখন পৃথিবী আমাদের জন্য অনেক প্রশংস্ত হয়েছে (অর্থ তাদের সময় এমনটা ছিল না)। অথবা তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক সম্পদ (এখন) আমাদের দেয়া হয়েছে। আর আমরা আশংকা করছি না জানি আমাদের ভালো কাজগুলোর প্রতিদান (খুব দ্রুত এ পৃথিবীতেই) দিয়ে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি খুব কাঁদতে শুরু করলেন এবং তিনি তার খাবার পরিত্যাগ করেন।<sup>৫০</sup>

৪৯. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

৫০. বুরারী শর্ইফ হতে বর্ণিত।

## হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কান্দা

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালমান ফারসী (রা) অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সাদ (রা) তাঁকে দেখতে এলেন। তিনি দেখলেন যে সালমান ফারসী (রা) কান্দছেন তাই সাদ (রা) তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আমার ভাই! আপনি কান্দছেন কেন? আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন না? এটা কি তেমন নয়, এটা কি তেমন নয়? (অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর জীবন্ধুরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পূর্ব সময়ে কাফিরদের অত্যাচার-নির্যাতনের মতোই কি কষ্টকর নয়)। সালমান (রা) উত্তরে বললেন, নিম্নোক্ত দুটি কারণের কোনো কারণেই কান্দছি না। আমি পার্থিব কোনো স্বার্থের কথা চিন্তা করে কান্দছি না। না পরকালের প্রতি ঘৃণা নিয়ে কান্দছি। বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দৃঢ়তার সাথে আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, কিন্তু আমি নিজেকে শুধু একজন সীমালংঘনকারী হিসেবেই দেখছি। আর তোমাকে বলছি, হে সাদ! যখন তুমি বিচার করবে তোমার বিচার কার্যে আল্লাহকে ভয় করো, তোমার বিতরণ কার্যে আল্লাহকে ভয় করো যখন তুমি বিতরণ করবে। তোমার নিয়তেও আল্লাহকে ভয় কর যখন তুমি কোনো কিছু করার নিয়ত কর।<sup>১</sup>

সাবিত (রা) বলেন, ‘আমি শুনেছি যে তিনি তার মৃত্যুর পর সম্পত্তি হিসেবে শুধু বিশ দিরহাম রেখে গেছেন।<sup>২</sup>

## আবু হাশিম ইবনে উত্বা (রা)-এর কান্দা

সামুরাহ বিন শায় হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হাশিম ইবনে উত্বার নিকট গেলাম আর সে ছিল তখন ছুরির আঘাতে আহত। আর মুয়াবিয়া (রা) তাকে দেখতে এলেন, আবু হাশিম (রা) তখন কান্দছিলেন।

জনতান্ত্রিক মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুসলিম মুয়াবিয়া (রা) জিজেস করলেন, হে চাচা! কোন জিনিস আপনাকে কান্দাছে?

১. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত (সহীহ সূনানে ইবনে মাজাহ) এছাড়া অন্য আরো অনেকেই বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটি সহীহ। আস সহীহ থেকে উন্নত।

২. সহীহ সূনানে ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত।

ব্যাথা নাকি এ পৃথিবী। তিনি উভয়ের বললেন, ‘কোনোটিই নয়’, বরং আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে আশ্বস্ত করেছেন এবং আমি তা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তিনি বলেন, নিচয়ই তোমরা যে সম্পদ অর্জন কর তা লোকদের মধ্যে ভাগ হয়। প্রকৃত অর্থে তোমাদের জন্য যথেষ্ট হলো : “একজন গোলাম/চাকর এবং একটি বাহনের পশ যা আল্লাহর পথে কাজে লাগবে।” আর আমি এ সম্পদ অর্জন করেছি এবং তা সম্ভয় করে রেখেছি। অর্থাৎ, রাসূল ﷺ ঘোষিত সম্পদের চেয়েও বেশি সম্পত্তি তিনি অর্জন করেছেন।<sup>৫৩</sup>

### যে পথে চললে আল্লাহর ভয়ে কান্দা আসে

আল্লাহর ভয়। এটা অর্জনে আন্তরিকতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করা ও সতর্ক হওয়া<sup>৫৪</sup> জরুরি।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, “আল্লাহকে ভয় কর আর আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।”<sup>৫৫</sup>

রুম্ভুল মাআনীতে এসেছে, ‘আল্লাহকে ভয় কর।’ এর অর্থ হলো, তিনি যা আদেশ করেছেন তা করা এবং তিনি যা করতে নিমেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর ‘আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন’ এর অর্থ হলো, তিনি (আল্লাহ) তাঁর আইন-কানুন যা তোমাদের আকর্ষণীয় বস্তুগুলোকে ঘিরে রয়েছে। আর এ কারণেই কান্দা আসবে (তোমাদের)।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهِيْدِ يَنْهِمْ سُبْلَنَا طَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِبِنَ .

৫৩. ইযাম আহমদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। শায়েখ আলবানী একে আত তারগীর ওয়াত তারহীব এন্টে ‘হাসান’ বলে ঘোষণা করেছেন।

৫৪. আমার রচিত ‘বই দি বুক অফ সিনসিয়ারিটি’ থেকে উৎসাহিত। (আল ইরশাদ, ১৯৯৭, মিডলসেন্টারড, ইউকে)।

৫৫. সূরা আল বকারা (২) : ২৮২।

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন, “যারা আমার পথে সাধনায় আঞ্চনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।”<sup>৫৬</sup>

এটা ভেবেও কান্না আসতে পারে। আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি ধরনের মানুষ ঈমানের স্বাদ পাবে প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসূল ﷺকে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি অন্য কাউকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত থেকে উদ্ভারের (হেদায়েতের) পর, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে ফিরবে না এ কারণে যে সে জাহানামের আগুনে জ্বলতে চায় না।<sup>৫৭</sup> আর আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে এ ঈমানী মজা পাওয়া যাবে।

### জ্ঞান

**مُخْتَلِفُ الْوَانُهُ كَذِلِكَ طِ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  
الْعُلَمَاءُ طِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ .**

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা বলেন, নিচয়ই আল্লাহর বান্দাহদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।<sup>৫৮</sup>

**أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ أَدَمَ فَ  
وَمِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ زَوْجًا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ زَوْجًا  
وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا طِ إِذَا تُثْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنِ  
خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِّيًّا .**

৫৬. সূরা আনকাবুত (২৯) : ৬৯।

৫৭. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

৫৮. সূরা আল ফাতির (৩৫) : ২৮।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো বলেন, এরা হচ্ছেন, এমন সব নবী, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন আদম সন্তানদের মধ্য থেকে এবং যাদেরকে আমি নৃহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধরদের থেকে, আর ইবরাহীমের বংশধরদের থেকে ও ইসরাইলের বংশধরদের থেকে, আর এরা ছিল তাদের মধ্যে থেকে যাদেরকে আমি সঠিক পথের সঙ্গান দিয়েছিলাম এবং বাছাই করে নিয়েছিলাম। এদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন করুণাময়ের আয়াত এদেরকে শুনানো হতো তখন কান্নারত অবস্থায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ।<sup>৫৯</sup>

قُلْ أَمِنُوا بِهِ أَوْلَأَ تُؤْمِنُوا طِ اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ  
اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ بَخِرُونَ لِلَّادَقَانِ سُجَّدًا لَا وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ  
رِبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رِبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُونَ لِلَّادَقَانِ يَبْكُونَ  
وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا .

(হে মুহাম্মদ~~ﷺ~~) আপনি এদেরকে বলে দিন, তোমরা একে (কুরআনকে) মানো বা না মানো, যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা অবনত মন্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে উঠে পাক পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রূতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে।” এবং তারা মুখে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শনে তাদের বিনয় আরো বেড়ে যায়।<sup>৬০</sup>

৫৯. সূরা মরিয়ম (১৯) : ৫৮-৬০

৬০. সূরা বনী ইসরাইল (১৭) : ১০৭-১০৯। (১০৭ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত)

আবুল আল তাঙ্গমী এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে বলেন, যাকেই জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাকে তা কাঁদায় নি; বরং তাকে প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা তার উপকারই হয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা জ্ঞানীর ব্যাপারে বলেন-

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُرْئِمُنَّوْا بِهِ  
فَتُغْبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ طَوَّانَ اللَّهَ لَهَا دِيرٌ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى  
صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ .

এবং শাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জেনে নেয় যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে; যারা ঈমান আনে অবশ্যই আল্লাহ তাদের চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন।<sup>৬১</sup>

আবু জর গিফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না এবং আমি যা শনি তোমরা তা শন না। নিচয়ই আকাশের কাঁদার ক্ষমতা রয়েছে এবং সে কাঁদে।<sup>৬২</sup> আকাশের কোনো স্থানই হাতের চার আঙুলের মতো সমান নয় তবে আল্লাহ যে স্থানে ফেরেশতা বসিয়ে রেখেছেন তা ছাড়। আল্লাহর কসম আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তবে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি এবং তোমাদের খ্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পারতে না। (অর্থাৎ, খুব পেরেশান থাকবে)। বরং তোমরা পাহাড়ের ঢ়ুয় উঠে যেতে এবং আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীতে অশুভ থাকতে।<sup>৬৩</sup>

৬১. সূরা আল হজ্জ (২২) : ৫৪

৬২. বিশাল সংখ্যক ফেরেশতা আকাশে নামলে তা ভারী হয়ে যায় ফলে আকাশ কেন্দে উঠে।

৬৩. ইমাম আহমদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, এটা হাসান হাদীস। শায়েখ আলবানী আস সাহীহ গ্রন্থে উক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী সারসংক্ষেপ আকারে উক্ত করেছেন এভাবে “যদি শেমরা তা জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা হাসতে কম, কাঁদতে বেশি।” ঠিক এভাবেই শায়েখ আলবানী উল্লিখিত সূত্রের ইঙ্গিত করেছেন।

## মৃত্যুর কথা শ্বরণ

নিচয়ই মৃত্যু এ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। যেমন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, বেশি বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিলোপকারীকে অর্থাৎ, মৃত্যুকে শ্বরণ কর ।<sup>৬৪</sup> নিচয়ই কেউ যখন জীবনের দুঃসময় পার করা অবস্থায় মৃত্যুকে শ্বরণ করে তখন এটা (এ মৃত্যুকে শ্বরণ করা) তাকে এ দুঃসময় পার হতে সহযোগিতা করবে (অর্থাৎ সে আর দুঃসময়ের যাতনা অনুভব করবে না যা সে আগে অনুভব করছিল)। যখন কেউ ধর্মী অবস্থায় একে শ্বরণ করবে তখন এটা (মৃত্যুকে শ্বরণ করাটা) তাকে শৃঙ্খলিত ও ক্লান্ত অনুভব করতে সাহায্য করবে (অর্থাৎ, এতে করে সে তার এ পার্থিব জীবনের প্রতি মাত্রাতিক্রম ব্যন্ত হয়ে পড়বে না এবং মৃত্যু পরবর্তী যে ভয়াবহ ও গুরুত্বার জীবন তার জন্য অপেক্ষা করছে তার প্রতিচ্ছায়া তার ওপর প্রতিফলিত হতে শুরু করবে ।)<sup>৬৫</sup>

আমাদের হৃদয়ে পাওয়া কোনো দুঃখ ব্যাথার আঘাত নয় বরং সুখ-বিলাসিতাই আমাদের (আল্লাহর ভয়ে) কাঁদা হতে বিরত রাখে। তাই বেশি বেশি মৃত্যুকে শ্বরণ কর, সর্বদা এর (মৃত্যুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকা যা প্রতিনিয়ত ধেয়ে আসছে এবং কঠিন পরিণতির কথা চিন্তা করা যাতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে সক্ষম হও। আসলে আল্লাহ যাকে চান তার জন্য এটা (আল্লাহর ভয়ে কাঁদা) সহজ করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম এমন সময় আনসারদের এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে সালাম জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সবচেয়ে ভালো ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর করলেন, যাদের চরিত্র সবচেয়ে ভালো। এরপর সে আবার প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ঈমানদার কারা? তিনি উত্তর দিলেন, যারা সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর কথা শ্বরণ করে এবং যা এর (মৃত্যুর) পর আসছে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারাই বুদ্ধিমান।<sup>৬৬</sup>

৬৪. ফায়দ আল কাদীর হতে উৎসারিত।

৬৫. নাসায়ী. তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য সূত্র হতে বর্ণিত। ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। তথাপি শায়েখ আলবানী বলেন, এটি সহীহ এবং এর আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে..... ইবনে হিজাব আল হকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।

৬৬. শায়খ আলবানী আস সাহীহা গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন। এর বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র বিবেচন করে।

## ধেয়ে আসা মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে গভীর চিন্তা করা

মৃত্যু নিয়ে গভীর চিন্তিত ব্যক্তিকে এর ভয়াবহতা ও আতঙ্ক বৃদ্ধতে সাহায্য করে যা শুরু হবে কবর ও বারষাখ<sup>৬৭</sup> এর আতঙ্ক দিয়ে (কিয়ামত দিবসের আগে কবরে যে সাময়িক অবস্থানকাল)। এটা মনে করো না যে মৃত্যু অনেক দূরে, কেননা রাসূলুল্লাহ<sup>সা</sup> আমাদেরকে সতর্ক করেছেন একপ চিন্তা করা থেকে। তিনি<sup>সা</sup> বলেন, জান্নাত তোমাদের যে কারোর জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে, জাহান্নামও তেমনি।<sup>৬৮</sup> এ ব্যাপারে বহু বর্ণনা রয়েছে আর আমি সেখান থেকে কিছু হাদীস আবারো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল<sup>সা</sup> এর সাথে বসা ছিলাম এমন সময় জোরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। রাসূল<sup>সা</sup> তখন প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের আওয়াজ শুনেছ? আমরা উত্তরে বললাম ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল<sup>সা</sup>’ ই অধিক জানেন।’ তিনি<sup>সা</sup> তখন বললেন, এটা ছিল একটি পাথর যা জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের দিকে সমুর বছর আগে নিষ্কিঞ্চ করা হয়েছিল। যা আগন্তের গভীরে যেতে যেতে একটু আগে তলানীতে ঠেকল।<sup>৬৯</sup>

রাসূলে আকরাম<sup>সা</sup> বলেন, নিচয়ই শিঙাধারী ফেরেশতা তার চোখ,<sup>৭০</sup> এ কাজে নিয়োজিত হওয়ার দিন থেকেই এক দৃষ্টিতে আল্লাহর আরশের দিকে তাকিয়ে আছে (তা সাধারণ কোনো তাকানো নয়) এ ভয়ে যে কখন তাকে

৬৭. আমার বই “কবর, শান্তি ও শান্তি” (ইবনে হাজম পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭, বৈকল্পিক, লেবানন) হতে উৎসারিত।

৬৮. বুখারী শরীফ হতে বর্ণিত।

৬৯. মুসলিম শরীফ হতে বর্ণিত।

৭০. শিঙা যা ব্যাপকভাবে বেজে উঠবে (যখন বিচার দিবস এসে পড়বে)। এভাবেই বর্ণিত হয়েছে ইবনুল মোবারকের আয যুহুদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিজি, আবু দাউদ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। শায়খ আলবানী আস সাহীহ গ্রন্থে একে সহীহ হাদীস বলেছেন।

শিঙায় ফুঁক দিতে আদেশ করা হয়। আর তার চোখ দুটো দুটি উজ্জ্বল তারকার মতো।<sup>৭১</sup>

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কিভাবে আমি আরাম-আয়েশের জীবন-যাপন করতে পারি যখন শিঙাধারী ফেরেশতা তার ঠোটে শিঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মাথা উঁচুতে তুলে ধরে আছে (শিঙায় ফুঁক দিতে আল্লাহর) নির্দেশ শুনতে। তাই যখনই তাকে আদেশ করা হবে তখনই সে তাতে ফুঁক দিবে। একথা শনে উপস্থিতগণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ~~ﷺ~~ তখন আমাদের কী বলতে হবে? তিনি~~ﷺ~~ উভয়ের বললেন, (তখন তোমরা) বলবে, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উন্নম অভিভাবক। হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। (আরবি দোয়া- হাসবুন্লাহাহ নে'মাল ওয়াকীল। নে'মাল মাওলা ওয়া নে'মাল্লাসীর।)

আমানতু বিল্লাহ ইয়া আল্লাহ/রাবির। এবৎ সম্ভবত সুফিয়ান (রা) বলেছিলেন, “আমানতু বিল্লাহ।”<sup>৭২</sup>

কিভাবে, নবী~~ﷺ~~ সুর্খী মনে থাকবেন ও আর কিভাবেই বা ছিরচিন্দের (ভাবলেশহীন) থাকবেন! কিভাবে তিনি একপ থাকবেন যেখানে মানুষ আল্লাহর বিধান লংঘন করে পাপ করছে তদুপরি, শিঙাধারী ফেরেশতা ইতোমধ্যে তার মুখে শিঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় যে নির্দেশ পেলেই সে তা বাজাবে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ~~ﷺ~~ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সকল কান্না পাঠিয়ে দেয়া হবে জাহানামীদের কাছে যার দ্বারা জাহানামীরা তাদের চোখ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কান্দতে থাকবে। ভারপুর তারা কাঁদলে রক্ত ঝরবে, যতক্ষণ না তাদের চোখে-মুখে রক্তে মাখামাখি হয়ে গর্ত হয়ে যায়। আর যদি কোনো জাহাজ সেখানে ছেড়ে দেয়া যায় তবে তা চলতে পারবে।<sup>৭৩</sup>

৭১. আল হকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। আস সাহীহ এবং আলবানী কর্তৃক সহীত বীকৃত।

৭২. আস সাহীহ এবং শায়খ আলবানী হাদিসটি উজ্জ্বল করেন।

৭৩. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী একে সহীহ আত তারঙ্গীব ও ওয়াত তারঙ্গীব এবং 'হাসান' বলেছেন। আস সাহীহ এবং উজ্জ্বল।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে মানুষ কাঁদো! যদি তোমাদের কান্না না আসে তবে কান্নার ভাব কর। কেননা, জাহান্নামবাসীরা কাঁদবে যতক্ষণ না চোখের পানিতে কপাল ভিজে যায়, যেন তারা ভাসছে, এভাবে চোখের পানি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কাঁদবে। এরপর (চোখ দিয়ে) রক্ত প্রবাহিত হবে তারপর চোখগুলোতে ক্ষত/গর্ত দিয়ে তরে যাবে।”<sup>৭৪</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসীরা মালিক নামক এক ফেরেশতাকে ডাকবে, কিন্তু সে চলিশ বছরের মধ্যে কোনো উভর করবে না। এরপর সে বলবে, ‘তোমরাইতো এখানকার (উপরুক্ত) অধিবাসী।’ এরপর তারা তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকবে এ বলে, হে আমাদের প্রভু, আমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দিন। যদি আমরা (আবার পৃথিবীতে) ফিরে যাই তবে (অপরাধ করার সুযোগ থাকলেও) আমরা বাধ্যগত থাকব। তাদের আহ্বানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দীর্ঘকাল কোনো সাড়া দিবেন না। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলবেন, ‘দূর হও! জাহান্নামেই থাক আর কোনো কথা বল না।’ অতঃপর জাহান্নামীরা সব আশা ত্যাগ করবে আর তখন শুধু তাদের গগনবিদারী হাহাকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসবে। তাদের কেউ হয়ে যাবে গাঁথার মতো (কর্কশ), প্রথমে তারা তীব্র কর্কশ কঠে কাঁদবে আর পরে তা বিলাপের মাধ্যমে শেষ হবে।<sup>৭৫</sup>

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের সবার সম্মুখে এক অলঙ্ঘনীয় বাঁধা রয়েছে আর

৭৪. সহীহ আত তারগীয় ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন।

৭৫. ‘আত তারগীয় ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে আল মুনয়িরী (র) বলেন, ইমাম তাবরানী হাদীসটিকে মাঝেকুফ হিসেবে উক্ত করেছেন। শায়খ আলবানী আত তাসীক আর রাগীব গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, যেখানে তিনি (আলবানী) এ হাদীস সংক্ষেপ কিছু শুরুত্তপূর্ণ টেক উল্লেখ করেছেন।

পাপীরা সে বাধা পার হতে পারবে না।<sup>৭৬</sup> উষ্মে দারদা (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি (উষ্মে দারদা) বলেন, আমি তাকে (আবু দারদাকে) জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কী হয়েছে যে আপনি কিছুই চাষ্টেন না- যেমন ঐ লোকটি এতো এতো চাষ্টে? তিনি উন্নরে বলেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিচয়ই তোমাদের জন্য রয়েছে এক দুর্জ্যনীয় বাঁধা, যারা পাপের ভারে নৃহ্য তারা এ বাঁধা অতিক্রম করতে পারবে না। তাই অবশ্যই আমি (আবু দারদা) সেই বাঁধা অতিক্রান্তে প্রস্তুতিব্রন্দণ (দুনিয়াবি সম্পদ না বাঢ়িয়ে) আমার বোকা হালকা করতে চাই।<sup>৭৭</sup>

এভাবে মৃত্যুর শ্বরণ এবং ধেয়ে আসার মৃত্যুর ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তা করা অবশ্য কর্তব্য।

### কবর যিয়ারত করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, কবর যিয়ারত করতে ইতোপৰ্বে আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন থেকে তোমরা তা করবে।<sup>৭৮</sup> অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি ﷺ-কে বলেছেন, কবর যিয়ারত কর কেননা নিচয়ই এটা মৃত্যুকে শ্বরণ করিয়ে দেয়।<sup>৭৯</sup> অন্য এক বর্ণনায় তিনি ﷺ-কে বলেন, (কবর) যিয়ারত তোমাদের পরিশুদ্ধ করবে।<sup>৮০</sup>

৭৬. আল মুনফিরী (র) ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে বলেন, ইমাম বাযর (র)-এর বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে হাসান বলেন। শায়েখ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

৭৭. ইমাম তাবরানী বর্ণনার ধারাবাহিকতা সূত্রে সহীহ বলেছেন, ঠিক একইভাবে আল মুনফিরী (র) ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শায়েখ আলবানী সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব গ্রন্থে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৭৮. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

৭৯. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত

৮০. ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে শায়েখ আলবানী তার আহকামুল ভালায়ে গ্রন্থে সহীহ হাদীস বলে উন্নত করেছেন :

আবু সাইদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, নিচ্যই আমি ইতোপূর্বে কবরস্থানে যেতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এখন (বলছি) তোমাদের কবরস্থানে যাওয়া উচিত। কেননা এতে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা ও সতর্কবাণী।<sup>৮১</sup>

আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু এখন তোমরা তাদেরকে (মৃতদেরকে কবরস্থানে) দেখতে যাবে। কেননা এতে হৃদয় নরম হয়, চোখ অশ্রসিক্ত হয় এবং পরকাল শ্঵রণ করিয়ে দেয়।<sup>৮২</sup>

### পরকালকেই আপনার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু বানান

হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আফফান (রা) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) মারওয়ান (রা)-কে দুপুরবেলা রেখে গেলেন, আমি বললাম : অন্য কিছু নয়; বরং সে কিছু জানতে চেয়েছে বলেই তাকে এখানে এ সময়ে রেখে যাওয়া হলো। (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলাম তার কাছে। তিনি উত্তর করলেন, আমরা এমন প্রশ্নের মুখোয়াখি হচ্ছি যে সব প্রশ্নের উত্তর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহও তার (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব থেকে পৃথক থাকেন। তিনি (আল্লাহ) তার (ব্যক্তির) চোখের সামনে দরিদ্রতাকে তুলে ধরেন আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যা তাকদীরে লিখে রেখেছেন তা ব্যক্তিত ঐ ব্যক্তির জন্য আর কিছুই আসবে না।

আর যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির (ভালো-মন্দের) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে, তাকে অন্তরের সম্মতি দান করেন, আর পৃথিবী তার কাছে ছুটে আসে আকুল হয়ে।<sup>৮৩</sup>

৮১. ইয়াম আহমদ ও হাকীম কর্তৃক বর্ণিত।

৮২. আল হাকীম ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত, শায়খ আলবানী তার আহকামুল জানায়েয় গচ্ছে একে সহীহ বলেছেন।

৮৩. ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিকাব কর্তৃক বর্ণিত। শায়খ আলবানী আস সহীহ গচ্ছে উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে উল্লেখ যে, যে ব্যক্তি পরকালকে তার জীবনের পরম ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তার যাবতীয় অভাব-অন্টনের দেখাত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর যে ব্যক্তির আগ্রহ-আরাধনা হয়েছে পার্থিব বিষয়াদি তবে আল্লাহ তার বিষয়ে কোনো জায়িনদার নন।<sup>৪৪</sup>

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-কে বলেছেন, আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিজেকে মগ্ন রাখো আমি তোমার অভাব দূর করে দেব আর তোমাকে ধন-সম্পত্তি দিয়ে পূর্ণ করে দেব। আর যদি তুমি তা না কর তবে আমি তোমাকে দুর্বীতি ও অস্ত্রিতা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার দরিদ্রতা দূর করব না।<sup>৪৫</sup>

### মহিমাভিত্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তালালা বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ فُلُوبٍ أَفَفَالُهَا .

“তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি? নাকি তাদের অন্তর তালাবক্ষ করে রাখা হয়েছে।”<sup>৪৬</sup>

কুরআন নিয়ে গভীর ধ্যান করা ক্রমনের পর্যায়ে পৌছার একটি শক্তিশালী উপায়। (গবেষক) ব্যক্তির জন্য এটা অপরিহার্য যে একটি নির্দিষ্ট তাফসীরের প্রতি ঝোকে থাকা, নিয়মিত আলোমদের এবং তাফসীর ভালো সুবোন এমন লোকদের শরণাপন্ন হওয়া। আর কুরআন এমনভাবে তিলাওয়াত করা যেন আপনার প্রতি তা নাখিল হয়েছে যেভাবে পড়েন অনেক বিজ্ঞ আলেম।

৪৪. ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। শায়েখ আলবানী আল মিশকাতে উল্লেখ করেছেন।

৪৫. ইমাম তিরমিয়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হিবান এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি একটি সহীহ হাদীস যা শায়েখ আলবানী তার আস সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৪৬. সূরা মুহাম্মদ (৪৭) : ২৪

আয়েশা (রা)’হতে একটা উদাহরণ আছে, তিনি (আয়েশা (রা)) বলেন, এক লোক রাসূলস্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলস্লাহ ﷺ! আমার কিছু দাস-দাসী আছে। তারা আমাকে মিথ্যা বলে, আমার অবাধ্য হয় আর আমার কথা শুনে না। যখন আমি একথা জানতে পারি তখন তাদেরকে তিরঙ্গার করি ও বেআধাত করি। এখন আমাকে বলুন আসলে তাদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত।

আল্লাহর রাসূল ﷺ উপরে বলেন, কী কারণে তারা তোমার অনাস্থাভাঙ্গন, কী কারণে তারা তোমার অবাধ্য ও কী কারণে তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলে তোমার শান্তির বিবরণ জানা উচিত। আর যদি তোমার শান্তি তাদের অপরাধের সমান হয় তবে ভারসাম্যের মাত্রা সমান হয়েছে। এতে তোমার জন্য (পরকালে) কোনো প্রাণি নেই, তোমার বিরুদ্ধেও কিছু (শান্তি) নেই। আর যদি তোমার প্রদত্ত শান্তি তাদের অপরাধের চেয়েও বেশি না হয় তবে তা তোমার জন্য (অর্থাৎ, তোমার পক্ষে ভালো)। আর যদি তোমার প্রদত্ত শান্তি তাদের অপরাধের (প্রাপ্য শান্তির) চেয়েও বেশি হয় তবে তা তোমার বিপক্ষে (কিয়ামতের দিন ক্ষতিকর হবে)। লোকটি তখন পিছনে ফিরে কান্দতে শুরু করল।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাব থেকে এ লাইনটি পড়নি—

وَنَصَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِبَوْمِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلِمُ نَفْسَ  
شَيْئًا طَوِيلًا كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ آتَيْنَا بِهَا .

“.... এবং আমরা ক্ষয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, ফলে কারো প্রতি বিদ্যুমাত্র জ্বলুম করা হবে না।”<sup>৮৭</sup>

লোকটি উভয়ের বলল, আল্লাহর কসম, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমি নিজের ও তাদের (দাস-দাসীদের) জন্যও ভালো কিছু দেখছি না তার চেয়ে বরং তারা আমাকে ছেড়ে চলে যাক। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে (আমি ঘোষণা দিচ্ছি) তারা সবাই মৃক্ষ।<sup>৮৮</sup>

ইবনে উআইনাহ বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল, তিনি চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, তাই তারা আবু হাজিমকে ডাকলেন। যখন তিনি আসলেন ইবনে মুনকাদির তাঁকে বললেন, অবশ্যই আল্লাহ বলেছেন—

وَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ .

“আল্লাহ কর্তৃক এটা (পরকাল) তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে বিষয়ে তারা ধারণা করতে পারেন।”<sup>৮৯</sup>

আর আমিও সংকিত যে আমার সামনেও সেসব বিষয় তুলে ধরা হবে যা বুঝে উঠতে পারিনি (অর্থাৎ অবচেতন মনে করা পাপ)। এরপর তারা উভয়ে কাঁদতে শুরু করেন।<sup>৯০</sup>

মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত শনা এবং হৃদয় প্রশান্ত করে এমন বই বেশি করে পড়া।<sup>৯১</sup>

৮৮. ইমাম তিরমিজি একে সহীহ বলেছেন এবং সহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব এছে আলবানীও একে সহীহ বলেছেন।

৮৯. সূরা আল যুমার (৩৭) ৪৭

৯০. ইবনে আবু হাতিম হতে বর্ণিত ও ইবনে আবিআদ-দুনিয়া আরো উল্লেখ করেছেন যে, তার (মুনকাদিরের) পরিবার তাকে বলেছিল যে, আমরা আপনাকে ডেকেছি তাঁর উদ্দেশ্য ও উৎকর্ষ কমাতে কিন্তু আপনি তা বাঢ়িয়ে দিলেন।” আর তিনি তাদেরকে তাও অবগত করালেন যা তিনি (মুনকাদির) তাঁর সাথে বলেছিলেন।

৯১. এ বইগুলোর মাঝে ইবনে মুবারকের ‘আয়যুহদ’, ইমাম আহমদের ‘আয় যুহদ’, আত শয়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ’র আততুহফাতুল ইয়াকিয়্যাকিল আ‘মালিল কৃলবিয়্যাহ, ইবনে কায়্যিম আল জাওয়িয়্যাহ’র রচনাবলি, তাওদীব মাওবীদাতিল মুমিনীন মিন ইহইয়া ‘উল্মুদীন যেটা লিখেছেন কসিমী, শায়েখ আবদুল আয়ীয় আল সালমানের বইগুলো, মুহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জাদের রচনাসমগ্র এ বিষয়ে।

শয়তানকে দূর করা নিঃসন্দেহে হৃদয়কে কোমল করতে ও অঞ্চ বিসর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।

এক বর্ণনায় এসেছে, এক লোক হাসান (রা)-এর কাছে অভিযোগ করল যে তার অন্তর খুব শক্ত । তাই তিনি তাকে বললেন, “বেশি বেশি আল্লাহর যিকির (স্মরণ) কর ।” তিনি আরো বললেন, যিকির বা স্মরণ জ্ঞানার্জনে নতুন জীবন দান করে এবং অন্তরে ‘খুশ’ সৃষ্টি করে । মৃত অন্তর নতুন জীবন পায় আল্লাহর স্মরণে যেমন মৃত ভূ-পৃষ্ঠ নতুন জীবন পায় বৃষ্টিতে ।<sup>১২</sup>

### ক্ষমা চাওয়া ও নিজেই নিজের হিসাব নেয়া

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনার এ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে আমাদের অন্তরকে পরিশুद্ধ ও সুগঠিত করতে । সেই সঙ্গে আমাদের আত্মাকে দৃঢ় ও ঘজবুত করতে (ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন) । সবচেয়ে সত্যবাদী হলো সে যে ক্ষমা চায়, এভাবে সে আরো খুশ (ন্যৰতা) অর্জন করে, আরো বেশি তার অন্তর নরম হয় ।

বেশি বেশি আল্লাহর কাছে (মোনাজাতে) ক্ষমা তিক্ষা চাওয়া মানে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করা ।<sup>১৩</sup> আর এটাও দরকার যে ব্যক্তি নিজেই নিজের

১২. এ সংক্রান্ত চর্মৎকার আলোচনার জন্য দেখুন ‘লাতাইফ আল মাআ’রিফ’ গ্রন্থের ‘যিকির ও দোয়ার উপকারিতা’ অধ্যায়টি ।

১৩. তাঁর ﷺ-এ বক্তব্য থেকে প্রমাণিত : আল্লাহর শপথ আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর নিকট এবং অনুত্ত এ দিনে অন্তত সন্তুরবার ।” ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত । তিনি ﷺ আরো বলেন, অবশ্যই আমার হৃদয় ভরে যায় এবং নিচয়ই আমি দিনে ১০০ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি । ‘ভুলে যাওয়া’র যে উদ্ধৃতি এখানে দেয়া হয়েছে তিনি তার উর্ধ্বে আর সাধারণ মানুষের বেলায় তা ঘটে থাকে । নবী ﷺ-এর অন্তর সবসময়ই আল্লাহ সুবহানাহ ও তায়ালার স্মরণে ভরে থাকে । যদি কখনো মাঝে মাঝে স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি ভর করে সেটা দৈবিক ঘটনামাত্র । আর সবসময় তাঁর ﷺ মাথায় উষ্টুতের, ইসলামের চিন্তা ওয়া এর কল্যাণের কথা থাকে । আর এ মানবিক প্রবৃত্তিকেই তিনি অপরাধ গণ্য করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন (আন নিহায়াহ) ।

অপরাধের হিসাব নিবে, যেমন আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশার্খ করেন-

بَأَيْهَا الْذِينَ أَمْنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَلَتَشَنَّطْ رَفْسٌ مَا قَدَّمْتُ لِغَدٍِ .

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করে তা নিয়ে চিন্তা কর।<sup>৯৪</sup>

আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন আমাদের নিজেদের হিসেব নিজেদেরকে নিতে, ভালো কাজ করতে, কিয়ামতের দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে।

যেমন- আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন-

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةِ .

আমি শপথ করছি সেই কিয়ামত দিবসের। আরও শপথ করি সেই মনের যে নিজেকে ধিক্কার দেয়।<sup>৯৫</sup>

ইকরিমা এ আয়াতে কারীমা'র ব্যাখ্যায় বলেন, 'ভালোমন্দ' উভয় অবস্থায় নিজেকে দোষ দেয়া, চাই সেটা তুমি নিজে কর বা না কর। সাইদ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেন, ভালো-মন্দ উভয় কাজেই নিজেকে দোষ দেয়া, মুজাহিদ বলেন, 'অতীতের জন্য অনুতঙ্গ হওয়া এবং নিজেকে সেজন্য অভিযুক্ত করা।'<sup>৯৬</sup>

৯৪. সূরা হাশর (৫৯) : ১৮

৯৫. সূরা কিয়ামাহ (৭৫) : ১-২

৯৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর হিতে উদ্ধৃত। ইংরেজি অনুবাদকের নোট : নাফসে লাওয়ামাহ : অর্থাৎ আস্তসমালোচক আঘা - শব্দটি আরবি 'মূল শব্দ 'লাম' বা 'লাওয়াস' থেকে এসেছে যার অর্থ নিজেকে বা অন্যকে দোষ দেয়া এবং 'তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা। এভাবে যখন আল্লাহ আস্তসমালোচক আঘার শপথ করে বলেন, তখন ঐ বাক্যে এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যে নিত্তের কর্মকাণ্ড সৃষ্টিসূক্ষ পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজেকে প্রবলভাবে সমালোচনা করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, অবশ্যই বিশ্বাসীরা তাদের অপরাধ দেখতে পায় যেন সে কোনো পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে যেন তা এক্ষুণি তার উপর ভেঙ্গে পড়বে। আর (অবিশ্বাসী) পাপীরা তাদের অপরাধকে দেখে যেন নাকের পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর সে এটা করে এভাবে গর্ব অনুভব করে। আবু শিহাব<sup>৯৭</sup> বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) ‘সে এটা করে এভাবে’ বলে একটা অঙ্গভঙ্গি করেন তার কর্মটি ব্যাখ্যা করে বুঝাতে গিয়ে) “তিনি ইবনে মাসউদ (রা)। তার হাত নাকের সামনে দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যান।”<sup>৯৮</sup>

বর্ণিত হয়েছে যে, উমর ইবনে খাতাব (রা) বলেন, তোমার হিসাব নেয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব নাও। আর নিজেই নিজের আমলনামার পরিমাপ কর তোমার আমল পরিমাপ করার পূর্বে।<sup>৯৯</sup>

বর্ণিত হয়েছে যে, মায়মুন ইবনে মিহরান বলেন, একজন আল্লাহর বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুস্তাকীনদের অস্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ব্যবসায়িক পার্টনারের চেয়ে বেশি সুস্থিতাবে ও গুরুত্ব সহকারে নিজের আমলিয়াতের হিসাব-নিকাশ না করবে, দুর্জন ব্যবসায়ী তাদের নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব করে।<sup>১০০</sup>

এছাড়াও, ঈমানদারেরা আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী থাকবে। সত্যিই সহজ হবে তার জন্য, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজের হিসাব নিজে করত আর কিয়ামতের দিন কঠিন হবে তার জন্য যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজে নিজের হিসাব করত না।<sup>১০১</sup>

৯৭. আবু শিহাব এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী।

৯৮. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

৯৯. ইমাম তিরমিয়ী কর্তৃক ‘তামরীজ’ আকারে, দেখুন তুহফাতুল আহওয়াদী হাদীস নং ২৫৭৭

১০০. ইমাম তিরমিয়ী কর্তৃক ‘তারমীজ’ আকারে দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াদী হাদীস নং ২৫৭৭

১০১. ‘হাসান’ হিসেবে উল্লিঙ্কৃত। এর অর্থ সহীহ।

ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র গুনাহের ব্যাপারেও সতর্ক হও। কেননা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ছোটখাট গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক হও, নিচয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুনাহকারীদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একদল মানুষের মতো যারা একটি উপত্যকায় অবতরণ করেছে। তাদের একজন একটি লাঠি নিল এরপর আরেকজন একটি লাঠি নিল এরপর আরেকজন এভাবে সবাই তাদের রান্নার জন্য অনেক লাঠি জমা করল। এটা হলো তাদের ক্ষুদ্র গুনাহের ধরণার মতোই, কেননা ছোট ছোট গুনাহের বিশালাকার স্তূপই প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হবে (যেমনিভাবে লাঠিগুলোর স্তূপ আগুন ধরানোর জন্য যথেষ্ট ছিল)।<sup>১০২</sup>

### যথাযথভাবে নামায আদায় করা<sup>১০৩</sup>

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং বলল, “আমাকে সংক্ষেপে কিছু শিখিয়ে দিন।” রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন, “যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে তখন মনে করবে যেন তুমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছ, আর এমন কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করনা যেজন্য তোমাকে ক্ষমা চাইতে/বিব্রত হতে হয়। আর অন্যের যা আছে তা কামনা কর না।”<sup>১০৪</sup>

সে নামায করেই না চমৎকার, যে নামাযে নামাযী পৃথিবী ও তার আকর্ষণ ভূলে যায়, আর অবরণ করে মৃত্যুর কথা, ফলে তার হৃদয় নরম হয় এবং চোখে অঙ্গ ঝরে।

১০২. ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসটি সহীহ এবং শায়খ আল বানী একে সাহীহ গ্রহে উল্লেখ করেছেন।

১০৩. আমার (মূল লেখক) বই : দি প্রেয়ার ইটস ইফেক্টস ইন ইনক্রিয়েজিং ইমান এন্ড পিডুরিফাইং দ্য সৌল (নামায-আজ্ঞার পরিগুরণে এবং ইমান বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা) (আল-হিদায়াহ পাবলিশিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, ১৯৯৫ বার্ষিং হাম, ইউকে)।

১০৪. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত এবং আবু নৃইয়াম ‘আল হিলায়াহ’ গ্রন্থে উল্লিখিত। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়খ আলবানী ‘আস সাহীহ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

## তাহাজ্জুদে কান্দা

হজদ মানে ঘূম। তাহাজ্জুদ মানে ঘূম ত্যাগ করা। এ থেকেই শেষ রাতের নামাযকে তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। রাতের তিন ভাগের দু'ভাগ শেষ হলে এ নামাযের সময় শুরু হয় এবং সেহরীর শেষ সময় পর্যন্ত চলে। সময়টা এমনভাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ঘূম থেকে জেগেই এ নামায আদায় করতে হয়। এ নামাযকে কিয়ামুল লাইলও বলা হয়, যেহেতু রাতে দাঁড়িয়ে এ নামায আদায় করা হয়।

সকল নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস পেশ করা হলো-

۱. أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّبِيلِ -

(أَحْمَد)

১. “ফরয নামাযের পর শেষ রাতের নামাযই শ্রেষ্ঠ।” – (আহমদ)

۲. أَشَرَفُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَاصْحَابُ اللَّبِيلِ -

(البيهقي)

২. “আমার উচ্চতের সবচেয়ে সম্মানিত হলো কুরআনের ধারক ও বাহক এবং রাতের অধিবাসী (রাত জেগে ইবাদাতকারী)।” – (বায়হাকী)

۳. قِبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُ الدُّعَاءِ أَسْمَعْ فَالْجَوْفِ اللَّبِيلِ  
الْآخِرِ وَدَبْرِ الصَّلَوتِ الْمَكْتُوبَةِ . أَلْتَرِمِذِي

৩. “জিজেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ! কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি মকবুল। জওয়াব দিলেন, শেষ রাতের ও ফরয নামাযের পরের দোয়া।” – (তিরমিয়ী)

۴. عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّبِيلِ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ  
وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرٌ بِالسَّيِّئَاتِ وَمِنْهَا عَنِ الْأَثْمَاءِ .

৪. “রাত জাগা তোমাদের কর্তব্য। এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের তরীকা, তোমাদের রবের মৈকট্য, আগের শুনাহের কাফ্ফারা এবং শুনাহ করা থেকে বিরত রাখার উপায়।” (তিরমিয়ী)

৫. رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ الْبَلِ فَصَلَّى وَآيَقَظَ إِمْرَأَةً  
فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبْتَ نَصَحَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ .

رَحِمَ اللَّهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ الْبَلِ فَصَلَّتْ وَآيَقَظَتْ زَوْجَهَا  
فَصَلَّى فَإِنْ أَبْتَ نَصَحَّ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ . (ابو داود ونساني)

৫. “আল্লাহ ঐ লোকের উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায আদায় করে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।”

আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুক যে রাতে উঠে, নামায পড়ে ও তার স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটায়।” – (আবু দাউদ ও নাসাই)

আসলেই শেষ রাতে উঠা আল্লাহর সাথে মহরতের সম্পর্কেরই প্রতীক। দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ঘুমের স্বাদ ও বিছানার মায়া ত্যাগ করা তার পক্ষেই সম্ভব যে আল্লাহর মহরতের কাংগাল। এ স্বাদ যে পায় তার পক্ষে এটা কঠিন মনে হয় না।

## নিজেকে কাঁদাও<sup>১০৫</sup>

আর জেনে রাখুন যে, নিজেকে কাঁদানোর প্রতিদান সত্যিকারের কান্নার চেয়ে  
কম হবে তথাপি আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া পরবশ হতে পারেন। আর এটাই  
কান্নার উপায়। কেননা যে ব্যক্তি নিজেকে কাঁদায় সে মূলত নিজের নফসের  
বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে এবং নিজের জবাবদিহিতা নিজে নেয় এবং  
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা চালায়।

আল্লাহ বলেন,

**وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيْنَاهُمْ سُبْلَنَا ط وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِينَ -**

যারা আমার জন্য (আল্লাহর পথে) সংগ্রাম সাধনা করবে তাদেরকে আমি  
আমার পথ দেখাব।”<sup>১০৬</sup>

অতএব যে ব্যক্তিই তার অন্তরকে কাঁদাতে চেষ্টা করবে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে  
কায়মনো বাক্যে কাঁদতে এবং এক্ষেত্রে সফলতা অর্জনে সঠিক পথ নির্দেশ  
প্রদান করবেন।

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, হে  
মানুষ! কাঁদো, যদি তোমার কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। অবশ্যই  
জাহান্নামীরা ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদবে যতক্ষণ না তাদের গাল ভিজে যায়, অশ্রু

১০৫. কান্নার প্রকারভেদ তুলে ধরে ইবনে কায়্যিম, যারা বিনীত হয়ে কাঁদেন তাদের  
সম্পর্কে বলেন। তিনি যাদ আল মা'আদ গ্রন্থে বলেন, এটা (কান্না) হতে পারে  
দু'ধরনের, (এক) প্রশংসনীয়, (দুই) নিন্দনীয়। প্রশংসনীয় কান্নায়, হৃদয়ের  
কোমলতা ও গভীর আল্লাহভীতি বৃদ্ধি কামনা করা হয় এবং এ কান্না মানুষকে  
শোনানো বা দেখানোর জন্য হয় না। অন্যদিকে অপহৃদনীয় কান্নায়, কান্না  
(ক্রতিমভাবে) তৈরি করা হয় .... এভাবে বদরের যুদ্ধবন্দীদের প্রতি উমর (রা)-এর

১০৬. সূরা আলকাবুত (২৯) : ৬৯

প্রবাহিত হয় এবং শুকিয়ে যায়। এরপর (চোখ দিয়ে) রক্তস্তরণ হওয়া পর্যন্ত তারা কাঁদবে এবং তাদের চোখে গর্ত হয়ে যাবে।”<sup>১০৭</sup>

এ পথে চলতে তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন কাঁদতে অথবা কান্নার ভান করতে। তিনি ﷺ জাহানামবাসীদের কান্নার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অর্থাৎ (তিনি বলেছেন) তাদের চোখের পানি গাল বেয়ে প্রবাহিত হবে স্নোতস্বীনি নদীর মতো যতক্ষণ না তা নিঃশেষ হয়। এরপর তা শুকিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে এমনকি সেখানে গর্ত হয়ে যাবে।

এরপর আর তুমি কী চাইতে পার, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কান্না (আসার) জন্য আর কী লাগবে? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি যে এটা একটি গভীর ও শুরুতর হঁশিয়ারি, এ হঁশিয়ারি তোমার তাওবা আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং কাঁদার জন্য যথেষ্ট।

আপনি কি সত্যিই এ দৃশ্য (জাহানাম ও তিরঙ্কার) থেকে নিরাপদ? আপনি কি (খালেস) বান্দা ও জাহানাতবাসী হওয়ার ব্যাপার নিশ্চিত? (নিশ্চিত না) তাই কাঁদুন এবং অঞ্চ বিসর্জন দিন এজন্য নয় যে পৃথিবীতে আপনি পুরস্কৃত হবেন; বরং কেয়ামতের দিন রক্তকান্নার পূর্বেই পৃথিবীতে কাঁদুন এটা ভাবুন যে পরকালে আপনি পুরস্কৃত হচ্ছেন না (কারণ সে নিশ্চয়তা নেই)।

যদি আপনি না কাঁদের কিংবা কান্না না আসে তবে জেনে রাখুন যে আপনার ইমান দুর্বল এবং পার্থিব আকর্ষণ আপনাকে ঘাস করেছে আর আপনি এক মহা বিপদের মধ্যে আছেন। তাই আল্লাহর রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ুন। জীবনকে খামচে ধরুন মৃত্যুর (খামচে ধরার) পূর্বেই। খালেছ মনে তাওবাহ করুন। আল্লাহর পথে ও ভালো কাজে এগিয়ে আসুন।

ইবনে আবি মুলায়েক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে এক উপত্যকায় বসেছিলাম। তিনি

১০৭. শায়খ আলবানী সহীহ আত তারগীর ওয়াত তারহীব এছে একে হাসান বলেছেন।

বক্তব্যকে উল্লেখ করা হয়, “... আর যদি আমার (উমরের) কান্না না আসে তবে আমি কান্নার ভান করি কেননা তোমরা সবাই কান্দছ।” নবী ﷺ (উমরের) এ বক্তব্যকে অনুমোদন করেন নি। কিছু সালাফীগুরু আলেম বলেন, “আল্লাহর ভয়ে কাঁদুন আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করুন।”

[আমর (রা)] বলেন, কাঁদো, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান কর। যদি তোমরা (জাহান্নামের শাস্তির কথা) জানতে, তবে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়তে যতক্ষণ না তোমাদের পিঠ ভেঙে যায় আর ততক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে যতক্ষণ না কষ্ট শুকিয়ে যায়।”<sup>১০৮</sup>

বদরের যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইবনে আবুস (রা) বলেন, যখন বদরের যুদ্ধবন্দীদের আটক করা হয় তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কাছে জানতে চান, “যুদ্ধবন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?” আবু বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী ﷺ! তারা আমাদের আঞ্চীয়। আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে আমাদের মুক্তিপণ নেয়া উচিত আর এ মুক্তিপণ আমাদের শক্তিপক্ষের বিরুদ্ধে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে। আর হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দান করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে খান্ডাবের সন্তান, তুমি কী ভাবছ? আমি (উমর) বললাম, ‘না, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আবু বকরের সাথে একমত নই। আমি মনে করি আপনার উচিত আমাদেরকে তাদের ঘাড় থেকে গর্দান কেটে নেয়ার অনুমতি দেয়া।

তাই আলীকে হত্যা করতে আর আমাকে ওয়ুক ওয়ুককে (তারা উমরের আঞ্চীয়) হত্যা করার অনুমতি দিন। নিঃসন্দেহে তারা কাফেরদের মধ্যে নেতৃত্বানীয় ও সর্দার। আল্লাহর রাসূল ﷺ আবু বকরের মতামত অনুমোদন করলেন আর আমার মতামত বাতিল করলেন। এর পরের দিন যখন আমি তাদের কাছে আসি, আমি দেখলাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা) একসাথে বসে আছেন এবং কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে বলুন, কোন জিনিস আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে কাঁদাচ্ছে যদি আমি এতে কান্নার কিছু পাই তবে আমিও কাঁদব আর যদি

১০৮. তারগীর ওয়াত তারহীব গ্রন্থে তিনি বলেন : “হাকিম একে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি তাদের শর্তানুযায়ী সহীহ।” শায়খ আলবানী তার আল তালীক আর রাগীব গ্রন্থে বলেন. এটা স্পষ্ট যে, এটা একটি ভুল প্রকাশ এবং প্রসঙ্গটি এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে যেমন আল মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করা।

আমার কান্না না আসে তবে কান্নার চেষ্টা করে যাব যে কারণে আপনারা উভয়ে কাঁদছেন। নবী ﷺ বললেন, আমি কাঁদছি কারণ যে মৃত্যুপণ নেয়ার পরামর্শ তোমার সঙ্গীরা দিয়েছে তাদের শান্তিশুরূপ তা আমাকে দেখানো হয়েছে এ গাছটির চেয়েও আরো নিকট থেকে।”

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন,

“নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে।<sup>১০৯</sup> তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অধিক আল্লাহ চান আবেরাত আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সেজন্য বিরাট আয়াব এসে পৌছাত।

সুতরাং তোমরা ভোগ কর গণীমত হিসেবে যে পবিত্র ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান।<sup>১১০</sup> এভাবে আল্লাহ গণীমতকে তাদের জন্য বৈধ করলেন।<sup>১১১</sup>

### হঁশিয়ারী মনে রাখা

এ ব্যাপারে অনেক বর্ণনা রয়েছে তন্মধ্যে ইরবাদ ইবনে সারীয়া (রা) হতে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যার ফলে আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং চোখ অঞ্চলতে ভরে উঠে।

ইবনে আবুস (রা) নিম্নের আয়াতে কারীমাসমূহের ব্যাখ্যায় বলেন (যা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল),

১০৯. “যতক্ষণ না তিনি দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে” এর অর্থ হলো শক্রদের অতমকরণ বৃদ্ধি পাওয়া। তিনি আম নিহায়াহ গ্রন্থে বলেন, এর অর্থ- ব্যাপক ধৰ্মসংজ্ঞ চালানো তবে এখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা হলো, ‘কাফেরদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা।’”

১১০. সূরা আল আনফাল (৪) : ৬৭-৬৯

১১১. সহীহ মুসলিম হতে বর্ণিত।

أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ أَمْنُوا أَن تَخْشَعَ فُلُوْهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ  
مِنَ الْحَقِّ ۝ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِ  
فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ فُلُوْهُمْ ۝ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۝

“যারা মুসিমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর শরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি। তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে ইতোপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।”<sup>১১২</sup>

ইবনে আববাস (রা) বলেন যে, তারা হলো এমন ব্যক্তি যারা পৃথিবীর আকর্ষণে মোহাজ্জল হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহর সাবধান বাণী থেকে গাফেল হয়ে রয়েছে এটা ‘লাতায়েফ আল মাআরিফ’ গ্রন্থে এসেছে, হিঁশিয়ারি হলো চাবুকের মতো যা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে যেমনিভাবে চাবুক শরীরে আঘাত করে। আঘাত করা শেষ হওয়ার পর, একই সাথে আঘাতের প্রভাবও শেষ হবে যতক্ষণ না একজন আঘাত করেছিল। অধিকস্তুতি, আঘাতের ব্যথা নির্ভর করে ব্যক্তির শরীরে আঘাতের শক্তির ওপর। তাই যখনই কাউকে প্রবলভাবে আঘাত করা হয় তার ব্যথা প্রমাণস্বরূপ থেকে যায় দীর্ঘক্ষণ।

অনেক সালাফী আলেম, কোনো এক মজলিশে আল্লাহর হিঁশিয়ারি বা সতর্কবাণী (অর্থাৎ, কুরআন-হাদীসের আলোচনা) শুনার পর মজলিশ ত্যাগ করার পর একটা শাস্তি, মিল্ল ও ভাব-গান্ধীর্যতার অনুভূতি তাদের মাঝে বয়ে যেত। এরপর (অবস্থা এমন হতো যে আল্লাহর ভয়ে) তাদের কেউ খাবারও খেতে পারত না। তবে অনেকেই সেই শুনে আসা আলোচনা অনুযায়ী দীর্ঘদিন আমল করত। হাসান বসরী (র) প্রায়ই বেরিয়ে পরতেন, তিনি ছিলেন এমন মানুষ যিনি সবসময় পরকালকে যেন নিজের চোখে দেখতে পেতেন, আর মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতেন। আর লোকেরা তার কাছ থেকে পৃথিবীকে মূল্যহীন জ্ঞান করার শিক্ষা নিয়ে ফিরে যেত।

১১২. সূরা আল হাদীদ (৫৭) : ১৬

সুফিয়ান সাওরী (রা) তার মজলিশে প্রায়ই পার্থিব (আকর্ষণ মুক্ত ইওয়ার) আলোচনা থেকে সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

ইমাম আহমদ ছিলেন এমন মানুষ যার মজলিশে এমনকি তার অনুপস্থিতি ও পার্থিব (আকর্ষণ সৃষ্টিকারী) কোনো বিষয়াদি আলোচিত হতো না।

সালাফীদের অনেকে বলেন, ‘দ্বিনের আলোচনা তখনই কার্যকরী হয় যখন তা অন্তর থেকে দেয়া হয় আর তা নিঃসন্দেহে তখন অন্য একটি হৃদয়ে পৌছায়। তেমনিভাবে দ্বিনের আলোচনা যা শুধু জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তা কেবলমাত্র এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যায়।

ঘৃণা, শক্রতা ও প্রতারণার নোংরায়ী থেকে অন্তরকে পরিশুল্ক করা<sup>১১৩</sup> অবশ্যই এ কাজটির (ব্যক্তি) কাঁদাতে ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এবং এর বিপরীতে (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) কাঁদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং বিরত রাখবে।

### বেশি বেশি নফল ইবাদত বা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করা

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ<sup>সাল্লাল্লাহু আল্লাহরূ</sup>-কে বলতে শুনেছেন, ‘আল্লাহ বলেছেন, আমি তার বি঱ংজে যুদ্ধ ঘোষণা করব যে আমার প্রিয় ইবাদতগুরার বান্দার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সবচেয়ে পছন্দনীয় যেসব কাজ করে বান্দাহ আমার কাছাকাছি আসতে পারে (অর্থাৎ প্রিয় হতে পারে) তা হলো, ফরজ ইবাদতসমূহ পালন করা। এরপর যে কাজ করে আমার কাছাকাছি আসতে পারে তা হচ্ছে, বেশি বেশি নফল ইবাদত করা। এরপর আমি তার শ্রবণেন্দ্রীয়তে পরিণত হই ফলে সে দেখতে পায়, তার দর্শনেন্দ্রীয়তে পরিণত ইহকালে সে দেখতে পায়, তার হাতের শক্তিতেও আমার অস্তিত্ব থাকে যার মাধ্যমে সে হাঁটতে পারে। আর যদি সে আমার কাছে কোনো কিছু চায় তবে আমি তাকে দান করি। যদি সে আমার কাছে নিরাপত্তা চায় আমি তাকে নিরাপত্তা দিই। আর আমি কোনো কাজ করতেই

১১৩. আমার (মূল লেখক) ‘মিম মাওয়াকিফ আস সাহীহ’ গ্রন্থের ‘নথর ৮ : আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও জান্নাতী একজন’ থেকে উদ্ধৃত।

সংকোচবোধ করি না তবে একজন মুমিন বান্দাহ'র আঘা নিয়ে নিতে  
(সংকোচ করি) কেননা, সে মৃত্যুকে ঘৃণা করে আর আমি তাকে হতাশ  
করতে ঘৃণা করি।<sup>১১৪</sup>

এভাবে আপনার স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ বা নফল ইবাদতের পরিমাণ যতটা  
সম্ভব বৃদ্ধি করুন। বৃদ্ধি করুন আপনার নামায, রোয়া, যাকাত প্রদান, হজ্জ  
করা এবং প্রত্যেকটা ভালো কাজ যতখানি আপনি করতে সক্ষম ততখানি  
বৃদ্ধি করুন যাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে ভালোবাসতে  
পারেন এবং আপনি যা চান তার জন্য কবুল করতে পারেন এবং এ সকল  
কিছুর প্রথমে যা আপনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করেন তা হলো, আল্লাহ  
সুবহানাহু ও তায়ালার ভয়ে কান্দতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা (তার জন্যও  
যেন আল্লাহ আপনাকে কবুল করতে পারেন)।

পৃথিবীকে মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন জ্ঞান করা এবং একে পরিত্যাগ করা অবশ্যই  
পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা হস্তয়ের কঠিনতার অন্যতম কারণ আর এটা  
(পার্থিব আকর্ষণ) ব্যক্তিকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে। আর অবশ্যই  
পার্থিব আকর্ষণ হতে বিরত থাকুন ও পরিত্যাগ করুন অন্তরকে নরম করে  
এর খুণ (অনুগত ও নন্দিতাব) বৃদ্ধি করে এবং কান্নায় দুঁচোখ ভেজাতে  
সাহায্য করে।

তাই পার্থিব বিষয়াদিতে সহজেই দীর্ঘসময় কাটানো হতে সাবধান থাকুন।  
আপনাকে অবশ্যই পার্থিব ব্যক্ততা পরিহার করতে হবে এবং যতটা পারেন  
একে গুরুত্বহীন মনে করুন। আর এ পথে চলতে সাহায্য করবে এমন বই  
বেশি পড়ুন।<sup>১১৫</sup>

পার্থিব আকর্ষণ পরিহারকরণে রাসূল ﷺ-এর পথ নির্দেশ নিয়ে গভীর চিন্তা  
করুন। তাঁর খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আসবাবপত্র ইত্যাদি গ্রহণে কঠোর ও  
অনঢ় জীবনযাপন নিয়ে চিন্তা করুন।

১১৪. ইয়াম বুখারী ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার মদীনায় হিজরতের পর কোনো একদিনও আটার ঝুঁটি খাননি তবে রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর এক নাগারে তিনিদিন তা খেয়েছেন।<sup>১১৬</sup>

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এবং তিনি কোনোদিন শুধু ঝুঁটি খাননি।<sup>১১৭</sup>

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনোদিন শুধু ঝুঁটি দিয়ে এক নাগারে দুই দিন আহার করেন নি।<sup>১১৮</sup>

উরওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত, আয়েশা (রা) তাকে বলেন, “হে আমার ভাতিজা! আমরা প্রায়ই দুই মাসের মধ্যে তিনটি চাঁদ দেখতাম আর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ঘরে কোনো আগুন জ্বালানো হতো না।” আমি (উরওয়াহ) প্রশ্ন করলাম, তখন কী খেয়ে বেঁচে থাকতেন? তিনি (আয়েশা) উভয়ে বললেন, দুটি কালো বস্তু—এক খেজুর, দুই পানি। তথাপি রাসূল ﷺ-এর কিছু আনসার প্রতিবেশিদের গবাদিপণ ছিল, যা দুধ দিত। আর তারা প্রায়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য কিছু দুধ প্রেরণ করতেন, সেখান থেকে তিনি [রাসূল ﷺ] আমাদেরকেও দিতেন।<sup>১১৯</sup>

আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনই জানতাম না যে তিনি রাগীফ (এক ধরনের ঝুঁটি) খেয়েছেন।<sup>১২০</sup>

সামাক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নূ'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, তুমি কি যত ইচ্ছা তত পান ও আহার কর না! অথচ আমি তোমাদের নবী ﷺ-কে দেখেছি তিনি ক্ষুধা নিবারণে ছেট এক টুকরো খেজুরও পেতেন না।<sup>১২১</sup> আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা ছিল পশ্চম দিয়ে তৈরি যাতে কিছু পশ্চমও ছিল।<sup>১২২</sup>

১১৬. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

১১৭. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

১১৮. ইমাম মুসলিম হতে বর্ণিত।

১২১. ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

১২২. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর) আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি সাধারণ জামার উপরের অংশ এবং নিচের অংশ বা পায়জামা (আরবিতে ইজ্জার) নিয়ে আসলেন এবং তিনি বললেন, এ দুটো পড়ে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুবরণ করেন।<sup>১২৩</sup> এছাড়াও এ সংক্রান্ত বহু হাদীস রয়েছে।<sup>১২৪</sup>

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমার কাধে হাত রাখলেন এবং বললেন, পৃথিবীতে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক। আর ইবনে উমর (রা) প্রায়ই বলতেন যে, যদি তুমি সক্ষ্য পর্যন্ত বেঁচে থাক তবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ কর না। আর যদি তুমি সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাক তবে আর সক্ষ্য পর্যন্ত বেঁচে থাকার ইচ্ছা পোষণ কর না। অসুস্থতার জন্য তোমার স্বাস্থ্য প্রস্তুত রেখ এবং মৃত্যুর জন্য তোমার জীবনকে প্রস্তুত রেখ।<sup>১২৫</sup>

তাই আর দেরি নয় হে আমার ভাই ও বোনেরা! একজন মুসাফির বা পথিকের ন্যায় আপনার স্বভাব, আচার-আচরণ, খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান এবং অন্যান্য যা আপনি করে থাকেন তা গড়ে তুলুন। আমাদের চোখ রাখা উচিত এবং প্রতীক্ষায় থাকা উচিত আমাদের আসল বাড়ি জানাতের দিকে। তাই আমাদের সক্ষ্যায় বেঁচে থাকলে (পরদিন) সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা করা উচিত নয়। এভাবে যদি আবার সকালে বেঁচে থাকি আমাদের উচিত নয় সক্ষ্য পর্যন্ত বেঁচে থাকার কামনা করা। তাই আমাদের উচিত নয় আসসমালোচনা, আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার কথা এবং আমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের কথা এমনকি একটি ভালো কাজের কথা ও ভুলে না যাওয়া।

১২৩. বুখারী ও মুসলিম হতে বর্ণিত।

১২৪. আরো তথ্যের জন্য সহীহ বুখারী শরীফের ‘খাদ্য’ অধ্যায়ের ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁর সাহাবীগণ কী খেতেন’ অনুচ্ছেদ এবং ‘হৃদয় বিগলিতকরণ’ অধ্যায়ের কিভাবে নবী ﷺ-এর ও তাঁর সাহাবীগণ জীবনধারণ করতেন অনুচ্ছেদ। সহীহ মুসলিম শরীফের ‘ত্যাগ ও অস্তর বিগলিতকরণ’ অধ্যায় এবং ‘রিয়াদুস সালেহীন’ ঘষ্টের অধ্যায়-৫৬।

১২৫. ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।

আমাদের উচিত আমাদের (দৈনন্দিন) জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা যেন আমরা আমাদের চোখে কেয়ামতের (ভয়াবহ) দিনটি দেখতে পাচ্ছি। আমাদের উচিত অসুস্থ্রার জন্য স্বাস্থ্যকে প্রস্তুত রাখা এবং স্বাস্থ্যকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে লাগানো, সাথে সাথে আমাদের সবাইকে এসব জানিয়ে সচেতন করা যাতে আমরা ধেয়ে আসা মৃত্যুর ও ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পেতে পারি (অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা যাতে কম হয়)।

একজন মুসাফির যে তার দেশ, পরিবার, সন্তানাদি, আঘীয়স্বজন ছেড়ে কষ্ট করে একাকি সফর করে সে কি অন্য দেশে তার সাম্রাজ্য গড়ার জন্য এ কষ্ট করে? (অর্থাৎ অথবা একজন পথিক কি কোনো বিচ্ছিন্ন পথে প্রাঞ্চরে বাস করে?) (অর্থাৎ আমরা আমাদের আসল বাড়ির কথা ভুলে এ পৃথিবীতেই যেন আবাস গেড়ে বসে না যাই)।

আর আপনি, আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন- এ পৃথিবীতে একজন মুসাফির, জান্নাতের বাড়ি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন, সেখানকার স্তৰী ও সন্তানদের নিকট থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন। আর এটা তখনই ঘটবে যখন আপনি জান্নাতবাসী হবেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে আপনি জাহানামের অধিবাসীদের মতো সকল কাজ করে যাচ্ছেন আর জান্নাতে আপনার কোনো বাড়ি নেই, নেই কোনো সন্তান, নেই পরিবার ওধূ আছে শাস্তি; এক অকল্পনীয় খারাবি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে কেমন হবে তখন?

তাই আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হোন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আরাম-আয়েশের জীবন থেকে সাবধান হও। কারণ, নিশ্চয়ই আল্লাহর (প্রকৃত) বান্দা তারা নয় যারা আরাম-আয়েশের জীবনযাপন করে।<sup>১২৬</sup>

অতএব আপনার জন্য প্রয়োজন ‘আল বাদাদাহ’ যেমন নবী ﷺ বলেন, ‘সৈমান হলো আল বাদাদাহ।’<sup>১২৭</sup> আর ‘আল বাদাদাহ’ অর্থ হলো সাধারণ ও ধার্মিক জীবনযাপন করা।

১২৬. ইমাম আহমদ ও আবু নৃতাইম কর্তৃক ‘হিলায়াহ’ গ্রন্থে বর্ণিত শায়েখ আল বানী ‘মিশকাত’ গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহীহ।

১২৭. ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত। আস সাহীহা গ্রন্থে একে সহীহ হাদীস বলে দীক্ষিত দেয়া হয়েছে।

## ইয়াতীমের ওপর দয়া

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে তার অন্তরের কাঠিন্য সম্পর্কে অভিযোগ করলো। তিনি ﷺ বলেন, তুমি কি তোমার অন্তরকে কোমল করতে চাও? তবে ইয়াতীমের ওপর দয়া কর, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তোমার খাদ্য থেকে তাদেরকে খাওয়াও। ফলে তুমি তোমার অন্তরকে নরম করতে পারবে এবং তোমার কামনা পূরণ করতে পারবে।<sup>১২৮</sup>

## হাসি কমানো

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর বলেছেন, “অত্যাধিক হেসো না। কেননা অত্যাধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।”<sup>১২৯</sup>

**এ ভয় করা যে আমার আমল নাও কবুল হতে পারে**  
আয়েশা (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে নিষ্ঠোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম-

وَجِلَةٌ أَنْهُمْ إِلَى رِبِّهِمْ رِجْعُونَ -

আর যারা যা দান করবার তা ভীত, কম্পিত হন্দয়ে দান করে।<sup>১৩০</sup>  
“এরা (দানকারীরা) কি সেই লোক যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে, চুরি করে এবং এ্যালকোহল বা মাদক গ্রহণ করে?” আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর উত্তরে

১২৮. ইমাম তাবারানী কর্তৃক ‘আল কাবীর’ গ্রন্থে বর্ণিত। শায়খ আলবানীর একই রকম বর্ণনা থাকায় একে বিশুদ্ধ বলে যত দিয়েছেন দেখুন ‘আস সাহীহা’ গ্রন্থ।

১২৯. ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি সহীহ হাদীস যা আস সাহীহা গ্রন্থে আলবানী উল্লেখ করেছেন।

১৩০. সূরা আল মু’মিনূন (২৩) : ৬০

বললেন, “না হে আবু বকরের কন্যা (অথবা হে আস সিন্ধীকের কন্যা), তারা হলো সেই লোক যারা রোগা রাখে, দান-সদকা করে এবং নামায আদায় করে এ ভয়ে যে তাদের আমল কবুল নাও হতে পারে।<sup>১৩১</sup>

যত্নগার আক্রমণের ভীতি। আল্লাহ রাবুল আলাইনের সামনে দণ্ডায়মান হবার ভয় যেখানে আমি জানি না আমি কি জাহানামে যাব নাকি জানাতে।”

হ্যরত সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত, যে আবু যর গিফারী (রা) কা'ব (রা)-এর সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন, “হে মানুষ! আমি জুন্দুব আল গিফারী, দ্রুত এ সহকর্মী ভাতার নিকট আস তিনি তোমাদের শুরুত্তপূর্ণ উপদেশ দিবেন।” লোকেরা তার চারপাশে একত্রিত হলো এবং তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে, যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে সে সাথে করে কিছু সহায় সম্বল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও আরামদায়ক হয় ও তার গন্তব্যে পৌছাতে কার্যকরী হয়? তারা উত্তর করল, অবশ্যই (আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর তোমাদের নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর।

আল্লাহর ভয়ে কাঁদা এবং পরকালের দুঃখ-কষ্ট ও শ্রবণ সংক্রান্ত কিছু ঘটনা ও বর্ণনা<sup>১৩২</sup> জাফর ইবনে বুরকান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জেনেছি যে, সালমান ফারসী (রা) প্রায়ই বলতেন, তিনটি জিনিস আমাকে কাঁদায় এবং তিনটি জিনিস আমাকে হাসায়। আমি সেই লোককে দেখে হাসি যে দুনিয়ার জীবনের প্রতি আশাবাদী যদিও মৃত্যু তাকে পিছু ডাকছে। এরপর সে লোককে দেখে হাসি যে (তার প্রভুর প্রতি) অকৃতজ্ঞ যদিও সে (তার প্রভু কর্তৃক) অবহেলিত নয়। এরপর সে লোককে দেখে (হাসি আসে) যে ব্যক্তি উচ্চস্থরে হাসাহাসি করে অথচ সে জানে না সে কি তার প্রভুকে (তার কর্মকাণ্ড দ্বারা) সন্তুষ্ট করছে নাকি অসন্তুষ্ট করছে। যে তিনটি বিষয়ে আমাকে কাঁদায় তা হলো : এক. আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে

১৩১. ইয়াম তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত। এটি একটি হাসান হাদীস যা শায়েখ আলবানী আস সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১৩২. এসব বর্ণনা ‘হিলায়াতুল আবীলিয়্যাহ’ গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। আমি (মূল লেখক) বাদ আস শাহিদীন গ্রন্থ থেকেও উপর্যুক্ত হয়েছি যেটি এর মূলকথা।

আজমায়ীনের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। দুই. হঠাৎ মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রমণের ভীতি। তিনি. আল্লাহ রাকুন আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবার ভয় যেখানে আমি জানি না আমি কি জাহানামে যাব নাকি জানাতে।

সুফিয়ান সাওরী (রা) হতে বর্ণিত যে, আবু যর গিফারী (রা) কাব (রা)-এর সাথে ছিলেন তখন তিনি বলেন। “হে মানুষ! আমি জুন্দুব আল গিফারী, দ্রুত এ সহমর্মী ভাতার নিকট আস তিনি তোমাদের শুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিবেন। লোকেরা তার চর্তৃপাশে জামায়েত হলো এবং তিনি বললেন, তোমরা কি জান না যে যদি কেউ সফরে যাওয়ার নিয়ত করে তবে সে সাথে করে কিছু সহায় সহল নেয়ার চেষ্টা করে যাতে সফর সহজ ও আরামদায়ক হয় ও তার গন্তব্যে পৌছাতে কার্যকরী হয়? তারা উন্নত করল। অবশ্যই (আমরা জানি)! এরপর তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবসের সফর তোমাদের নিয়তের (যে কোন সফরের) চেয়ে দীর্ঘ সফর। তাই (সহায় সহল) গ্রহণ কর যা তোমার এ দীর্ঘ সফরকে তোমার জন্য সহজ ও আরামদায়ক করবে। তারা বলল, “সে জিনিস কী যা আমাদের সফরকে সহজ ও আরামদায়ক করবে?” তিনি উন্নতে বললেন, যে ভয়ানক বিষয় (কেয়ামত) আসছে তার জন্য হজ্জ আদায় কর। কেয়ামতের দিনের দীর্ঘতা চিন্তা করে প্রচণ্ড গরমের দিনেও রোয়া রাখ। কবরে শান্ত ও নিরব অবস্থার চেয়ে আল্লাহর কাছে রাতের আধারে দু'রাকাত নামায পড়। মহান বিচার দিবসে (দীর্ঘ সময়) দাঁড়িয়ে ধাকার কথা চিন্তা করে একটি ভালো কথা বল নতুনা বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাক। আর তোমাদের সম্পদ থেকে এ নিয়তে দান কর যে, এ জাতীয় অন্যান্য (দুর্যোগ ও দুর্ভোগ) থেকে রক্ষা পাবে।

পৃথিবীতে দু'ধরনের কাজে ব্যস্ত থেকো। এক. পরকালীন মুক্তির অনুসন্ধানে দুই. হালাল রুজি অনুসন্ধানে। তৃতীয় কোনো ব্যস্ততা তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ উপকারে আসবে না। তাই এটা কামনা কর না।”

তোমার সম্পদ দুই দিরহামের (অর্থাৎ সীমিত সম্পদের) মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখ। যার এক দিরহাম (অর্থাৎ অর্ধাংশ) তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় কর আর এক দিরহাম পরকালীন জীবনের (ব্যয় করে) সঞ্চয় কর। তৃতীয় ধরনের কোনো দিরহাম তোমাকে কষ্ট দিবে বৈ উপকারে আসবে না; তাই তা কামনা কর না।

সালান ইবনে আবী মৃত্তী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি পানির পাত্র হাসান (রা)-এর সামনে আনা হলো তার রোধা ভাস্তাতে। কিন্তু যখন তিনি এটি তার মুখের কাছে নিলেন তখন কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমার অরণে আসছে জাহানামীদের আকৃতি, তারা বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢাল।<sup>১৩৩</sup>

এবং এরপর তাদের প্রতি যে উত্তর দেয়া হবে তাও আমার অরণ হচ্ছে।

“নিচয়ই আল্লাহ উত্তর বস্তু (জাহানাতের পানি ও আহার) অবিষ্঵াসীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।<sup>১৩৪</sup>

আল হাসান বলেন, নিশ্চিতভাবেই তোমার সময় অপর্যাপ্ত তোমার কাজ-কর্ম পরীক্ষিত, মৃত্যু তোমাকে খুঁজে ফিরছে এবং জাহানাম তোমার সম্মুখে। আর আল্লাহর কসম যা কিছুই তুমি দেখ (এ পৃথিবীতে) তাই (একদিন) চলে যাচ্ছে। তাই প্রত্যেক দিন রাতে আল্লাহর সিদ্ধান্ত প্রত্যাশা কর আর লোকদেরকে নিজেদের কর্ম খতিয়ে দেখতে বল যে তারা সামনের দিনের (পরকালের) জন্য রাখছে।

তিনি আরো বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি মাত্র। যখনই একটি দিন চলে যায় তোমার একটি অংশ যেন চলে যায়।”

তিনি আরো বলেন, এটা (এ উপদেশ) তার জন্যই মানানসই যে মনে করে মৃত্যু তার যাত্রাপথে দাঁড়িয়ে; সময় তার নির্দিষ্টক্ষণের অপেক্ষায় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সমাবেশ স্থলে (কিয়ামতের মাঠে) দণ্ডয়মান হওয়া অবধারিত। আর এ ভাবনাগুলো যার মনে দীর্ঘ রেখাপাত করে (তার জন্য এ উপদেশ)।

সাবিত আল বানানী বলেন, আমরা একটি লাশ দাফন করতে যাচ্ছিলাম আর তখন শুধু দেখলাম যে লোকেরা মুখ চেকে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। অথবা মুখ চেকে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করছে।

আমাশ বলেন, আমরা একটি দাফন-যাত্রা দেখছিলাম কিন্তু মানুষের কান্না দেখে বুঝতে পারছিলাম না যে কে আসলে আমাদের সহমর্মীতা প্রত্যাশা করছে। (অর্থাৎ, এ কান্না এত তীব্র ও বিস্তৃত ছিল যে তারা বুঝতে পারেনি কান্না মৃতের নিকটাঞ্চীয়)

১৩৩. সূরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০।

১৩৪. সূরা আল আরাফ (৭) : আয়াত-৫০।

সুফিয়ান ইবনে উআইনাহ বলেন যে; ইবরাহীম আত তাইমী বলেন, আমি নিজেকে জাহানামের আগন্তের মধ্যে লোহার শিকলে বাধা কল্পনা করতাম যেখানে লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জুলছে আর এর অধিবাসীরা যাকুম<sup>১৩৫</sup> নামক বৃক্ষে ফল খাচ্ছে (বাধ্য হয়ে) এবং জামহারীর (একটি তিঙ্গ ঠাণ্ডা পানীয়) থেকে পান করছে। তাই আমি বললাম, “হে আমার আজ্ঞা! তুমি আর কী চাও? উভর আসল, পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই পুণ্য কাজ করার জন্য যদ্বারা আমি জাহানামের আয়াব থেকে রক্ষা পাব।”

আবার আমি নিজেকে জান্নাতের হরদের<sup>১৩৬</sup> সাথে (জান্নাতের) স্বর্ণলী কারুকাজের রেশমী পোশাক পরা অবস্থায় কল্পনা করলাম। আমি বললাম, হে আমার আজ্ঞা! তুমি আর কী চাও? উভর আসল, পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই পুণ্য কাজ করার জন্য যদ্বারা এ নেয়ামত আরো বৃদ্ধি পাবে।”

অতঃপর নিজেকে বললাম, “তুমি এখন পৃথিবীতেই আছ আর তোমার ইচ্ছাগুণোও (তোমাকে ধিরে) আছে।”

বুকায়ের অথবা আবু বুকায়ের হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ইবরাহীম আততীহীম বলেন, “যে ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেনি সে যেন জাহানামের অধিবাসী হওয়া থেকে ভয় করে। কারণ জান্নাতবাসীগণ বলবেন, ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন।’<sup>১৩৭</sup>

যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে না তাদের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে জান্নাতের অধিবাসী হওয়া থেকে সতর্ক থাকে। কারণ তারা বলবে, ইতিপূর্বে আমরা আমাদের বাসগৃহে (আল্লাহর শাস্তির ভয়ে) ভীত ও কম্পিত ছিলাম।”<sup>১৩৮</sup>

যাকারিয়া আল আবী ইবরাহীম আন নাখয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তার অসুস্থতার সময়ে কাঁদতেন, আর লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করতেন, হে ইমরানের পিতা! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উভরে বলতেন, কেন আমি

১৩৫. অনুবাদকের লোট : জাহানামের মাত্রাতিরিক্ত তিঙ্গ একটি ফল।

১৩৬. অপরপ সুন্দর ডাগর চোখ বিশিষ্ট জান্নাতের (পুরুষের) নারী সঙ্গী যাদেরকে কোন পুরুষ বা জ্বিল স্পর্শ করেনি।

১৩৭. সূরা আল ফাতির (৩৫) : ৩৪

১৩৮. সূরা আত তৃত (৫২) : ২৬

কাঁদবো না যখন আমি আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহকের (ফেরেশতার) অপেক্ষায় আছি যে আমাকে জানাবে হয় এটা না হয় ওটা (অর্থাৎ, হয় জান্নাত না হয় জাহানাম)।

হিশাম ইবনে হাসান বলেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসিকে বলা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কোন অবস্থায় জেগে উঠেন? তিনি উত্তরে বললেন, একজন মানুষের একটি চিন্তাই থাকতে পারে যে, সে প্রতিদিনই পরকালের কাছাকাছি পৌছে যাচ্ছে।

### আল্লাহর ভয়ে কাঁদার সুফল

যারা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে তাদের জন্য এতে অনেক সুফল রয়েছে। আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত করে ব্যক্তি অনেকভাবে লাভবান হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো ....।

১. আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যাতিত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।
২. তারা জাহানামে প্রবেশ করবে না এমনকি জাহানামের আগুন তাদেরকে স্পর্শও করবে না।
৩. তারা আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার ভালোবাসা অর্জনে সফল হবে। যেমনটি নবী করীম~~ﷺ~~ বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালার কাছে দুটি ফেঁটা এবং দুটি চিকি ছাড়া আর প্রিয় কিছু নেই .... এক ফেঁটা অঙ্গ যা আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পরে।”
৪. পরকালীন জীবনে তুবা বৃক্ষের (১৭ নং টীকা দেখুন) সুসংবাদ এবং সকল আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির জান্নাত লাভ।

অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। আর তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।<sup>১৩৯</sup>

৫. পৃথিবীতে ঝর্ণাদা এবং ঈমানের সুষিষ্ঠ স্বাদ।

১৩৯. সূরা আল ইনসান (একে আদ দাহর ও বলা হয়) ৭৬ : ১১০১২

৬. ঈমান ও হেদায়াত সুনিশ্চিত করণ।
৭. স্থিরতা ও আস্তার প্রশান্তি।
৮. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন এবং এমন দিক থেকে জীবনোপকরণ প্রদান করবেন যা তারা কল্পনাও করতে পারবে না।

“আর যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সৃষ্টি করে দেবেন এবং এমন পছ্যায় তাকে রিযিক দান করবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।<sup>১৪০</sup>

৯. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য সহজ করে দিবেন, যারাই তাকওয়া (আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করা) অবলম্বন করবে। তিনি (আল্লাহ) তার কাজ সহজসাধ্য করে দেবেন।<sup>১৪১</sup>
১০. তারা নবী ﷺ-এর সাহচর্য পেতে সফল হবে। কেননা আল্লাহর ভয়ে কাঁদা নবী ﷺ-এর পথনির্দেশ থেকেই এসে থাকে।
১১. তারা সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অনুসরণে সফল হবে। কেননা আল্লাহর ভয়ে অশ্ব বিসর্জন তাদের পথ নির্দেশ থেকেও এসেছে।
১২. জাল্লাতে তারা পৃথিবীতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদার কথা শ্বরণ করে আনন্দিত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা বলবে আমরা প্রথমে নিজেদের পরিবারের লোকদের ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম। পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দন্ধকারী আঘাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। নিচয়ই অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম, সত্যিই তিনি বড় উপকারী ও দয়াবান।<sup>১৪২</sup>

১৪০. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-২-৩

১৪১. সূরা আত তালাক ৬৫ : আয়াত-৪

১৪২. সূরা আত তূর (৫২) : ২৬-২৮

## গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ

**رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمْزَتِ الشَّيْطَنِ . وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يُخْضِرُونَ .**

“হে আমার রব! শয়তান মনে যেসব কুভাব সৃষ্টি করে তা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। হে আমার রব! শয়তান যেন আমার কাছেই না আসে।”  
(সূরা আল মুমিনুন : আয়াত-৯৭-৯৮)

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الشَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةِ عَلَى الرَّشِيدِ .**

“হে আল্লাহ! আমাকে প্রত্যেক বিষয়ে ম্যবৃতী দাও এবং হেদায়াতের পথে চলায় দৃঢ়তা দান কর।”

**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَبْدِنِي صَفِيرًا وَفِي وَاعِيَّنِ النَّاسِ كَبِيرًا .**

“হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বানাও। আমার চোখে আমাকে যেন ছোট মনে করি এবং মানুষ যেন আমাকে বড় মনে করে।”

**اللَّهُمَّ احْفَظْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِي مِنَ الرِّياءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِبَايَةِ .**

“হে আল্লাহ! হেফায়ত কর আমার দিলকে মুনাফেকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া থেকে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা থেকে ও আমার চোখকে বেয়ানত থেকে।”

**اللَّهُمَّ اجْعِلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعِلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ .**

“হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে আছি বেশি বেশি নেকী কামাই করার তাওফীক দাও এবং মৃত্যু যেন আমাকে সকল মন্দ থেকে রেহাই দেয়।”

**اللَّهُمَّ أَخِينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْمَوْتَا حَيْرًا لِّي .**

“হে আল্লাহ! যতিদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর ততদিন আমাকে  
বাঁচিয়ে রাখ এবং যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তখন আমাকে মৃত্যু দিও।”

**اللَّهُمَّ قَنِعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَسَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَبْتَنِي.**

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রিয়ক স্বরূপ যা দিয়েছ তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট  
রাখ এবং যতটুকু দিয়েছ তাতেই বরকত দান কর।”

**اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سَوَاكَ.**

“হে আল্লাহ! হালাল কামাই যেন আমার জন্য যথেষ্ট হয়, হারামের যেন  
দরকারই না হয়। আর তোমার দান দ্বারা আমাকে অভাবমুক্ত কর যাতে  
কারো মুখপেক্ষী হতে না হয়।”

**اللَّهُمَّ وَقِنِي لِاقَامَةِ دِينِكَ وَأَرْزُقْنِي الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ وَشَفَاعَةَ نِبِيلِكَ وَرِضْوَانًا مِنْ عِنْدِكَ.**

“হে আল্লাহ! তোমার দীনকে কায়েম করার তাওফীক দাও। তোমার পথে  
শহীদ হওয়ার সুযোগ দাও এবং তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি  
হাসিলের তাওফীক দাও।”

**اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَهِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ السَّابِقِينَ الْمُقْرِبِينَ.**

“হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দাও যাতে আমি তাওবাকারী হই, আমাকে  
পবিত্র লোকদের মধ্যে শামিল কর, তোমার সালেহ ও মুখলিস বান্দাদের  
মধ্যে গণ্য হবার যোগ্য বানাও এবং তোমার নৈকট্যলাভকারী অগ্রবর্তীদের  
অন্তর্ভুক্ত কর।”

ঐসব অগণিত দোয়া থেকে ৯টি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে কয়েকটি করে দোয়া  
বাছাই করে পেশ করছি যাতে যারা মুখস্থ করতে চান তারা রেডীমেড হাতের  
কাছে পেতে পারেন। বিষয়ভিত্তিক দোয়ার তালিকা পেশ করার পূর্বে দোয়া

শুরু করার সময় যে ভাষায় রাসূল ﷺ শুরু করতেন বলে কোন কোন হাদীসে আছে তা নকল করা হচ্ছে। অবশ্য বিভিন্ন হাদীস থেকে সন্তুষ্টিপূর্ণ হওয়ায় যে শব্দ সম্ভারে সজ্জিত করা হয়েছে তা কোন একটি হাদীসে এ আকারে নেই। কিন্তু সবটুকু হাদীস থেকেই নেয়া হয়েছে। দোয়ার শুরুতে হামদ, সানা, দরদ ও ইঙ্গিষ্ঠার ধার্কা উচ্চিত বলে সেভাবেই সাজানো হলো।

(আল্লাহর দূয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

### ইমান

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا نَفْ وَمَا كُنَّا بِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ  
هَدَنَا اللّٰهُ.

“সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এ পথে হেদায়েত করেছেন। আল্লাহ যদি হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কিছুতেই হেদায়াত পেতাম না।” (সূরা আল আ’রাফ : আয়াত-৪৩)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  
رَحْمَةً جَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ .

“হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আমাদের দিলকে বাঁকা করে দিও না। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত দান কর। নিচয়ই তুমি যে বড় দাতা।” (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৮)

رَبَّنَا أَمْنَا بِمَا آتَيْنَا وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ .

“হে আমাদের রব! তুমি যা নায়িল করেছ তার প্রতি আমরা ইমান এনেছি এবং রাসূলের আনুগত্য করেছি। আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতা অনুগতদের মধ্যে গণ্য কর।” (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-৫৩)

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَئِبْتَ أَفْدَامَنَا وَأَنْصَرْنَا عَلَى  
الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ .

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ সবরের শক্তি দান কর, আমাদের কদমকে ময়বুত করে দাও এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয়ী কর।” (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৫০)

(۵) أَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ  
إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرُّشِيدِينَ.

(সূরা হজরাতের ৭ নং আয়াত অবলম্বনে)

“হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে ইমানের মহৎভাব দান কর। আমাদের দিলকে ইমান দ্বারা সজ্জিত কর। আমাদের মনে কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর প্রতি শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল কর।”

### ইলম

أَللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقَرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَمَامًا وَنُورًا  
وَهُدًى وَرَحْمَةً وَاجْعَلْهُ رِبْيَعَ قُلُوبِنَا وَتُورَ بَصَرِنَا وَجَلَاءَ  
حُزْنِنَا وَذَهَابَ هَمِنَا - أَللَّهُمَّ ذِكْرُنَا مِنْهُ مَا تَسِّينَا  
وَعَلِمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا وَارْزُقْنَا بِلَوْاتَهُ أَنَا، اللَّيْلُ وَأَنَا،  
النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَارَبُّ الْعَلَمِينِ .

“হে আল্লাহ! মহান কুরআনের দ্বারা আমাদের উপর রহম কর। কুরআনকে আমাদের জন্য ইমাম, নূর, হেদায়াত ও রহমত বানাও। কুরআন দ্বারা আমাদের কল্পকে সজীব কর, আমাদের দৃষ্টিকে আলোকিত কর, আমাদের দুঃখ-বেদনা দূর কর এবং আমাদেরকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও। কুরআনের যতটুকু ভূলে গেছি তা মনে করিয়ে দাও এবং যা জানা নেই তা শিখিয়ে দাও। রাতে ও দিনে কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে রাব্বুল আলামীন, কুরআনকে আমার পক্ষে সাক্ষীদাতা বানাও।”

أَللَّهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلْمَاتِ الْوَهْمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ  
وَافْتَحْ عَلَيْنَا آبَوَابَ فَضْلِكَ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا حَرَازِنَ عِلْمِكَ  
رِبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে অনুমানের অঙ্ককার থেকে উদ্ধার কর এবং জ্ঞান-বুদ্ধির আলো দ্বারা সম্মানিত কর, আমাদের উপর তোমার অনুগ্রহের

দরজা খুলে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার জ্ঞান-ভাণ্ডার সহজ করে দাও।  
হে আমাদের রব! তুমি যতটুকু ইলম দান করেছ তাছাড়া আর কোনো ইলম  
আমাদের নেই। তুমিই সব ইলম ও হিকমতের মালিক।”

**اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَهِمُ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ وَالْهَامَ  
الْمُجْتَهِدِينَ وَدَرَجَةَ الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهِداءِ وَالصَّالِحِينَ -**

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে নবীদের মতো বুরবার যোগ্যতা, রাসূলগণের  
মতো শ্রবণশক্তি, মুজতাহিদগণের ইলহাম এবং সিদ্ধীক, শহীদ ও সালেহ  
শ্লোকদের মর্যাদা দান কর।”

**اللَّهُمَّ أَعِنَا بِالْعِلْمِ وَزَيِّنْنَا بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنَا بِالْتَّقْوَى -**

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইলম দ্বারা সাহায্য কর, সহনশীলতা দ্বারা সজ্জিত  
কর, তাকওয়া দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা সুন্দর কর।”

### আমল

**اللَّهُمَّ أَعِنَا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -**

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার ধিকর করার ও উকর আদায় করার এবং  
ভালোভাবে তোমার ইবাদাত করার তাওফীক দাও।” [রাসূল ﷺ প্রত্যেক  
নামাযের পর এ দোয়া করতে মায়ায (রা)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।]

**اللَّهُمَّ وَقِنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضِي مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ  
وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ - اনْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -**

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে কথা বলায়, দুনিয়ার কাজে ও দ্বিনী আমলে, নিয়ত  
করায় ও সঠিক পথে এমনভাবে চলার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ কর ও  
যাতে তুমি বুশী হও।”

**اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبُّ  
الْمَسَاكِينِ -**

“হে আল্লাহ! তোমার কাছে তাওফীক চাই যাতে আমরা নেক কাজ করতে  
পারি, মন্দ কাজ ত্যাগ করতে পারি ও মিসকীনদেরকে ভালোবাসতে পারি।”

### ক্ষমা চাওয়া

رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنْ  
مِنَ الْخَاسِرِينَ .

“হে আমাদের রব! আমরা গুনাহ করে নিজেদের উপর যুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের মাফ না কর ও আমাদের উপর রহম না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হতে বাধ্য হব।” (সূরা আল আরাফ : আয়াত-২৩)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا هُنَّا وَلَا تَحْمِلْ  
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هُنَّا وَلَا  
تُحَمِّلْنَا مَالًا طَافَةً لَنَا بِهِ هُنَّا وَاعْفُ عَنْنَا وَنَدِ وَاغْفِرْنَا  
وَارْحَمْنَا آتَنَا مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ .

“হে আমাদের রব! যদি আমরা যা করণীয় তা ভুলে যাই এবং যা করা উচিত নয় তা ভুলজ্ঞমে করে ফেলি তাহলে সে জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না। পূর্ববর্তী লোকদের উপর তুমি যে আপদ-বিপদের বোৰা পরীক্ষা স্বরূপ দিয়েছ আমাদের উপর তেমন বোৰা চাপিয়ে দিও না। হে আমাদের রব! যে বোৰা বইবার আমাদের শক্তি নেই তেমন বোৰা আমাদের উপর দিও না। আমাদের গুনাহকে ধরো না, আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের উপর রহম কর। তুমই আমাদের মাওলা। কাফিরদের মুকাবিলায় তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।” (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৮৬)

أَللّٰهُمَّ إِنْ مَغْفِرَتَكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِنَا وَرَحْمَتَكَ أَرْجُى عِنْدَنَا  
مِنْ عَمَلِنَا .

“হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহের চেয়ে তোমার মাগফিরাত অনেক প্রশংস্ত। আর আমরা আমলের চেয়ে তোমার রহমতের আশাই বেশি করি।”

### আখিরাত

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণও দান কর এবং আখিরাতের কল্যাণও দান কর। আর আমাদেরকে আগন্তের আযাব থেকে হিফায়ত কর।”

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২০১)

اللَّهُمَّ أَخْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَاجْرِنَا مِنْ خِزْنِ  
الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ .

“হে আল্লাহ! আমাদের সব ব্যাপারে পরিগাম সুন্দর ও কল্যাণকর এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঙ্ঘনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা কর।”

اللَّهُمَّ غَشِّنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَظِلْنَا  
تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمًا لَا ظِلْ لِظِلِّكَ .

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রহমত দ্বারা ঢেকে দাও। আমাদের উপর তোমার পক্ষ থেকে যাবতীয় বরকত নাখিল কর। আর যেদিন তোমার (রহমতের) ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন আমাদের উপর তোমার আরশের ছায়া দিও।”

### পানাহ বা আশ্রয় চাওয়া

রাসূল ﷺ বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। এর বেশ কয়টিকে একত্র করে এখানে পেশ করছি। পানাহ চাওয়ার আগে কিছু বিষয় কামনাও করেছেন। সে সবকে আলাদা না করে যেভাবে তিনি চেয়েছেন সেভাবেই রেখে দিলাম।

اللَّهُمَّ إِنِّي نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاهَ الدَّائِمَةَ فِي  
الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ  
وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ . وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْسَّغْرَمِ وَالْمَائِمِ

وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَسُوءِ الْكَبِيرِ وَمَوْتِيَةِ الْبَغْتَةِ وَالْذِلْلَةِ . وَتَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে শ্রমা, শাস্তি ও সুস্থান্ত্য চাই এবং ধীন, দুনিয়া ও আবিরাতে স্থায়ীভাবে আমাদেরকে দোষমুক্ত রাখ। আর আমরা তোমার কাছে দুচিষ্ঠা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে পানাহ চাই। আমরা আরও পানাহ চাই, অচল বার্ধক্য, ঝণ, গুনাহ, বৃদ্ধ বয়সের অনিষ্ট ও বয়সের ভারে অথর্ব হওয়া থেকে এবং অপমানজনক ও হঠাত মৃত্যু থেকে। আরও পানাহ চাই কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং দেনার বোৰা ও মানুষের দাপট থেকে।”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفَافَ وَالْغَنْيَى وَالْتَّقْوَى وَالْهُدَى وَحُسْنَ عَاقِبَةِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا - وَتَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّكُّ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ فِي دِينِكَ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছ থেকে পেতে চাই নৈতিক পরিত্রাতা, অভাব শূন্যতা, তাকওয়া, হৈদোয়াত এবং দুনিয়া ও আবিরাতের সুন্দর পরিণাম। আর আমরা পানাহ চাই সন্দেহ, বগড়া, মুনাফিকী, রিয়া ও তোমার ধীনের ব্যাপারে সুনামের ইচ্ছা থেকে।”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قُلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই ঐ ইলম থেকে যা উপকার দেয় না, ঐ দিল থেকে যে তোমাকে ভয় করে না, ঐ নফস থেকে যার ত্রুটি হয় না এবং ঐ দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَائِلِ الْأَعْدَاءِ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই আপদ-বিপদের পেরেশানী থেকে, দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে, ক্ষতিকর ফয়সালা থেকে এবং দুশ্মনদের খুশী হওয়া থেকে।”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغُنْيَى وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ  
الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُحِبَّا  
وَالْمَمَّاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই সচলতা ও দারিদ্র্যের ফিতনার (পরীক্ষা) ক্ষতি থেকে, মনের ফিতনার ক্ষতি থেকে, হায়াত ও মৃত্যুর ফিতনা এবং অভাব ও লাঞ্ছনার ফিতনার ক্ষতি থেকে।”

### বিনয় কাতর আবেদন ও আবদার

رَبِّنَا أَتَنَا مِنْ لِدْنِكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً .

“হে আমাদের রব! তোমার শক্তি থেকে আমাদেরকে খাস রহমত দান কর, আমাদের সব ব্যাপারেই সুব্যবস্থা করে দাও।” (সূরা কাহফ : আয়াত ১০

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُؤْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ  
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اثْمٍ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আবদার জানাই যে, আমরা যেন তোমার রহমত পাওয়ার যোগ্য আমল করতে পারি। তোমার মাগফিরাত পাওয়ার মতো ঘজবুত ইচ্ছা শক্তি দাও, সকল নেক কাজ যেন সহজে করার তাওফীক পাই এবং সকল গুনাহ থেকে যেন নিরাপদে থাকি।”

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا  
دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَابِيجِ  
الْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضاً إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

“হে আল্লাহ! হে আরহামার রাহিমীন, আমাদের কোনো গুনাহ মাফ করতে বাদ দিও না, কোনো দুচিত্তা দূর করতে বাকি রেখ না। কোনো দেনা শোধ করতে বাদ দিও না, কোনো রোগীকে আরোগ্যের বাকি রেখ না এবং দুনিয়ার ও আব্দিরাতের যেসব প্রয়োজন পূরণ করা তোমার পছন্দ এর কোনোটাই অপূরণ রেখ না।”

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَشْقِصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنْنَا وَأَعْطِنَا وَلَا  
تُحْرِمْنَا وَأَثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَأَرْضَ عَنْنَا .

“হে আল্লাহ! আমাদের উপর তোমার দান বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। আমাদেরকে ইয্যত দাও, বেইয্যত কর না, আমাদেরকে দান কর, মাহরম কর না; আমাদেরকে প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিও না; আমাদেরকে খুশী করে দাও এবং আমাদের উপর রাখী হয়ে যাও।”

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًا وَأَرْزُقْنَا إِتْبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ  
بَاطِلًا وَوَفِّقْنَا لِاجْتِنَابِهِ .

“হে আল্লাহ! হক বা সত্যকে তুমি আমাদের নিকট সত্য হিসেবেই তুলে ধর এবং তা মেনে চলার তাওফীক দাও। আর বাতিল বা মিথ্যাকে মিথ্যা বলেই চিনিয়ে দাও এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও।”

يَا مُقْلِبَ الْقُلُوبِ ثِبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ . يَا مُصَرِّفَ  
الْقُلُوبِ صَرِفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ - يَا مُنْورَ الْقُلُوبِ  
نُورْ قُلُوبَنَا بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ .

“হে দিলের মালিক! আমাদের কালবকে তোমার দ্বীনের উপর মজবুত করে দাও। হে কালবের পরিচালক! আমাদের দিলকে তোমার অনুগত কর। হে অঙ্গরকে আলোকিতকারী! আমাদের দিলকে তোমরা পরিচয় ধারা আলোকিত কর।”

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَبِقِيَّةً صَادِقًا وَلِسَانًا  
شَاكِرًا وَذَاكِرًا وَقُلْبًا خَاسِقًا وَسَلِيمًا وَتُفْسَدًا مُظْمِنَةً  
وَقَانِعَةً وَشَابِعَةً وَصِحَّةً تَامَةً وَخُلُقًا حَسَنًا .

. وَنَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَفَهْمًا صَحِيحًا وَذِهْنًا زَكِيًّا وَعَمَلًا  
مُتَقَبِّلًا وَسَعْيًا مُشْكُورًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ وَرِزْقًا طَيِّبًا وَآسِعًا .

وَتَسْنِلُكَ حَيَّةً طَبِّبَةً وَتَوْيَةً نَصُوحاً تَوْيَةً قَبْلَ الْمَوْتِ  
وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَالسَّكِينَةُ فِي الْقَبْرِ وَالسَّلَامَةُ فِي  
الْعَشْرِ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ .

وَتَسْنِلُكَ ظِلًّا رَحْمَتِكَ وَشَفَاعَةَ نَبِيِّكَ وَرِضْوَانًا مِنْ عِنْدِكَ .

“হে আল্লাহ! আমরা তোমার দরবারে আকুল আবেদন জানাই যে, আমাদরকে দান কর পূর্ণ ঈমান, সত্যিকার ইয়াকীন, শক্র ও যিকরে মশগুল জিহ্বা, ভীত ও নিরোগ কলব, প্রশান্ত, তৃণ ও কামনামুক্ত নাফস, পরিপূর্ণ ও সুস্থ দেহ ও সুন্দর চরিত্র।

আরও দান কর উপকারী ইলম, বিশুদ্ধ বোধশক্তি, তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি, করুল হবার যোগ্য আমল, গ্রহণযোগ্য অচেষ্টা, ক্ষতিহীন ব্যবসা এবং পবিত্র ও প্রশংসন্ত রিযিক। আরও দান কর পবিত্র জীবন, খালেস তাওবা, মৃত্যুর আগে তাওবার ভাওফীক, শাস্তিপূর্ণ মৃত্যু, নির্জন কবর, নিরাপদ হাশর এবং জান্নাত লাভের সাফল্য। আরও আবদার করি তোমার রহমতের ছায়া, তোমার নবীর শাফায়াত ও তোমার সন্তুষ্টি।” (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ, প্র.)

### মৃতদের জন্ম দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا  
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ أَمْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ .

“হে আমাদের বর! আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বে যারা ঈমান নিয়ে চলে গেছেন সে ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে আমাদের দিলে কোনোরূপ অসন্তোষ ও কল্পুষ্টতা সৃষ্টি হতে দিও না। হে আমাদের বর!, তুমি বড়ই স্বেহপরায়ণ ও মেহেরবান।” (সূরা আল হাশর : আয়াত-১০)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَفِيرِنَا  
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْشَانَا . اللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَبْتَهُ مِنْنَا فَاحْبِبْهُ  
عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّهُ مِنْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ .

“হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে কষা কর যারা আমাদের মধ্যে জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং পুরুষ ও নারী। হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে হীনের উপর কায়েম রাখ এবং যাকে মৃত্যু দিয়েছ তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও।”

### পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দোরা

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ذَرِّيَّةً وَتَقْبِيلَ دُعَاءِ  
- رَبِّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

“হে আমার রব! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামার কায়েম করার তাওকীক দাও এবং আমাদের দোরা কবুল কর। হে আমাদের রব! বিচার দিবসে আমার, আমার পিতা-মাতার ও সকল মুমিনের গুণাহ মাফ কর।”

(সূরা ইব্রাহিম : ৪০)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنَا صَغِيرًا.

“হে আমার রব! আমার পিতা-মাতার উপর তেমনি রহম কর যেমন তারা ছোট সময় আমাকে জালন-পালন করেছেন।” (সূরা বনী ইসরাইল : ২৪)

এখনে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ইত্যাদি যারা স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপালন করেছেন তাদের জন্য আবেগ সহকারে নিজের ভাষায় দেয়া করা দরকার যাতে আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল কবুল করেন। ওনাই মাক করেন ও কবর আবাব থেকে তাদেরকে হেফাযত করেন।

رَبِّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَفِرِّعَنَ قُرْهَأْ غَيْرِنَا وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُنْقَبِنَ أَمَانًا . وَارْزُقْهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَصِحَّةً تَامَّةً وَعِلْمًا  
نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَخُلْقًا حَسَنًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَاسِعًا.

“হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী (বা স্বামী) ও সন্তানদেরকে এমন বানাও যাতে তাদের দেখে আমাদের চোখ ঝুঁড়ায় এবং আমাদেরকে মৃত্যাকীর্তের মধ্যে অশ্রামী হওয়ার তাওকীক দাও।” (সূরা আল কুরুকান : ৭৪)

তাদেরকে পবিত্র জীবন, পূর্ণ স্বাস্থ্য, কল্যাণকর ইচ্ছা, নেক আমল, সুস্মর চরিত্র এবং পবিত্র ও প্রাচুর রিহিক দাও।”

এখানে সন্তানদের প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে দোয়া করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তাদেরকে যেন আমাদের মাগফিরাতের জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহর দরবারে দোয়া করার ঘোগ্য রেখে যেতে পারে সে তাওফীকও কামনা করতে হবে।

### বিরোধীদের সম্পর্কে

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ  
مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের জন্য ফিতনা বানিও না এবং তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে কাফির কাওম থেকে নাজাত দাও।  
(সূরা ইউনস : ৮৫-৮৬)

হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের ঘাড়ের উপর বসালাম এবং তাদের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট আশ্রম চাইলাম।”

اللَّهُمَّ انْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي  
دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا  
غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسْلِطْ عَلَيْنَا مِنْ لَا يَرْحَمْنَا .

“হে আল্লাহ! যারা আমাদের সাথে দুশ্মনী করছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দীনের মধ্যে কোন মুসিবত দিও না। দুনিয়াকেই আমাদের বড় ধান্দা, আমাদের ইলমের আসল উদ্দেশ্য ও আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য বানিয়ে দিও না। যারা আমাদের সাথে সদয় আচরণ করে না আমাদের উপর কর্তৃত দিও না।”

اللَّهُمَّ مُنْزِلُ الْكِتَابِ وَسَرِيعُ الْحِسَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ  
وَهَازِمُ الْأَخْرَابِ . اللَّهُمَّ أَهْزِمُ الْأَخْرَابَ . اللَّهُمَّ اهْرِمْهُمْ  
وَزَلِيلْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ .

“হে আল্লাহ! তুমই কিতাব নাযিল করেছ, জলদি হিসাব নেবার ক্ষমতা রাখ, মেঘমালাকে পরিচালিত কর এবং বাহিনীকে পরাজিত করে থাক। হে

আল্লাহ! তুমি এ বাহিনীকে পরাজিত কর। “হে আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত কর ও কাঁপিয়ে দাও এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।” [আহফাবের যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ এ দোয়াটি শিক্ষা দিয়েছেন।]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ  
وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْفَيْلَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ  
عَلَى عَدُوكَ وَعَدُوهُمْ . اللَّهُمَّ اثْصُرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ  
وَانْجِزْ وَعْدَكَ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ . اللَّهُمَّ  
اهْزِمْ أَعْدَاءَنَا وَأَعْدَاءَ الدِّينِ . اللَّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَمَزِّقْ  
جَمْعَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَاتِهِمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ  
بَاسَكَ الَّذِي لَا تَرْدِهُ عَنِ الْقَبْمِ الْمُجْرِمِينَ .

“হে আল্লাহ! মু’মিন ও মুসলিম পুরুষ ও নারীদেরকে মাফ করে দাও। তাদের মধ্যে আন্তরিক মহকৃতের সম্পর্ক সৃষ্টি কর। তাদের একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক কায়েম রাখ। তোমার ও তাদের দুশ্মনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সাহায্য কর। তোমার সাহায্য পাওয়া মু’মিনদের হক বলে যে ওয়াদা করেছ তা পালন কর। হে আল্লাহ! আমাদের ও ধীনের দুশ্মনদেরকে পরাজিত কর। তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর। তাদের সম্পর্কিত শক্তিকে ডেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দাও, তাদের পায়ে কাঁপুনি সৃষ্টি কর। তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দাও। তাদের উপর তোমার ঐ দাপট নায়িল কর যা অপরাধী কাওম থেকে কখনও কিন্নাও না।” (আল্লাহর সুরারে ধরণা : আ. অ.)

### রাসূল ﷺ-এর প্রতি দর্শন

রাসূল ﷺ-বলেছেন যে, দোয়ার তরুতে ও শেষে দর্শন পেশ করা হলে দোয়া করুনের বেশি আশা করা যায়। তাই দেখা স্থান, বিশেষ করে দর্শন ঘারা দোয়া পেশ করার বীজি গোটা উচ্চতের মধ্যে চালু রয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআনের মজাদে এভাবে দর্শনের হকুম নিয়েছেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ وَيَأْتِيهَا الْذِيْنَ  
أَمْرَوْا صَلَوَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا .

“নিচয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরদ পাঠান। হে এসব লোক! যারা ইমান এনেছ তোমরাও তাঁর প্রতি দরদ ও সালাম পাঠাও।”

(সূরা আল আহমাদ : আয়াত-৪৬)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর আর কোন হকুম সম্পর্কে এভাবে বলেননি যে, আমি নিজেও এ কাজ করি, তোমরাও তা কর। একমাত্র দরদের বেশেই আমি কথা বলেছেন। এ ঘরা দরদের মর্যাদা যে কত বড় তা সহজেই বুঝে যায়।

তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে দরদ পাঠানো, আর ফেরেশতা ও মানুষের পক্ষ থেকে দরদ পাঠাবার মানে এক রকম নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে দরদের অর্থ হলো : “আল্লাহ রাসূলের প্রশংসা করেন; তাঁর উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাফিল করেন। তাঁর নাম উন্নত করেন এবং তাঁকে মহবত করেন।” ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে দরদ পাঠাবার অর্থ হলো : তাঁরা রাসূলকে পুরুষ মহবত করেন এবং তাঁকে উন্নত মর্যাদা দেবার জন্য তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। মু’মিনদের দরদের উদ্দেশ্যেও রাসূলের প্রতি রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ণ করার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

### সালাতের মধ্যে দোয়া

রাসূল ﷺ সবসময় আল্লাহকে স্বরণ করতেন এবং সকল অবস্থায় আল্লাহকে কাছে যখন যা দরকার চাইতে থাকতেন। তাই সব অবস্থার উপরাফিয়ে চমৎকার দোয়া হাদিসে পাওয়া যায়। তা থেকে এখানে তথ্য তাহাতুল ব নফল নামাযের বিভিন্ন অংশে এবং করণ নামাযের পর্যবেক্ষণে দোয়া করাতেন তা থেকে মাত্র কয়েকটি বাছাই করে এখানে পেশ করা হচ্ছি। তাহাতুল ব নফল ও সক্ষার দোয়াগুলো থেকেও কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছি। সবস্বে দুর্মাণের সময়ের দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

## তাকবীর তাহরীমের পর

আল্লাহ আকবার বলে নামাযের শুরুতে হাত বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআতের পূর্বে বিস্তৃত দোয়া রাসূল ﷺ পড়তেন। এর মধ্যে তিনটি এখানে উল্লেখ করা হলো-

وَجْهُتُ وَجْهِي لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آتَا  
مِنَ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ  
الْعُلَمَاءِ . لَا شَرِيكَ لَهُ جَ وَيَدَاكَ أَمْرُتُ وَآتَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ .

“আসমান ও যমীনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার দিকে আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মূখ ফিরালাম ও মনোযোগ দিলাম। আর আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। নিচয় আমার নামায, কুরবানী, হায়াত ও মওত আল্লাহ রাবুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তার কোনো শরীক নেই। আমাকে এ রকমই আদেশ করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদেরই অন্তর্ভুক্ত।”

(সূরা আল আনআম : ৭৯ ও ১৬২)

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَآتَنَا عَبْدُكَ  
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي جَمِيعًا  
إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .

“হে আল্লাহ! তুমি বাদশাহ। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমার রব, আর আমি তোমার গোলাম। আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। আমার শুনাহর কথা স্বীকার করছি। আমার সব শুনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ ক্ষমা করতে পারে না।”

اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي بَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ  
إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ آنَا بِكَ وَإِلَيْكَ لَا مَنْجَأَ مِنْكَ وَلَا  
مَلْجَأٌ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ .

“হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে হায়ির হয়ে গেছি। তোমার মহান দরবারে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য হলো। সব কল্যাণ তোমারই হাতে

আছে। কোনো মন্দই তোমার প্রতি আরোপ করা যায় না। তুমি যাকে হেদোয়াত কর সেই হেদোয়াত পায়। আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি। তোমার কাছেই যাব। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তোমারই কাছে ধরণা দিতে হবে। তুমি ছাড়া কোনো আশ্রয়ই নেই, তুমি বরকতওয়ালা ও মহান। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।”

তাকবীর তাহরীমের পর “সুবহানাকাল্লাহুস্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জান্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা” আমরা সবাই পড়ি। এটাও হাদীসে আছে। এরপর ঐ তিনটির মধ্যে যখন যেটা ইচ্ছে পড়া যেতে পারে। (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

### রুকু' সিজদায়

তাহাঙ্গুদে বেশি সময় রুকু' ও সিজদায় ব্যয় করার সুযোগ থাকায় রাসূল ﷺ-এর কিছুটা অনুকরণ করা সত্ত্ব। রুকু' ও সিজদায় তাসবীহ অনেকবার পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য বোধ সৃষ্টি হয়। তাসবীহতে ‘আমার রব’ কথাটি আবেগ সৃষ্টির সহায়ক। রাবুল আলামীনকে ‘আমার রব’ বলা শিক্ষা দিয়ে ঘনিষ্ঠতাবোধ করারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক সময় পর্যন্ত তাসবীহ পড়ার সময় বেজোড় সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য প্রতি দু'বার পড়ার পর থামার অভ্যাস করা দরকার। শেষ তাসবীহ একবার পড়তে হবে। শেষ তাসবীহের সাথে এটুকু যোগ করার কথা রয়েছে :

وَسِعْمَدِه عَدَّدَ خَلْقِه وَرِضِيَ نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاتِه .

“আল্লাহর প্রশংসা সহকারে এবং তাঁর সৃষ্টি সংখ্যার পরিমাণ, তিনি যত পছন্দ করেন যে পরিমাণ, আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁর কালাম লেখার কালিল পরিমাণ।”

রুকু' ও সিজদায় তাসবীহের শেষে রাসূল ﷺ-এরও পড়তেন-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ أَلَّهُمَّ اغْفِرْ لِي سَبُوحٌ فَدُوسٌ  
رَبُّ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحِ .

“হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার তাসবীহ করছি। হে পাক পবিত্র এবং সকল ক্ষেরেশতা ও জিবরাইলের রব, আমাকে মাফ কর।” (আল্লাহর দুয়ারে ধরণা : আ. প্র.)

## রুকু'তে দোয়া

اللَّهُمَّ لَكَ رَكِعْتُ وَبِكَ أَمْتَ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمِعْيٌ  
وَبَصَرِيٌّ وَمُخْنِيٌّ وَعَظِيمِيٌّ وَعَصِيْيٌّ .

“হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকু’ দিয়েছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি,  
তোমার নিকট আস্তসমর্পণ করেছি। তোমার প্রতি আমার শ্রবণশক্তি,  
দৃষ্টিশক্তি, আমার মগজ, হাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয়াবন্ত হয়েছে।”

(মুসলিম হাদীস নং ৪৮৭)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنِي .

মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।

(বুখারী হাদীস-৭৯৪, মুসলিম হাদীস-৪৮৪)

سَبُّوحٌ قَدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ .

আল্লাহ পবিত্র ও মোবারক তিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরাইলের রব।

(মুসলিম হাদীস নং ৭১)

سُبْحَانَ ذِي الْجَرَوَاتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ .

মহাপ্রতাপশালী এবং রাজত্ব, বড়ত্ব ও সমানের অধিকারীর জন্য প্রশংসা  
করছি। এটি রুকু’ ও সিঞ্জদায় বলবে।

(হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ হাদীস নং ৮৭৩, নাসাই হাদীস নং ১০৪৯)

রুকু’ থেকে দাঁড়িয়ে

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَبِيبًا مُبَارَكًا فِيهِ .

“হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, অনেক অনেক  
প্রশংসা। এ প্রশংসায় কল্যাণ হোক, বরকত হোক।”

اللَّهُمَّ لَمَّا نَعْطَيْتَ لِمَا مَنَعْتَ لَمَّا مَنَعْتَ لَا يَنْفَعُ  
ذَا الْجَدَدِ مِنْكَ الْجَدُّ .

“হে আল্লাহ! তুমি যা দাও তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আর তুমি যাকে  
বাধা দাও তা কেউ দিতে পারে না। সম্পদের মালিক হলেই লাভবান হয় না।  
সম্পদ তোমারই দান। (তোমার ইচ্ছা ছাড়া সম্পদ উপকারে আনে না।)”

## সিজদার দোয়া

রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে যাও। তাই সিজদায় বেশি করে দোয়া কর।

**اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمْتَسْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي  
خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۔**

“হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সিজদা করেছি, তোমারই উপর ইমান এনেছি এবং তোমারই নিকট আস্তসমর্পণ করেছি। আমার চেহারা তার জন্যই সিজদা করেছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব আল্লাহ বরকতময়। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টা।” (মুসলিম হাদীস নং ৭৭১)

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِفْهُ وَجْلَهُ وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرِهِ ۔**

“হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ কর— ছোট ও বড় গুনাহ, আগের ও পরের গুনাহ এবং প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।”

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ۔**

“আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পাঠ করছি। আল্লাহর কাছে মাফ চাচ্ছি ও তাঁর নিকট তাওবা করছি।”

রাসূল ﷺ সিজদায় বেশি করে দোয়া করতে বলেছেন। তাই এসব খাস দোয়া ছাড়াও হাদীসের যে কোনো দোয়াই সিজদায় পড়া যেতে পারে। সিজদায় কুরআনের দোয়া পড়া হাদীসে নিমেখ করা হয়েছে।

## দু' সিজদার মাঝের দোয়া

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي  
وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي ۔**

“হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে হেদায়াত দান কর, আমাকে সুস্থ রাখ, আমাকে ক্ষতি পূরণ দাও, আমাকে উন্নত কর ও আমাকে রিযিক দাও।” (হাদীসটি হস্ত. আবু দাউদ হাদীস নং ৮৫০, ঈবনে মাজাহ হাদীস নং ৮৯৮)

## সালাম ফিরাবার পূর্বে

**اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيٌّ طَلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .**

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। সুতরাং তুমি নিজ ক্ষমা দ্বারা আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম কর। নিচয়ই তুমি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (বুখারী হাদীস নং ৮৩৪ মুসলিম হাদীস নং ২৭০৮)

**اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا آخَرْتُ وَمَا أَشَرْتُ وَمَا أَعْلَمْتُ وَمَا أَسْرَقْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقْدِمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .**

“হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ কর, যা আগে করেছি ও যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি ও যা প্রকাশে করেছি, যেখানে সীমালংঘন করেছি এবং যা আমার জানা না থাকলেও তুমি জান, সবই মাফ কর। তুমি আগেও ছিলে, পরেও থাকবে। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহা নেই।”

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدُّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .**

“হে আল্লাহ! আমি তোমর নিকট আশ্রয় চাই জাহানাম ও কবরের আয়ার থেকে এবং দাজ্জাল এবং হায়াত ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।”

(বুখারী, মুসলিম হাদীস নং ৫৮৮)

**أَخْسَنُ الْكَلَامَ كَلَامُ اللَّهِ وَأَخْسَنُ الْهَدْيَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ .**

“সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর কথা হলো আল্লাহর কালাম আর সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর পথ হলো মুহাম্মদ এর পথ।”

## সালাম ফিরাবার পর

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَكْبَرُ  
 الْلَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ رِبَّنَا وَتَعَالَيْتَ  
 بِإِذْنِ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ .

“আল্লাহ বড়, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, হে আল্লাহ! তুমই শান্তি, তোমার  
পক্ষ থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় ও মহান।”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
 بُخْرِيٌّ وَيُمِيزُّ وَهُوَ حَىٰ لَا يَمُوتُ بِبَدِيهِ الْغَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ .

“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি অবিজীয়, তার কোন শরীক নেই,  
রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা সবই তাঁর। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি  
চিরজীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সব কল্যাণ সবকিছুর উপর তিনি  
ক্ষমতা রাখেন।”

الْلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَسْأَلُكَ  
 الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي . الْلَّهُمَّ  
 اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي .

“হে আল্লাহ! তোমার নিকট দুনিয়া ও আবিরাতে সুস্থান্ত্য ও সুখ-সুবিধার  
আবদার জানাই। আরও চাই আসানী ও করুণা এবং সুযোগ-সুবিধা আমার  
দীনী ব্যাপারে, দুনিয়ার জীবনে, আমার পরিবার ও আমার মালে। হে আল্লাহ  
আমার সব গোপনীয় বিষয় তুমি ঢেকে রাখ এবং সবরকম আশংকার বিষয়  
থেকে আমাকে নিরাপদে রাখ।”

## সকালের দোয়া

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْنَا وَيْكَ أَمْسَيْنَا وَيْكَ نَعْبَدَا وَيْكَ نَمُوتُ  
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.**

“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সকাল বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সন্ধ্যাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই শরি। তোমাই কাছে ফিরে যেতে হবে।”

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسْلِ  
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.**

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই- দুষ্টিতা ও দুঃখ-বেদনা অক্ষমতা ও অসলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা এবং বেদনার বোৰা ও মানুষের দাপট থেকে।”

**أَصْبَحْبَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَىٰ كَلِمَاتِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَىٰ  
دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَىٰ مِلْيَةِ أَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا  
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.**

আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিরাতের ওপর ও এবলাসের ওপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের ওপর। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (আহমদ, হাদীস নং-১৫৪৩)

## সন্ধ্যার দোয়া

**أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.**

“আল্লাহর শেখানো পরিপূর্ণ দোয়া কালাম দ্বারা গোটা সৃষ্টির ক্ষতি থেকে পানাহ চাই।”

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْنُ وَبِكَ نَمُوتُ  
وَإِلَيْكَ النُّشُورُ .

“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়ে সক্ষ্য বেলাকে কবুল করলাম। তোমার নাম নিয়েই সকাল বেলাকেও কবুল করি। তোমার নামেই বাঁচি, তোমার নামেই মরি। কবর থেকে উঠে তোমারই কাছে যেতে হবে।”

### শোবার দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَنَا وَأَوَانَا فَكُمْ مِّنْ  
لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُزِوِّيَ .

(শোবার পর ও দোয়া শুকরিয়া আদায়ের জন্য)

“সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয়ের জায়গা দিলেন। কত এমন লোক আছে যার প্রয়োজন পূরণের কেউ নেই এবং যার কোন আশ্রয়ের জায়গা নেই।”

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ - إِنَّ أَمْسَكْتَ نَفْسِي  
فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفِظُ بِهِ عِبَادَكَ  
الصَّالِحِينَ .

(ডান কাতে শয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে এ দোয়া)

“হে আমার রব! তোমার নাম নিয়েই আমার পার্শ্বকে বিছানায় রাখলাম। আবার তোমার নাম নিয়েই তাকে উঠাব। এ অবস্থায় যদি আমার জানকে তুমি রেখে দাও (মৃত্যু দাও) তবে এর উপরে রহম কর। আর যদি ফেরত পাঠাও তাহলে এর হেফায়ত কর যেমন তোমার নেক বান্দাদের বেলায় করে ধাক।”

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَجْهِتُ وَجْهِي إِلَيْكَ فَقُوَّضْتُ  
أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَاهُ ظَهَرَ إِلَيْكَ . رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ  
لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ - أَمْتَنُ بِكِتَابِكَ الْبَيِّنِ  
أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

“হে আল্লাহ! আমার নাকসকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার চেহারাকে তোমার দিকে ঝুঁক করলাম। আর সব ব্যাপারের ভার তোমার উপরই দিলাম। আমার সৃষ্টির দিকে ঝুঁকেছি। তোমার শান্তি থেকে বাঁচতে হলেও তোমারই বন্ধন ধরণ্ডা দিতে হব। তোমার কাছে ছাড়া কোনো আশ্রয়ও নেই। যে কিন্তুর তুমি নাহিল করেছ তার উপর ঈমান এনেছি এবং যে নবী তুমি পারিষেব তার উপরও ঈমান এনেছি।”

৩৩ বার সুবাহানাল্লাহ, ৩৩ বার আশহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহ  
আকবার।

আল্লাহল কুরাসি।

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَآخِي .

“হে আল্লাহ! তোমার নাম নিয়েই মরি ও বাঁচি।

### অবসর সময়ের দোয়া

যখন অবসর থাকে তখন তাকে কর্মব্যক্তি রাখার জন্য মুখে নিষ্ঠের যে কোলো ধিকন্ত মনের দিকে বেস্তাল রেখে মুখে চালু করলে বাজে চিঞ্চা থেকে বক্তা পাওয়া যাব। সবসময় আল্লাহ তায়লাকে স্বরণ রাখার এটাই সহজ উপায়।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِلَحْمَدْ بِإِلَهٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا  
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ .

سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

তাছাড়া দরদ পড়তে থাকা। কুরআনের যেসব অংশ মুখ্য আছে তা শুনগুণিয়ে আবৃতি করা যায়। মোটকথা হলো মনটাকে সবসময় কাজ দিতে হবে। যদি সচেতনভাবে তাকে ব্যক্ত না রাখা হয় তাহলে যখনই সে অবসর পাবে তখনই ইবলীস তাকে কাজ দেবে। মন বিনা কাজে থাকতে পারে না। তাকে কাজ না দিয়ে শয়তানের বেগার খাটতে বাধ্য হবে।

### দোয়া করুল হওয়ার বিশেষ দিন ও সময়

আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাঁর বাক্সার দোয়া শুনেন করুল করতে পারেন। বাদ্দা তো যখনই যে দোয়া করার প্রয়োজন বোধ করে তখনই মনিবকে ডাকে ও তাঁর কাছে যা ইচ্ছা করে তাই চায়।

তবে রাসূল ﷺ দোয়া করুলের জন্য বিশেষ কতক দিন ও সময় জানিয়ে দিয়েছেন যাতে আল্লাহর বাক্সাহারা ঐ সব দিন ও সময়কে অবহেলা না করে, বরং বিশেষ যত্ন সহকারে ঐ বিশেষ সুযোগকে ব্যবহার করে দয়াময় প্রভুর দুয়ারে ধরণা দেয়।

১. লাইলাতুল কদর।
২. রম্যান মাস।
৩. ফরয নামাযের পর।
৪. আরাফার দিন।
৫. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।
৬. জ্বুআর দিন।
৭. রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।
৮. সিজদারাত অবস্থায়।
৯. আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময়।
১০. রোাদার অবস্থায়, বিশেষ করে ইফতার করার পূর্বক্ষণে।

# পিসি পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইরের নাম	মূল্য	
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০	
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০	
৩.	বিষয়তত্ত্বিক আল কুরআনের অভিধান - মোঃ রফিকুল ইসলাম		
৪.	শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান	২৫০	
৫.	কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিল আব্দুল ওহাব	১৫০	
৬.	বিষয়তত্ত্বিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন -মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০	
৭.	বিষয়তত্ত্বিক সিরিজ-২ লা-তাহ্যান হতাশ হবেন না -আরিদ আল কুরআনী	৪০০	
৮.	বিষয়তত্ত্বিক সিরিজ-৩ বুলুগুল মারাম-হাফিয় ইবনে হাজার আসছালানী (রহ:)	৪০০	
৯.	বিষয়তত্ত্বিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন		
১০.	রাসূল এর হাসি-কানা ও যিকিরি -মো : নুরুল ইসলাম মণি	২১০	
১১.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা	-ইকবাল কিলানী	১৫০
১২.	সহীহ মুকসন্দুল মুকাবিদীন		৪০০
১৩.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন		৪০০
১৪.	সহীহ আমলে নাজাত		২২৫
১৫.	রাসূল এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫	
১৬.	রাসূল এর ক্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াজ্জিমা মোরশেদা বেগম	১৪০	
১৭.	রিয়ায়ুস বা-লিহিন	-যাকারিয়া ইয়াহৈয়া	৬০০
১৮.	রাসূল এর ২৪ ষষ্ঠী	-মো : নুরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৯.	নারী ও পুরুষ তুল করে কোথায় - আল বাহি আল খাওলি (মিসর)	২১০	
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রঞ্জনী	-মুয়াজ্জিমা মোরশেদা বেগম	২০০
২১.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহবী	-মো : নুরুল ইসলাম মণি	২০০
২২.	রাসূল সন্দার্ক ১০০০ থ্রু	-সাইয়েদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২৩.	সুরী পরিবার ও পারিবারিক জীবন	-মুয়াজ্জিমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৪.	রাসূল এর দেনদেন ও বিচার কয়সালা	-মো: নুরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৫.	রাসূল আন্যান নামাজ পড়াতেন যেভাবে	-ইকবাল কিলানী	১৩০
২৬.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে)	-ইকবাল কিলানী	২২৫
২৮.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব)	-ইকবাল কিলানী	১৫০
২৯.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদুরী	-সাইয়েদ মাসুদুল হাসান	১৫০
৩০.	দেওয়া কর্মসূল পূর্বসূত	-মো: মোজাফেল হক	১০০
৩১.	ড. কেলিল ফিলিপস সহজ		৫৫০
৩২.	কেরেশতারা যাদের জন্য দোয় করেন	- ড. ফয়সেল ইলাহী (মর্কী)	৭০
৩৩.	জাদু টোনা, জীবনের আহত, বাঁট-সুরক, তাবীজ কবজ্জ		১৫০
৩৪.	ফাজারেলে আমল		
৩৫.	কবিরা শুভ্		২১০
৩৬.	দাস্তায জীবনে সংযোগিতির ৫০টি সমাধান		১২০

## ডা. জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ সম্পর্কে ধারণা	৪৫	১৮.	ধর্মসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
২.	ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	১৯.	আল কুরআন বুর্খে পড়া উচিত	৫০
৩.	ইসলামের ওপর ৪০টি অভিযোগ	৬০	২০.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪.	প্রশ্নেগতে ইসলামে নারীর অধিকার- আধুনিক নাকি সেকেলে?	৫০	২১.	মিডিয়া এবং ইসলাম	৫৫
৫.	আল কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান	৫০	২২.	সন্মান ও বিজ্ঞান	৫৫
৬.	কুরআন কি আল্লাহর বাণী?	৫০	২৩.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
৭.	ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ক্ষিতি সাধারণ প্রশ্নের জবাব	৫০	২৪.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৮.	মানব জীবনে আবিষ বাচ্চা বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫	২৫.	বিভিন্ন ধর্মসমূহে মুহায়দ	৫০
৯.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০	২৬.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
১০.	সজ্ঞাসবাদ ও জিহাদ	৫০	২৭.	ইসলাম এবং সেকিউরিটি রিজিম	৫০
১১.	বিশ্ব আত্মত্ব	৫০	২৮.	বিশ্ব কি সত্যই জুল বিক হয়েছিল?	৫০
১২.	কেন ইসলাম ধ্রুণ করছে পশ্চিমারা?	৫০	২৯.	সুরাম: আলাম বুল—এর গোষ্ঠী	৫০
১৩.	সজ্ঞাসবাদ কি শুধু মুসলিমদের জন্য অযোজ্য?	৫০	৩০.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধৰ্ম	৪৫
১৪.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০	৩১.	মুসলিম উপাহর এক্য	৫০
১৫.	সুদুমুক্ত অধ্যনিতি	৫০	৩২.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক কুল পরিচালনা করেন যেতাবে	৫০
১৬.	সালাত : রাসূলুল্লাহ—এর নামায	৬০	৩৩.	ইঞ্জেরের বৃক্ষপ ধর্ম কী বলে?	৫০
১৭.	ইসলাম ও ক্রিট ধর্মের সাদৃশ্য	৫০	৩৪.	মৌলিবাদ বলাৰ মুক্তিচিত্ত	৪৫
			৩৫.	আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য	৫০
			৩৬.		

## ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য	ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি-১	৪০০	৫.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি-৫	৪০০
২.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি- ২	৪০০	৬.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি-৬	২৫০
৩.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি-৩	৩৫০	৭.	বাস্তুইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি	
৪.	জাকির নায়েক লেকচার সমষ্টি-৪	৩৫০			৭৫০

### অঠিবেই বের হতে যাচ্ছে

- ক. রাসূল—এর অভিযোগ, খ. আল কুরআনের অভিযোগ (লুগাতুল কুরআন),  
 প. Golden use Foul Word. ষ. আপনার শিখকে লালু-পালু করবেন  
 যেতাবে, ধ. আসুন কুরআনের সাথে কথা বলি, চ. যে গল্পে প্রেরণা যোগায়, ছ. শকে  
 শকে ইসলাম মুমিনীন, জ. শেখ আহমদ দিদাত লেকচার সমষ্টি।

لَهُ الْمُؤْمِنُونَ  
سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ